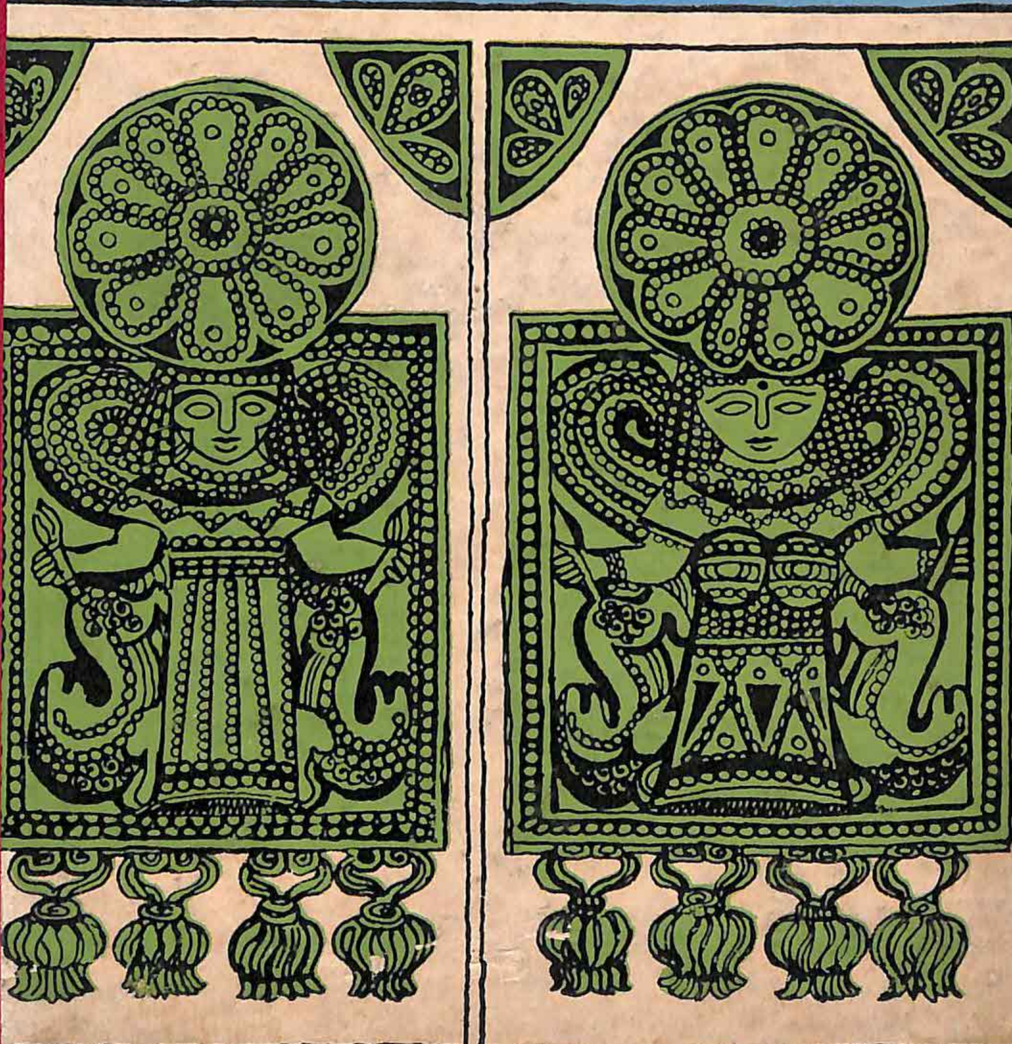
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্যসংগ্রহ



শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্যসংগ্রহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসংগ্রহ
(দ্বিতীয় খণ্ড)

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮৫
প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯
মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিউ মানস
প্রিন্টিং, ১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলকাতা-৬
কুড়ি টাকা

তীর্থংকর মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

আমাদের প্রকাশিত কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

সুন্দর এখানে একা নয়
ঈশ্বর থাকেন জলে
চতুর্দশপদী কবিতা
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য
গালিবের কবিতা
কুমারসম্ভব কাব্য
কাব্যসংগ্রহ ১ম ও ২য়
পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো
মেঘদূত
ওমর খৈয়ামের রুবাই
এই আমি যে পাথরে

সূচীপত্র

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি (১১৫—১৬৪)

এই আমি, যে পাথরে

অন্য ধরনের, আলাদা ধরনের

সাগরের হাওয়া গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে, এখানে
গাছপালায় অদ্ভুত শব্দ, ঘাসে গন্ধ মাখা ধুলো, এখানে
তুলোর চাষ হবে বলেছিলে একদিন, দুপুরের দিকে, হাতে
মাথা রেখে, মাদুরে চিৎ, এখানে বাড়ি করতে ভিত লাগে না
এক পশলা বৃষ্টিতেই জম্পেশ শীত পড়ে
এখানে হাওয়া লাগলে পাতা নড়ে, কী আশ্চর্য !
এখানে সবকিছুই
কেমন অন্য ধরনের, আলাদা ধরনের। এখানে হেঁটে সবাই রাস্তা
পার হয়, ধার করলে ধার হয় না, পাওনা থাকে, এখানে
একজনও অন্যজনের মতো দেখতে নয়, ভয় নেই এখানে
সাহস এখানে একটুকরো কানি বেঁধে আকাশে ওড়ায়
গোড়ায় বলে রাখা ভালো, এখানে
কালো মানেই শাদা, এখানে গাধা মানেই গরু
সরু সরু গলি পড়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায়, এখানে
ভালোবাসা বলে কিচ্ছু নেই, এক ধরনের মিচ্ছু টান
আছে, ঘরের কাছেই শ্মশান, দেরি হবে না পুড়তে
উড়তে ইচ্ছেই যথেষ্ট, ডানার দরকার নেই, একটু
তালকানা ভাব থাকলেই চলবে, কথা বলবে ঝুঁকে, এখানে
মনেমুখে এক নয়, ভয় নেই এখানে, যখন যেখানে
যাবার দরকার, সহজেই যাওয়া যায়, এখানের সবই
কেমন একটু অন্য ধরনের, আলাদা ধরনের, এখানে
বৃষ্টি পড়লেই লোকে মাঠে বেরোয়, রাত্রে পথে,
দিনের বেলা মানুষে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, এখানে
ফানুস ওড়ে, দিনরাত্তির ফানুস উড়ে বেড়ায়
কিচ্ছু করার নেই মানুষের; এখানের
সবটাই কেমন একটু অন্য ধরনের, আলাদা ধরনের।

স্বপ্নের সমুদ্র থেকে

স্বপ্নের সমুদ্র থেকে পাথর উঠেছে ভোরবেলা
আমার একার খেলা—বালু ও বাতাস নিয়ে শুধু
সমুদ্রের তীরে হাঁটা যতক্ষণ পূর্ণ থাকে মধু
আকাশে, মানুষে, মনে—ততক্ষণ এই ঘোরা-ফেরা
সমুদ্রের কাছে বসা, প্রয়োজনহীন শব্দে, ছুটি
কাটাতে এসেছি, তাই কাজ নেই কোনো—
বৃষ্টি হ'লে একবার শোনো এইখানে আসা যাবে
তখন রোদ্দুরে আর ক্রোধ নেই, খরস্রোত নেই
সমুদ্রের নীল আর তেমন দীপ্তিতে নয় বড়ো
খরতর ফেনা স্রোত শব্দ খুবই গভীর হয়েছে
বৃষ্টি হলে এইখানে একবার আবার আসা যাবে।

পাতার পাহাড়

গাছের পাতার মতো শব্দ এসে জমেছে উঠোনে
হাওয়া নেই, তাই তারা জমে জমে পাহাড় হয়েছে
পাহাড়ে ওঠে না কেউ, গাছ নেই, উপদ্রব নেই
পাখি ও পশুর, নেই ঝর্ণাজল, চলচ্ছল নদী
তাই নিরবধি পাতা জমে যায় অনেক উঠোনে
গৃহে লোকজন নেই মনে হয়—শিশু নেই কোনো
তাহলে পাহাড় ভেঙে টুকরো হতো, টুকরো টুকরো হতো।

অন্যকে

তোমাকে এ লেখা নয়, তুমি যার কাছে
সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছো—লেখা, তারই কাছে।
প্রিয় সুকুমার যুবা, মন দিয়ে শোনো
ঐ রমণীর স্নেহ ছিলো না কক্ষনো
নিভন্ত চুল্লীর প্রতি। ওর ভালো লাগে
যে পুরো দিবস রাত শীর্ষে বসে জাগে
পদতলে নয়, যার শৈশব এখনো
যাই-যাই বলে যায়, ফিরে আসে কোনো
ছলে, তাকে ওর ভালো লাগেনি কক্ষনো!
শুধু পরিচয় ছিলো—বাদামের পাতা
যদি ঝরে পড়ে, তুমি কীসের বারতা
পাও যুবা? ভালোবাসা? ভারি সুকুমার!

লুকিয়ে আছেন

আলোর জীবনযাপন এবং আলোর মরণ ক'জন জানে—
এই অকথা, এই কুকথার দুইটি মানে
কজন জানে ?
সত্যি বলো, অন্ধকারের বারান্দাতে
দিনভিখারি হাতটি পাতে
কোন্ খেয়ালে
একটি পাখি সঙ্গ-ফাঁকি দিচ্ছে বসে পাছ্-দেয়ালে
তার কী দাবি
ঐ যে পুবের মাঠখানেতে হারিয়ে গেছে নীলচে চাবি
তার কি দাবি
ঐ চাবিটি ঘুরিয়ে খোলা দরজা পুবের ?
সেইখানেই তো ধনকুবের
লুকিয়ে আছেন !

মৃত্যুর বিষয়ে

হত্যা করে আমাকে পাথরে
অথচ কোলের কাছে ঝর্ণা ছিল, মায়াকাননের
ফুল ছিলো ফুটে, ছিলো করপুটে পাগল শিকড়
যা ধরে এ-দেহ প্রাণ আবার বাতাস নিয়ে সংসার সাজাবে
ভেবেছিলো এই হাসি, শিশুমুখ, ফুল ফুটে-ওঠা
আরো কিছুকাল ধরে দেখে যাবে, ভেবেছিল এই
সুন্দর সহাস্য সব মানুষের ভালোবাসা পেয়ে, সুখী হবে—
ভেবেছিলো বুঝি এই নরম মাটির মধ্যে হাত গুঁজে প্রার্থনা জানাবে

কে জানাবে? এই আমি, যে পাথরে শুয়ে
মৃত্যুর বিষয়ে কিছু কথা বলে যাবে।

শিশু ঐ, মানুষের উদ্ভিদ

দুঃখের অরণ্যে কিছু ডালপালা আছে।
বাকি সব কেটে নিয়ে গেছে সম্রান্ত কাঠুরেরা—
তাদের চেরাইকল নেই, র‍্যাঁদা নেই, বড় বিনিয়োগ নেই
তারা ঐ উনুনের কাঠকুটো সংগঠন করে।

দুঃখের অরণ্যে কিছু ডালপালা আছে।

এবং শিকড় আছে, সে-শিকড় মাটির গভীরে
নিয়ে যায়, যেতে পারে মানুষের উদ্ভিদ শিশুকে
কাঁথাকানি দিয়ে মুড়ে, কোলে তুলে। বড়ো আদরের
শিশু ঐ শুয়ে আছে গাছের আঙুল শিকড়ের
বুক জুড়ে, নিশ্চিন্ত, হয়েই-মৃত, ভাগ্যহীন, ভবিতব্যহীন—
শিশু ঐ মানুষের উদ্ভিদ এবং ডালপালা।

সমুদ্রের পারে

সমুদ্রের পারে এসে বসে আছে অজানা কিশোর,
তুমি তার নাম জানো ? জানি আমি। সে শুধু আমায়
নিজস্বে বসায়। তার ধ্যান জানে, জানে না সংবাদ,
জানে না সংবাদপত্র, কার নাম ? সে শুধু একাকী—
একাকী গাছের মতো। সংবাদপত্রের মতো যেন
সে শুধু একাকী থাকে, একাকী এ-কলরব করে,
সে শুধু একাকী থাকে অবিরাম কলরব করে।

রূপবান

শব্দের যেখানে ফাঁক, সেখানে রঙের বাটি ঢেলে
এখনি উপুড় করে দিতে পারি, দিয়ে দেখি ঠিকই
ভাষার দেয়ালে-দোরে লেগে গেছে সমস্ত নির্ভীক
রক্ত, হিম, তন্তুজাল। শব্দের এমনই ফাঁক আছে।

শব্দের এমন ফাঁকে জলজঙ্গলের কিছু গাছ
রয়ে গেছে—গাছ গুল্মলতাপাতা হরিদ্রাভ ফুল
অরণ্যের কিছু গাছে ফুটে আছে অসহ্য শিমূল
আছে আছে শব্দ আছে প্রাসাদ-জানালা হয়ে দূরে
কৃত্রিম শব্দের বনে বাজে কার বিষণ্ণ নূপুরে
গান, ধ্বনি, বর্ণময়, রূপবান স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

পলিমাটি নখে ছিঁড়ে

মাছ ধরবো বলে এই সমুদ্রের তীরে
আঁশগন্ধ, মানুষের বাল্যকাল, ছেঁড়া কাঁথাকানি
চুপড়ি ঝোড়া সব আছে, তন্তুজাল নেই
শুধু-হাতে ধরবো বলে, মাছ, এই সাগরের তীরে পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে
মাছ কি পর্বত ?
পর্বতের মাছ আমি প্রস্তুত দেখেছি ঝর্নাজলে—খেলা করে একা একা
হলুদ সবুজ খেলা মাছেদের, পর্বত-মাছের, আকাশের খুব কাছে,
মশারির তালি-তাপ্পি চালে
ছারপোকা যেমন চাক ভেঙে রাত্রে খেলে একা একা
পরিপূর্ণ হলে মাছ, তেমন তাদেরো যায় দেখা, আগে নয়,
বাল্যে নয়—মায়ের সংসারে।

আমাদের কাজ মাটি ধুতে আসা মাছের মতন, ধুলোঝুলকালি ঝেড়ে
ঝেড়ে ফেলে ক্লান্তি ব্যবহারে, ভাঙা শব্দ, ছন্ন রঙ, দাবিদাওয়া, অধিকারবোধ
এ সমস্ত ফেলে পরা শাদা শুভ্র কাপড় একখানি, মাথায় উষ্ণীষ যেন
নিচু অঙ্গে কিছুই না থাক, জলে ঢাকা আছে।
গাছেরও তো কিছু নেই ; ডালপালা আছে, ফুল আছে,
ফল আছে, সংশ্রব রয়েছে
মানুষের সঙ্গে ঘোর, সবাই কাঠুরে নয় বলে
গাছের অঙ্গুলি ধরে সাপটে কালো মাটি
খাঁটি, সব খাঁটি, এই ধোয়া, জলকাদা—মাছধরা
না-ধরা সকলই
খাঁটি, শুধু পলিমাটি নখে ছিঁড়ে মাছ ধরে ওরা
ওরাও একদিন নিজে ধরা দেবে, ধরা দিতে হবে।

এখানে বেড়াতে এসো

নারকোল ভেঙে রাখা হয়েছে বসতির চারদিকে, চারদিকেই পাহাড়
ওই ভাঙা নারকোলের মতন—কোমরের কাছ থেকে হিম শ্যাওলা
তারপর পপলার গাছের ছবি আর ছায়া, নিচে ফার্নারি, তলপেটের মুখোমুখি
আগুন, শিখার দাগে চামড়া কালো হয়ে গেছে, বর্ণগন্ধময় সুষমায় ওই
মারাত্মক কালো দাগ বিদেশির ভালো লাগে।

এমনটা তার দেশঘরে পাবার নয়. খাবারদাবার
শস্তা, সবচেয়ে শস্তা মাংস। মনে হিংসা থাকলে এখানে বেড়াতে এসো
অক্টোবর ভালো সময়, নীল আকাশ নীল জল রকমারি পাথর কুড়োবে ছড়াবে
এ-জিনিস ফুরিয়ে যাবার নয়, যৌবন এখানে দীর্ঘজীবী, পলতের দু মুখেই
আগুন দিতে হবে শুধু। একটু মধু পেলে হতো – মধু এবং হুল
ফিতেয় বাঁধা চুল বাতাসে দুলছে, ফুল ফুটে ঝরে গেছে, ফল থইথই বাগান
মনে মেঘ জমলে এখানে বেড়াতে এসো। অক্টোবর ভালো সময়, গুজররা
নিচে নামছে, ঝাপসা ছাগল-ভেড়ার পিঠে হাঁড়িকড়া থালা বাসন, একমুখ
রাঙা চুলদাড়ি নিয়ে কোথায় কোন সমতলের সন্ন্যাসে চলেছে সারবন্দী গুজর
পাথরের গা ঘেঁষে, ওপাশে হাঁ করা খাদ, অগাধ বিশ্রাম, খেলনা ঘরবাড়ি
শস্তের ঝকমকে পাপোশ আর কম্বল মুড়ি দেওয়া দত্যির হাড়গোড়
ভাঙতে-ভাঙতে ভাঙতে-ভাঙতে ছত্রখান, ছড়িয়ে ছিটিয়ে
চিলচক্ষু জলে মুখ দেখছে এখন।

মনে মেঘ জমলে এখানে বেড়াতে এসো।
অক্টোবর ভালো সময়, নীল আকাশ নীল জল রকমারি পাথর
কুড়োবে ছড়াবে। এ-জিনিস ফুরিয়ে যাবার নয়!

পাতাল থেকে ডাকছি

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো?
এখন এসো, তোমার অমন আকাশ থেকে মাটির নিচে

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, আমার আঁচে পোড়াও দু পা
দু হাত পোড়াও, নরম ননীর মতন শরীর পুড়িয়ে কালো
কলুষ করো, আমায় ধরো—পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে

চূড়ার থেকে শিকড় ধরে নামো আমার মুখের উপর
বুকের উপর, সুখের উপর, দুঃখভরা নখের উপর
যেন মাটির উপর থেকে আঁচড়ে মাটি নখ নিয়েছে

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো ?
এখন এসো, তোমার একার আকাশ থেকে মাটির নিচে

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে
আমার কাছে লুকিয়ে আছে তোমার জন্যে ভালোবাসা ।

বাদামের পাতা তুমি

পাতা ঝরে, পাথরের বুকের উপরে
ঝরে পাতা, ছেঁড়া কাঁথা আরো যায় ছিঁড়ে
ভাসন্ত বাহির থেকে ভিতরে নিবিড়ে
শীত ও হেমন্ত শুতে আসে পাশাপাশি ।

বাদামের পাতা ঝরে পাথরের বুকে
ঝরে পাতা বুড়ো পাতা উন্মুখ মাটিতে
পাখির পালক ঝরে মাদুর-পাটিতে
তুলো যেন বালিশের, থাকে কাছাকাছি ।

মানুষ তেমনি ঝরে অট্টালিকা থেকে
পথের উপরে, খাট ঢেকে যায় ফুলে
গন্ধ যেন ঘূর্ণি, যেন জলস্তম্ভ ওঠে
প্রাসাদ দেয়াল পরস্পর মাথা কোটে
অবহেলে কেন গেলে ?   কেন চলে গেলে ?
বাদামের পাতা তুমি ?   বুড়ো পাতা তুমি ?

তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না

তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিলো খুবই
কিন্তু এই নিরুদ্ধার উপত্যকা থেকে বুঝি কেবল টেলিগ্রাফ-তার
বেরিয়ে যাচ্ছে রামগড়ের দিকে
আর কিছু যায় না—সকলি আসে
তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিলো খুবই
এখানে সকলে আমরা তাঁর সেকালের মুখের শ্রী
অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না, তুমি জানো।

তুমি তোমাদের সেই হলুদ বাগানে জল দিচ্ছো এখন
এখন তোমার পায়ের পাতায় পড়েছে কাদা জলের ছিটে
তোমার শাড়ির পাড় ভিজে গেছে ধুলার জলে
গুনগুনিয়ে ফিরছো—এ পরবাসে রবে কে, কে রবে সংশয়ে…
এখন তোমার মুখের উপর এসে পড়েছে তালতমালের আলো
তোমার মুখের পুবপশ্চিম কিছুই দেখা যায় না এখন
তোমার মুখের উপর আমার মুখের নির্যাতন ঘটেছিলো খুবই

এখন এখানে আমরা তাঁর সেকালের মুখের শ্রী
অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না, তুমি জানো।

পরিয়ে দেবো

তুমি আমায় বললে আমি সর্বনাশের
সর্ব অঙ্গে পরিয়ে দেবো ফুলের মালা
তুমি আমায় বললে আমি সিক্ত ঘাসে
হৃদয়শুদ্ধু পুড়িয়ে আনবো দীর্ঘ জ্বালা
রাত পোহালেই এমনি হবে অন্ধকারের
বন্ধ দরজা ভাঙবে যদি কেউ না আসে
আমি আমার গর্বহরণ সাত পাহাড়ে
উলটে দেবো নীল তারা তোর বরণডালা
তুমি আমায় বললে, আমি সর্বনাশের
সর্ব অঙ্গে পরিয়ে দেবো ফুলের মালা।

তুমি আমায় বললে, আমি এই বাতাসেই
ভাসতে পারি যেমন ভাবে পক্ষী ভাসে
অল্প দূরে আবছায়া তার লক্ষ্য না সে-ই
তুমি কি নীল তীর-তরণী বক্ষ-ঢালা ?
আমায় তুমি বললে আমি সর্বনাশের
সর্ব অঙ্গে পরিয়ে দেবো ফুলের মালা।

হাতের ছায়ায়

হাতের ছায়ায় তার হাত নড়ে, যেন সে আমায়
বাসায় অস্তিত্বমাত্র, এসে গেছে
সদরে বোঝাই, মালপত্র—নতুন পুরনো
খয় কাঁটা, হারমোনিয়ম
এনেছে নিঃসঙ্গ লোকটা—আপাতত হাতে শয্যাশায়

এইভাবে শস্য করে শুরু
যাত্রা, তাও
বীজের চক্রান্তে

শুধু ভাষা
আসে না যেভাবে পথচারী, ভিখারি, পাগল
শুধু ভাষা আসে না যেভাবে
হাত নড়ে হাতেরই ছায়ায় !

ভয় করি না

আগুন জ্বলে উঠলো হঠাৎ, সেই আগুনে পুড়তে
লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে দাঁড়ালো, বুক খুঁড়তে
এলো অনেক অজস্র সব মানুষমারা অস্ত্র
বাংলাদেশের বাতাস বহে দুঃখ বারুদগন্ধে !

তার বদলে ছিলো যে তার রাজার কাছে আরজি
এখান থেকে তল্পি গোটাও, থামাও রাজকার্য
এবং আমার স্বাধীন শাসক আছেন বাংলাদেশ-ভর
দাও ফিরিয়ে রাজার মুকুট, ভয় যদি না পাস তো !

এখন আমি তৈরি, আমার হাত হয়েছে শক্ত
বাংলাদেশের ব্যাঘ্র খাবে পশ্চিমা রাজরক্ত
মায়ের প্রতি অসম্মানের বদ্‌লা নেবার শক্তি
আজকে আমার, ভয় করিনা তাই আগুনে পুড়তে ॥

ভিতর-বাইরে বিষম যুদ্ধ

ইচ্ছে ছিলো তোমার কাছে ঘুরতে-ঘুরতে যাবোই
আমার পুবের হাওয়া
কাল হলো না, আজকে আমার যাবার জন্যে
লাগলো তাড়া
ইচ্ছে ছিল তোমার কাছে ঘুরতে-ঘুরতে যাবোই
আমার পুবের হাওয়া।
কিন্তু এখন যাবার কথায়
কলম খোঁজে অস্ত্র কোথায়
এবং এখন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা কুঞ্জলতায়
রক্তমাখা চাঁদ ঢেকেছে
    আকুল চোখ ও মুখের মলিন
আজকে তোমার ভিতর-বাইরে বিষম যুদ্ধ পুবের হাওয়া ॥

স্থাপন করি মুখটি হাতে

ঝড়ে হঠাৎ ভেঙে পড়লো তোমার মুখের জলপ্রপাত
স্মৃতি ? নাকি স্মৃতির মতন নিরুদ্বিগ্ন বিষণ্ণতার
একটি করুণ মূর্তি, নাকি ভেঙে পড়লো পূর্ণিমারাত ?
বুকের খড়ে মুখটি গোঁজা আধবোজা কোন্ স্বর্ণলতার
ভ্রূমধ্যে টিপ সন্ধ্যাপ্রদীপ যদি দেখাও দুয়ারপ্রান্তে
অনেক দূরের একা পথিক—আজো আমায় ডেকে আনতে
তোমার ছেলেবেলার পাশে আর কি আছে সেই তামাশা—
বলো এবং বলো আমার জীবনমরণ ভালোবাসার
ভাষার অধীন, বিপর্যস্ত—স্থাপন করি মুখটি হাতে ॥

উপদ্রুত

এখন গভীরভাবে ঘাসের ভিতরে বসে থাকা
ভালো, মনে হয়, এই প্রগাঢ় রোদ্দুরে
আকাশের নিচে থেকে, থাকা নয়, অথচ ছায়ায়
এই ঘাস, নদী, গাছ—এলোমেলো হাওয়ার কুহক
মনের ভিতরে কিছু গাছপালা এঁকে দেবে ব'লে—
এদের বলায় কোনো মিথ্যা নাই সতর্কতা নাই
মানুষের মতো নয় এরা সব, একটু আলুথালু
এদের প্রকৃতি—তাই ভালো লাগে, ভালোরও উপর

কতো কিছু পেয়েছিলে! অসুখী কপালে পোড়া হাত
জলমগ্ন দুই চোখ, বুকের উদ্ভিদ মুখচ্ছিরি—
পেয়েছিলে পথে যেন উপুড় হয়েছে কালো মেঘ
চকচকে মুদ্রা কতো পেয়েছিলে ঠোঁটের উপরে—
কিছু তার আছে নাকি? সংকেতমুখর নীল খাম!
সব নিয়ে শান্ত, থাকো উপদ্রুত ঘাসের ভিতরে ॥

আবার পোড়াবে পোড়ামুখ পাথরের মতো

কতোদিন বাদে দেখা, জনতার মধ্যে মিলেমিশে দেখা এই
কোনোমতে, ছায়ার মতন সরে গেলে শেফালির গন্ধ শুধু
আটপৌরে শাড়ি, খোলাচুল, সেই গূঢ় স্তন খুলে ছড়িয়ে পড়েছে—
পুত্রস্নেহ? হবেও বা, কুমারীর লজ্জা মুছে গেছে
যেভাবে প্রথম ওষ্ঠ স্পর্শ করে পাপ ও প্রহার
সেভাবে প্রথম থেকে যদি যায় সহস্র রজনী—
কী থাকে? আগুন, প্রাণ? খসে পড়ে অভ্যাসের টানে
ইস্পাত-ঝরনার নিচে কাতানের মত সেই দেহ
সে-দেহ, জানি না কেন, শীতলা প্রতিমা বৃক্ষমূলে—
ব্যর্থ, পূজাহীন হয়ে পড়ে আছে, কোন্ নিবেদন
তাকে ছোঁবে? মনে হয়, তার কাছে আজ সব সমস্ত পাথর
আজ, এই সন্ধ্যাবেলা, কতোদিন বাদে!
কিন্তু তা কি সত্যি? তা কি মায়া নয়? কূটকাজ নয়—
রমণীর? ভান নয়? ভালোবাসা নয়! যা গোপনে
কখনো-সখনো তাকে কুরে খায় পিঁপড়ের মতন
যখন সে একা থাকে, সুখের সংশ্রব লাগে টক
তখন স্মৃতির সৌধ টানে তাকে স্বপ্নের সোপানে
যা পাওয়া যায়নি, যাকে কাছে পেয়ে এড়িয়ে গিয়েছে
টান তার মারাত্মক, সমুদ্র সে টান কোথা পাবে?
এ যে মৃত্যু! অপূর্ণ কামনা! কিংবা, মৃত্যু থেকে এর বড়ো
ফাঁদ ও খিলানে সোনা, হিমরত্ন রয়েছে মুকুটে
আছে রাজসিংহাসন, যার থাবা জুড়ে থাকে বাজ
যখন যেখানে যাবে, ছিঁড়ে নেবে হৃদয় নখরে
রক্তপিত্ত ফেলে দেবে টান মেরে শ্মশানভূমিতে
শেয়ালেরা থাকে যদি, যদি থাকে পুরানো প্রণয়ী!
ভীষণ নিষ্ঠুর প্রেম, ক্ষমা নেই, বর্জন রয়েছে
কী জানি রয়েছে কিনা বজ্র তার মেঘের আড়ালে
সহজ হাসিটি হেসে আবার পোড়াবে পোড়ামুখ
পাথরের মতো!

একলা একা থাকবে বসে

বুকের মধ্যে একটি কুয়োর মধ্যিখানে—
সেই কথা তো সবাই জানে,
বলছে ও কে ?
সরল তরল শাপ্‌লাপাতায় মুখটি ঢেকে।
ঐখানে তার থাকতে ভালো
লাগছে, তখন ঈশাণকোণে মেঘ ঘনালো
লাগছে ভালো
তারপরে তো বৃষ্টি আছেই
শব্দ ওঠে নিকটবর্তী গুল্মে-গাছে
তারপরে তো বৃষ্টি আছে, বৃষ্টি আছেই।

কেউ কি কাছের
পাওনা নিয়ে কাঁদছে একা ?
এমন দৃশ্য আমার দেখা—
চাইছে দূরের তালপুকুরের স্নিগ্ধ ছায়া
আর কিছু নয়, আর কিছু না
একলা একা থাকবে বসে, সঙ্গী-বিনাই :

ধর্মের আবহাওয়া

ধর্মের আবহাওয়া
দেরি নেই, অসংখ্য সোনালি সুতো গাছে পড়ে আছে
পাতায় পাতায় তার নরম, কোমল তুলো আর
সোনালি তাঁতের পাশে কারিগর পণ্যের সম্ভার
নামিয়ে দিয়েছে।

দেরি নেই, জংলা সুঁড়ি-পথে
চলেছে হাটের লোক উঁচুনিচু খাড়াই পর্বতে

দেরি নেই, ফুরোবে এখুনি
সহজ কাজের দিন, কান পেতে শুনি
সোনালি সুতোর টান, ফিসফাস, দূরে চলে-যাওয়া
ওরাওঁ ক্রিশ্চান চার্চে থাঁ থাঁ করে ধর্মের আবহাওয়া !

মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা

মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা, মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে···
তাই কানামাছি খেলা বন্ধচোখ বাল্যের নূপুরে
অতসীকুসুম শব্দ
　　　　তাই শব্দমাত্র শুনে কবি
মনে ভাবে, সঙ্গ পাবে ; বধূ তার নিশ্চিত লিচ্ছবি
বংশের রূপসী কেউ, মুখ দ্যাখে দর্পণ গো-ক্ষুরে
মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা, মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে।

এরকম মেঘবৃষ্টি

আজ একটা গোটা দিনই বাড়ি থেকে বেরুনো হয় নি
উবুশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, নড়ছে গাছের মাথা
বাতাসে হিম আর ছন্নছাড়া জলকণা ঝাপটে পড়ছে জানলায়
আলনায় রাখা আটপৌরে কাপড়ে গুমো
গন্ধ, যেন জালায় রাখা পুরনো চাল—
ভাতে বাড়ে ! বৃষ্টি ছাড়ে না-ছাড়ে বাড়িতেই আছি
কটকট করে ব্যাঙ ডাকছে ডোবায়
বাদলা পোকা উড়ছে এলোমেলো
সাপের জিব থেকে বিষ খসে পড়ছে
পলের পাহাড়ে, স্বর্গের কোঁড়ক-ছাতায়
বৃষ্টি ঝরছে উবুশ্রান্ত
গাছতলায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছে গাইবাছুর
ডাঁশ লাগছে পালানে
গা-জ্বালানে ধোঁয়া ওপরে উঠছে না আর
কার্নিসে কাক
বসে থাক।

যতোদূর চোখ যায় এককোমর উলু
মাঝেমধ্যে থাড়া তালঝাঁকড়ায় বাবুইয়ের বাসা
নিজেকে ভালোবাসতে এরকম মেঘবৃষ্টি
চাই, নিজের কাছে চাই চুপচাপ বসে থাকার সময়
শিশুশালের পাড়ায় রাঙামাটি হাঁ করে গিলছে
বৃষ্টি, যতোদূর দৃষ্টি যায়—কি রকম
গা-ছমছমে সবুজ, চোখ তুললে ছাই
মেঘের রং-বর্ণ আর মায়াজাল, কেন্দ্রে বসে
জাল বুনছে বুড়ো মাকড়সা, কেউ বসে
নেই, আলস্যের পাথরও গড়িয়ে গড়িয়ে
নিচে নামছে।

নষ্ট মেয়ে

কাঠবিড়ালির চারা লাফায় উঠোনে—
জানো তার মানে ?
দূরে গিয়ে দীর্ণ হও স্মৃতির উজানে
জানো তার মানে ?
কিছুই জানো না, শুধু কষ্ট পেতে জানো
নষ্ট মেয়ে, বারবার কষ্ট পেতে জানো।

কিছু

পাখির প্রস্তুত গান পাতার আড়ালে—
কিছু কি হারালে ? দুঃখ
সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা ব্যথা ?
সম্পর্কে জড়তা— এইসব ?
পাখির প্রস্তুত গান পাতার আড়ালে—
কিছু কি হারালে ? কিছু ?
ক্ষুদ্র, তীব্র, নিচু ?

বেড়াল

কার্নিসে বেড়াল কাঁদে, মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়
কখনো গভীর রাতে হিমঘুমে কাক কেঁদে ওঠে
কী যেন না পেয়ে এই ছন্নছাড়া গলির ভিতরে
মানুষ সতর্ক হয়ে, অন্ধকারে ফোঁপায় সর্বদা
আগুন যথেষ্ট আছে, কাঠ আছে, কর্তব্য রয়েছে
একমুষ্টি ভাত নেই, ভাতের গন্ধও নেই কোনো।

ছায়া বাড়ে

ছায়া বাড়ে, ছায়া শুধু বাড়ে।

আলো অন্ধকার করে হাতাহাতি নদীর ওপারে
জলে কোনো শব্দ হলো? পাথরের, প্রগাঢ় মাছের
চলে যেতে শব্দ হলো, যেভাবে মানুষে শব্দ হয়?

তা হলে সে চলে গেল এইভাবে, বলেও গেল না!

ছায়া বাড়ে, ছায়া শুধু বাড়ে
হলুদ বাবলার ফুল পড়ে থাকে নদীর ওপারে।
কেন গেল, কেন চলে গেল?
একা একা চলে গেল এইভাবে, বলেও গেল না!

দুরন্ত বাদল

সূর্য যায়, সূর্য ডুবে যায়
তখন দরজায় জল পড়ে
কে যেন ছড়ায়
শাঁখ বাজে ধূপধুনা পোড়ে
কয়েকটি বাদল পোকা কেন যেন ওড়ে
ওদিকের মাঠে হাঁটে চাষা
আকাশেও সোনালি বাতাস।
জল পড়ে বুকের ভিতরে
দুরন্ত বাদল পোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে
জল পড়ে, শুধু জল পড়ে।

আমার ঐখানে জোর জবর

স্বপ্ন দেখার ফাঁকেই
ওরা মারলো লাথে লাথে
অমন নীলরঙা আকাশকে
ওরা করে তুললো রঙিন
ওরা খানছায়েবের চেলা
হবে ভাগাতে এই বেলা
এবং মরতে কিছু হবেই
এমন মার-ডালো-কী পালায়
স্বপ্ন দেখার ফাঁকেই
ওরা মারলো লাথে লাথে
অমন নীলরঙা আকাশকে
ওরা করে তুললো রঙিন
যতোই থাক্ না হাতে সঙিন
পুঁতবো বাংলাদেশের নালায়—
এবং জ্যান্ত দেবো কবর
আমার ঐখানে জোর জবর।

প্রেমের ধান

বুকের মধ্যে চাষ করেছি একপো প্রেমের ধান
তার আবার খাজনা কতো ?
কার যে সর্বনাশ করেছি স্বতঃই সন্দিহান
সে-ভুলের বাজনা কতো ?
মিষ্টি ফলের তেষ্টা আছে, বাজারে তাই টান
সে কি কেউ কিনতে পারে ?
আলোর মধ্যে বসে দেখছি জীবন ছত্রখান
ছিলো না অন্ধকারে !

প্ররোচনা

সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি
বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী
বস্তা বস্তা কাঁকর দিলুম উদর রইলো আস্ত
হাত বাড়ালে টি কোনো দায় স্বাধীনতার স্বাস্থ্য
সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি
বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী!

এক যে ছিলো রাজার প্রাসাদ হাজারটা তার দরজা
রাষ্ট্রপতি ছিলেন কবি, এখন গাঁথেন তরজা
অল্পস্বল্প বিদেশে যান দেশের বাজার মন্দা
খাদ্য চেয়ে করছি মাটি—শিল্প যোজনগন্ধা
সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি
বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে, ভিতরে তাই বন্দী!

ছড়াচ্ছড়া

ঘর ভেঙে ঘর গড়তে পারলে হতো কি ঠিক ?
লাল বাড়িটার
চারপাশে কি শক্ত ভিটা ?
বর্গী এসে উঠিয়ে দেবে—পুষবে শালিক
ডলার নিচ্ছে বদলে রিঠা
লাল বাড়িটার
চারপাশে কি শক্ত ভিটা ?

তাই যেন হয়, গড়তে পারি
একটি ক্ষেত্রে একটি নারী
দুখানি নয়
তাই যেন হয়, গড়তে পারি
ভালোবাসার শক্ত নারী
তাই যেন হয়, সমস্ত দিন
কল পিষে যে ফিরছে কামিন
তার নকলের সঙ্গে আড়ি
তাই যেন হয়, গড়তে পারি
একটি নর ও একটি নারী
তাই যেন হয়।

॥২॥

উপরে ফাটল ধরেছে নিচেও ধরে চিড়
সবাই মিললে কোরাস হবে ; ইকড়ি মিকড়িমিড়
আর কটা দিন দখলে থাক এই জীবনের সোনা
সব বাঁকা পথ করবো সিধে সেই 'বাঁকা' থাকবে না।

॥৩॥

তোমার জন্যে গড়লুম রুটি
তুমি হায় খেলে দাঁত কপাটি
তোমার জন্যে বাড়লুম ভাত
আর তুমি হলে কুপোকাৎ
কিসের জন্য ? কিসের জন্য ?

আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন

অষ্টপ্রহর তোমার খবর নিতে আমার কাছে লোক আসছে
আসল ব্যাপারটা ওদের কারুর কাছে ফাঁস করিনি, তাই রক্ষে
নতুবা, তোমার আবার আলাদা করে খবর কি ?

আমি তোমার ঘরের সেই পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে
পাল্লার গায়ে লট্‌কানো মন্তব্য : আছো, কি নেই—

লোকজনের স্বভাব-টভাব আজো ঠিক সেইরকম আছে কিন্তু
হক্ কথা বললেও ফুটো খুঁজে অন্দর ভ্যাখে
মানতে চায় না, ভেবে দেখবে বলে
হাত চেপে আঁধারের কাছে নিয়ে পকেট পালটায়,
মুখে-মনে, টাকা থেকে চাবি আর চাবি থেকে টাকার প্রসঙ্গ !

সত্যি বলতে কি—
এ হেন খবরদারি আমার ভালো লাগছে না,
এক হিসেবে সেই তোমার ব্যাপারেই ব্যস্ত তো !
আসল ঘটনা কিন্তু কারুর কাছে ফাঁস করিনি—
তুমি বলেছিলে, যোগাযোগ তুলে নাও,
কথা চালাচালি রদ করো,
ঠিক সেটুকুই করেছি !
তবু, জ্যোৎস্নারাতে এক এক দিন
এমন পাগলামি ভর করে
আমি আমার বাঁশের যোজনা পেতে
বসে থাকি
অলক্ষ্যে তোমার…
তুমি টের পাবার আগেই আমি সাবধান !
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে ।

বন্ধ দরজা

এই তো আমার বাংলাদেশের বন্ধ ছুটি দরজা
ওপার করে নেমতন্ন. এপার বলে : ঘর যা—
মার কোলে যে গঙ্গানদী তার বুকে ভাই ভাসছে
পায়ের তলে সরছে মাটি, আকাশ ভেঙে আসছে
শ্রাবণধারার মতন চোখের জল, বুঝি মার কান্না—
রাজনৈতিক মানুষ সবই গ্যাখেন, দেখতে পান না।

ভ্রমণ-কাহিনী

পুরোনো নদীর তীর। সারাদিন এমন অতীত
দেখিনি দ্বিতীয় কিছু ; সারাদিন যেন অন্যমনে
মুহূর্ত কাটেনি সুখে। কেবল সম্প্রতি আছি ভালো,
কে যেন এইমাত্র বল্ল : ফিরতি পথ পাবে না ফাল্গুনে।

তখন, ফেরার কথা মনে হলো ; বিকৃত মেধায়
গণনা করলাম, কবে এসেছি, বিধাতা ভালো জানে।
অদূর শালবন হয়ত দেখে যাওয়া হোল না সন্ধ্যায়,
কেননা, ফেরার কথা মনে হোল, নির্মল বাগানে।

নির্মল, নদীর তীর দুজনের কাছেই পুরোনো ;
আমিও নিজের কাছে এক প্রৌঢ়, অপরূপ নয়।
তুমি যে চৈতন্যময় মৃত্যু বেছে নিয়েছো ফাল্গুনে,
আজ দীর্ঘদিন পরে, বুকে ক্লান্তি জন্মেছে নিশ্চয়।

একদিন, শৈশবে, সমুদ্র

একদিন, শৈশবে, সমুদ্র ছিলো কাছে, আজ আছে গভীর বনের প্রান্তে
পাথরে লুটিয়ে শাড়ি, আকাড়া কিশোরী যেন সেদিনের বসন্তপঞ্চমী
হাসি নেই, অশ্রু আছে, দুচোখে চাঁদের ছায়া স্মৃতি টানে, গোপন সাবানে
জলজ গায়ের গন্ধ। চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায়…

যেতে হয় বলে যায়, আমায় লুকিয়ে স্যুটকেশের ডালা খোলে
চিঠিপত্র ছাখে, কী সবুজ পিঁপড়ের পায়ের খর শব্দ লেগে আছে
দিগন্ত বিস্তৃত আর গোলাপের পাপড়ি ছুঁচে-গাঁথা রক্তের ফোঁটার মতো গাঢ়
সনির্বন্ধ অনুরোধ, আসা যাওয়া যুদ্ধের মতন তীব্র, চোখের তরল মোম
গলে পড়ে কচুর পাতায় চকিত বৃষ্টির জল, বারবার
ভিক্ষা দেয়, ভিক্ষা নিতে আসা—কলকাতার গলি ছেড়ে, মিটিং-মিছিল ছেড়ে
ব্যবধান ছেড়ে কাছে আসা, যদি দেয়, নিতে হবে, নিয়ে ভরতে হবে ঝুলি
সামগ্রীর, দেহের অঙ্গুলি গায়ে লাগে, কষ্ট হয়, অসুখের মতো শুকনো জ্বর হয়
আপেল গড়িয়ে পড়ে মাথার পশ্চিমে, কমলার খোসা নড়ে ইতিউতি পালকের মতো
রঙিন. বাতিল এই বসন্তের বারান্দায় বসে থাকে নিষ্পাপ কিশোরী,
কিছু তো লাগে না ভালো—

অপরাহ্ণ রোদ তাকে এই কথা বলে।

তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত নেমে আসে, পাহাড়ের নিচে বাজে মাদল স্খলিত
একা একা রোগভোগ—আজ ভালোবাসা জ্বলন্ত উনুনে মাংস রান্না করে রোজ
রোজ পাতে দেয়, সঙ্গে থাকে অড়হর ডাল—হলুদ ফুলের কথা মনেও পড়ে না!
সেই রাজ্যে শুয়ে আছি, যেখানে বাতাস বিজলী উচ্ছন্ন হাওয়ার কাছে হেরে গেছে
আকাশ পুড়িয়ে খাচ্ছে ইস্পাতের চুলো, ফুলগুলো শুকিয়ে গিয়েছে…
এইই হয়। কী হবে, কীভাবে আছো দেখতে গিয়ে? ভালো মন্দে আছো তুমি
ধনেজনে জড়িয়ে রয়েছো, সুখে থাকো ॥

মিশে গেছি শব্দের সহিত

শব্দের নিজস্ব কিছু ক্ষিদে আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি আছে ;
যা নেই, তা হলো এই পরিপাক করার ক্ষমতা ।
শব্দ যেন হাওয়া খায়, ভাত খায়, মাছমাংস খায়
যেহেতু খায় না জল—সেহেতু ধরে না কোনো পচ্
স্তূপকরা অন্নে-শস্যে, শব্দের বিষণ্ণ গন্ধ আছে ।
তবুও কয়েকটি শব্দ হাসিখুশি, স্তব্ধ কোনোটি বা
যুগলে মানায় কাউকে, অন্যে বসে নিভৃতে, বিরহে—
এইসব সহজাত শব্দেরা কখনো করে খেলা
মানুষের শিশুদের মতো মাঠে, সমুদ্রের তীরে
বালু নিয়ে অকারণ, বল নিয়ে, ইয়ো-ইয়ো নিয়ে—
সেই স্বাভাবিক খেলা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি
একদিন, তারপর মিশে গেছি তাদের সহিত :
আমিও অব্যর্থ শব্দ, আমাকে খেলায় নিতে হবে
এই ব'লে ; ব্যবধান না রেখে অন্দরে চলে গেছি ॥

ঘর ধরে মন্দিরের চূড়া

মুহূর্তের ভাষা স্থির অন্ধকারে পাতার মতন অনেক ক্ষমতা ধরে
লুকোয় অসংখ্য তীব্র আলোকের সুতো তার আঁধার-লাটায়ে
তোলে ঘুড়ি, গুণগান, বাদুড়, পেঁচার মতো নিঃসঙ্গ জীবিত
এক-ভিখারিণী-প্রাণ আকাশের স্বপ্নের বিমানে
আর খেলা করে হাওয়া ঘুম-ছুট পাতার ভিতর
আমরা না দেখে সবই টের পাই, অনুভব করি
আমরা না দেখে প্রেম টের পাই, অনুভব করি
মুহূর্তের ভাষা স্থির অন্ধকারে পাতার মতন অনেক ক্ষমতা ধরে
এই ভাষা চিরস্থায়ী বাংলা নয়···মুহূর্তজাতক
        ব্যাকরণ-শূন্য প্রাণ ভরে নেয় প্রত্যক্ষ চুম্বনে
কখনো সহসা খুলে দেয় মূঢ় খেলার প্রাঙ্গণ
        কখনো গোপন হিম ঘর ধরে মন্দিরের চূড়া!

পিছনে মন্দির

জন্মেই জাতক করে ওড়াউড়ি এই বনাঞ্চলে
ভাঙে নীড়—কবোষ্ণ কাঠির কোষ এবং ঘাসের
প্রকৃতির নীল ঘুম ভেদ ক'রে উড্ডীন উদ্যত
এই পাখি, বনাঞ্চল— কীর্তি এই দিগ্ধ পরবাসে

মানুষেরও ঘরে এই লক্ষণীয় পরিবর্তমান
শিশুর উদ্ভব—যারা জন্মমাত্র চাঞ্চল্যে অধীর
সক্ষম, সমুৎপন্ন, স্বশিক্ষিত এবং ধীমান্‌
কীভাবে হয়েই আসে, আগে মূর্তি, পিছনে মন্দির।

সেই ছেলে

অন্ধকার নদীতীরে খেলা করে নিতান্ত বালক, একজন
তার ছায়া জল-স্থল-অন্তরীক্ষে পড়ে
বালুকায় হাঁটে ছেলে,বালু নিয়ে যদি ঘর গড়ে
জল এসে ধুয়ে দেয় গৃহস্থালি, বাজে বিসর্জন
সমুদ্র-গভীরে গান, করতাল এবং দুন্দুভি !

সেই ছেলে আমাদের, অন্ধকার সমুদ্রের কাছে
গন্ধের মতন ছত্রখান হয়ে বাতাসেই বাঁচে
সেই ছেলে, কেউ নয় আমাদের, সমুদ্রেরও নয়
নষ্ট ফল বুকে ক'রে যেন এক বিষণ্ণ হৃদয়
গাছ—লতা ! সেই ছেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দীপশিখা
সজল বিনম্র শোভা সুন্দরের, যেন অনামিকা
হীরক-অঙ্গুরী-চক্ষু, একাকী ও স্বয়ংনির্ভর !
তাকে দূর থেকে দেখে পৃথিবীর হরিদ্রাভ জ্বর
ছেড়ে যায়···মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বস্ত পরমায়ু ॥

ওপারের লোকের এপারে আসতে

বাড়ি করবো বলে আমি একটুকরো ইট কুড়িয়ে এনে কেনা বিঘৎখানেক
ঘাসজমির উপরে রেখে চিৎকার করে উঠলাম, এই দ্যাখো বাড়ি হলো
তৎক্ষণাৎ বাড়ি মানে আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই দাঁড়িয়ে পড়লো
বারান্দায় ডোরাকাটা রোদ্দুর বা বিকেলের মুখটায় মায়ের সেই গরদের কাপড়
ছড়িয়ে গুটিয়ে যেতে লাগলো মধুর আর নিজের বাড়ির ওপর ঝামরে-পড়া
হাওয়া-বাতাসে

রোদ, চাল দেওয়া হলো ছড়িয়ে, বড়ির কৌটো বের হলো
সারবন্দী দেবদারুর মতন
অন্যবাড়িতে থাকা রেশম-পশম আছে আছে অনেক কিছু আছে'
এইরকম দাম্ভিক শব্দে

পতপত করে উড়তে লাগলো। বাসাবাড়িতে ছিলাম বলে পাখি নই আমরা,
মানুষ বটে! মানুষ বলেই ইট পেতেছি ঘাসের ওপর—পা রাখবো বলে,
রাখবো বলে

স্থায়ী জয়স্তম্ভ, ছেলেপুলে, স্নাতকশামলায় আলুবকরা ছবি
ফোটোগ্রাফ আমার বাঁধিয়ে
আগে থেকে পেরেক কাঁচা দেয়ালে বসবে হিসেবনিকেশ, পরে বসবে না, পরে বসবে
একটিমাত্র, আমি চলে গেলে মেজের ওপর—কাঁটাপেরেকই ভালো, নয়তো বুক
ফেটে যাবে আমার, মরতে-মরতেও একবার চেয়ে দেখবো হয়তো ওই
আইন-অমান্যকারী হাত

ও কার?
এইভাবে একটি-আধটি করে শব্দের হিম আর তীব্রতাকে জঞ্জালের বাক্সে
বন্দী করে

গ্রন্থ একটি, পাতার পর পাতা মিলিয়ে যেন দরজা জানালা কানাকড়ি দক্ষিণপুব
হিসেব করতে-করতে

আমি মরতে-মরতে কোনোদিন বেঁচে উঠে এখনো তরুণ কবি, মাইরি,
মাথায় শনের নুড়ি

ভাঙা গাল তোবড়া চোয়াল বোয়াল মাছের মতন হাঁ—সামনে টাকার থলি
রঙে রঙীন কাগজ

ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এ-দরজা ও-দরজায়—তেষ্টায় ফাটছে ছাতি, যাতে যাতি পারি
তার ব্যবস্থা গ্যাকো
কই গো, কে কোতা আচো ? দয়া করো—দুপুর থেকেই এই অবশ্য জ্বালাতনে
জলেপুড়ে
অদ্ভুত প্রাসাদ বানাবো বলে সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে, রাস্তার ধুলোকালি
সর্বাঙ্গে মেখে
মহাদেব আমি ষাঁড়ে চড়ে এদিক-ওদিক, যেদিকে যাবার নয় সেদিকেই…তাকে
মানুষ বলে ভুল করে, ভালোবেসে, মানুষের ভাষায় দুকথা চারকথা শুনিয়ে,
তৎক্ষণাৎ
বলে উঠি, আমার একটা বাড়ি আছে, বাড়ি মানে গ্রন্থ, গ্রন্থ মানে পাতার পর পাতা
সূক্ষ্ম অংক
মাইরি বলছি, অংকে গোল্লা পেলেও ইংরিজিতে ভালো—আচ্ছা হয়ে যাক কুস্তি
সুস্থির থাকার উপায় নেই, একটা লাইব্রেরি—ভেতরে কতো বাড়ি, কতো প্রাসাদ !
ভাবতে-ভাবতে
ভাবতে-ভাবতে নেশাটা জল হয়ে কলকল করে বেরিয়ে গেলো…বৃষ্টিতে জুড়োলো
কলকাতা
আর অন্ধকারে মদের দোকানের সিঁড়িতে বসে কাদের বাড়ির একটা পাগল
ভাগলপুর থেকে আনা
ছাপা বাঁধাই ভালো প্রচ্ছদপট চমৎকার—এমনতরো গ্রন্থের পাতাগুলো পানসি করে
ভাসাতে থাকলো…
গঙ্গার শহর, ওপারের লোকের এপারে আসতে বড়ই অসুবিধে ॥

চলে যাচ্ছি, চলো

চলে যাচ্ছি
এক চোখ পিছনে, অন্য চোখ সামনে, গাছপালা
মুঠোভরা বৃষ্টিজল দুদিকে রাস্তার
ধানের রোমের ঠাস-চাপা সবুজে, আনন্দ—
হাওয়া দেয় এলোমেলো, বড়ো গাছ
আলের উপর থেকে
ঝুঁকে পড়ে সেই ছবি দ্যাখে
যেন চাষা, রোজ দু-দশবার
দেখে আসা চাই তার এই মাঠ
দু'হাতের আঁজলায় ধরবে প্রাণের ধান—
আর কী চাই ?   চলো
চলে যাই

ভিখারির ওদিকে তাকানো বারণ, কারণ
অলুক্ষুনে নজর—
নজর লাগবে

গণ্ডূষে শুকোবে মাঠ
কেলিয়ে কাতরিয়ে পড়বে সম্ভাবনা
আর তার চাষা
আশা যার সামান্যই
অন্ন
তার জন্য, তাকে বাঁচাতেই
পালাই

বড়ো জ্বালা
এই কুচুটে সংসারে, উঁচু নিচু
মৃদঙ্গভাঙা নদী আর

রামধনু রঙের খল্‌শে মাছ
তাই-ই ঝল্‌সে খাও
আর চাও
শুধু চেয়েই যাও
ভিখারি বৈ তো কিছু নও !

চলো, চলে যাই
এক চোখ পিছনে, অন্য চোখ সামনে
মাঠে নাড়া পুড়ছে
হাতাহাতি করছে
আগুন আর হাওয়া
ওদিকে চাওয়া
মানেই দুঃখ, মানে মৃত্যু
তার চেয়ে যে-চোখ ছুটছে, তাকে ধয়ো
সড়গড় চলচ্ছবি
কিছু-না-কিছু দেবেই

এই ভেবে
বন জ্বালিয়ে বেরিয়ে এলো মেঘ
কাচন-কাঞ্চন, উড়োপুড়ো
সোনাদানা বৈজয়ন্ত
প্রখর জঙ্গী প্রতিষ্ঠানের মতো
সামনে উজ্জ্বল, হিম
পাহাড়ে পাহাড়ে ছয়লাপ
লাফ দেয় মোরগ
অক্ষৌহিণী
যেন চিনি
বহু জন্ম তপের আগুন—
ঘৃত এবং যজ্ঞডুমুর।

ঝুমুর বাজছে
বন জ্বালিয়ে ছুটে আসছে মহিমা
চলে যাচ্ছে
সূর্য !

যাচ্ছে, না আসছে ?
যাওয়া, না আসা ?
পোড়া গন্ধ নাকে লাগছে ?
—না না না
তবে ?
কী লাভ এসবে ?

চলো যাই
ওপারে হিম,
জ্বলন্ত
সারবন্দী পাহাড়গুলো
ডাকছে
— এসো এসো, তুমি
এলেই আমার মুক্তি
না এলেই নয়
— জয় জয় জয়
চতুর্দিকে জয় হলো ভিখারির ॥

বাহিরের বড়ো

অন্ধকার ঘরে সে কি এতোদিন থাকে ?
পায়ে নখ বড়ো হয়, দীর্ঘ হয় চুল
থাবায় থাবড়ায় মাটি ছিঁড়ে ফেলে নাড়ি—
এতো দীর্ঘকাল আমি স্থির থাকতে পারি ?
না নড়ে না চড়ে হিম গর্তের ভিতরে
একা একা,
হরিৎ ডালপালাহীন গাছের জঙ্গলে
কথা বলে মাছ।
অন্ধকার ঘরে সে কি এতোদিন থাকে ?

বাহির যখন ডাকে, ভিতর আটকায়
ছোটো সীমাবদ্ধ জল ঘিরে ধরে তাকে
ধরে নাড়ি, ঘুম, মৌন, জাগ্রত শিকড়
চারিদিকে
কোথায় পালাবে তুমি, কীভাবে পালাবে ?
অথচ পালাতে হয়—
বাহিরের বড়ো বসে আছে।

জঞ্জালে পাক হচ্ছে

খিদিরপুরের কোণে জঞ্জাল জমেছে, বৃষ্টি একটু কম
কম মানে, আগে সাপের মুখ ছিঁড়ে বৃষ্টি হচ্ছিলো
এখন ভিখিরির উনুন তাক করে পড়ছে। ঝুরুক ঝুরুক।
উনুন মানে দুটো কালোকোলো ইট, যা এখন ঠিক কষ্টিপাথরের মতন রূপ
তারই মধ্যে কাঠকুটো ন্যাকড়াকানি ঠেলে, এমন কি ঠ্যাং পুড়িয়ে
রাঁধতে বসেছে দোখ্‌নো বাঘিনীদের মধ্যেকার কেউ
ঢেউ নেই, বুকের মধ্যিখানে কাঠের পাটাতন, এখন
দুটো ব্যাং ঝুলছে, ব্যাং বলতে আমি পোড়া পালকের মুখ দুটোকেও
টেনে এনে বসাতে চাচ্ছি ওখানে। কোলেরটা কামড়াচ্ছে তা-ই।
নেমন্তন্ন বাড়ি খেয়ে আইঢাই করতে করতে মাগভাতারে পথ
পাড়ি দিচ্ছে, মোটরে। ভিক্ষের চাল কাড়া আর আকাড়া!
ভাতের গন্ধে ওদেরও জিভে জল আসে—ভাত মানে অন্ন
গন্ধ মানে বাস। এরপর বাজার-ভাঙা সবজির একটা ঘ্যাঁট হবে!
এখানে নেমন্তন্ন নেই। এখানে যে যার সে তার।

এরই মধ্যে মন্দিরে বাজছে ঘণ্টা, সূয্যি পাটে নেমেছে
মনটা উস্‌খুস্‌ করছে, সন্ধের আগেই মাৎ
বরাত ভালো, তাই চলতে ফিরতে পারছি রাস্তায়
চারিদিকে ঝিঁক্ তুলে ভিখিরির খাবার তৈরি হবে আর দেখতে
হতো না। শৌখিন শার্ট পাঞ্জাবি ভেঙে হাঁটু মুড়ে দ'
সবাই পাত পেড়ে বসতো ফুটপাতে, খিদিরপুরের কোণে
জঞ্জাল জমেছে বিস্তর, যেন মেঘ জমেছে, ভাবটা এমনই।
মনটা কেমন কেমন করে, ঐ দোখ্‌নো বাঘিনী পেতেছে ফাঁদ
দুটো ইটের পাথরের চুড়োয় জঞ্জালে পাক হচ্ছে—
নেমন্তন্ন সবার ॥

স্বপ্ন খেলা করে

ঘুমের ভিতরে তার স্বপ্ন খেলা করে

তার মাঠ ভরে আছে ফুল ঘাস গুল্ম লতাপাতা
নানান রঙের ফুল, ফল আছে পরিপক্ক হয়ে
রৌদ্র ছায়া দুই আছে পুরাতন মাঠটি বিছিয়ে

ঘুমের ভিতরে তার স্বপ্ন করে খেলা
রাত্রি যায় ভালোমতো, শুধু সারাবেলা
একাকী নিঃসঙ্গ থাকে সুখহীন জ্বরে
স্বপ্ন খেলা করে তার ঘুমের ভিতরে।

আমি চাই

আমি চাই ভাঙা টুকরোগুলোকে জোড়া দিতে, এখন
আমি চাই এক টুকরো পোড়া রুটি,
কোষ্ঠীর কাগজের মতন
ছিন্নভিন্ন, হলুদ। গলির মধ্যে জোড়া ইটে ভুষো
ফেলতে, চাই
তিজেলে ঝাঁট-পাট-হওয়া সবজির প্রসিদ্ধ গন্ধ
বিলোতে, চাই
ভাতের ফ্যানের বাস মেশাতে হাওয়ায়, এ-চাওয়া
কম নয়, ধোঁয়ায় ভুবন অন্ধকার

শীত পড়ছে, বেশ জম্পেশ করেই পড়ছে শীত
কার কী রীত্ জানি না, উঠবো কি বসবো
চলবো না দাঁড়াবো, এ-গলি থেকে অন্য গলি
ভাত চাই, নিদেন এক টুকরো রুটি
উঠি, দেখি, হাত পাতি— পেটে
খিল লাগছে, নিরিবিলি ছাতে পায়রা—
মায়েরা একটু ফ্যান দাও, পরনের কাপড় দাও

যাযাবর পাখি উড়ছে মাথার ওপর, হিংস্র কাক
গেরস্তর হেঁশেল করছে তছনছ, শীত আসছে
বাতির গা বেয়ে পড়ছে শব্দহীন জল, নরম
হচ্ছে রোদ্দুর, ময়দানে ব্যাঙ ডাকছে, আস্তিনে
মুছছে অশ্রু : খাদ্য চাই, প্রাণ চাই…
চাই মুক্ত বায়ু— এইভাবে
দুর্ভাগা দুঃখের দিন ফুরোয়, ফুরোবে

আমি চাই ছড়ানো-ছিটোনো পথের
গুটিগুলিকে মুঠিতে আনা

জানা-অজানা কারুর রেহাই
নেই, চাই ভাত, নিদেন এক টুকরো রুটি
কোষ্ঠীর কাগজের মতন ছিন্নভিন্ন, হলুদ
স্থদ চাই না, চাই আসল, এ্যালুমিনিয়মের
গন্ধ, ভোক্‌নো-পড়া নীলচে ফুলেওঠা রুটি
ছুটি, ছুটি আজ, সকলেরই ছুটি, নেমন্তন্ন—
ভিক্ষে করে, কেড়ে, ছোঁ মেরে, কামড়ে খাবার
দিন আজ, আমি চাই খাওয়া
হাঁ করে খেতে, চাই ॥

জানালা আর দুয়ারগুলি

[অংশ]

একটি মানুষ পুড়ছে কোথাও একা একা
একটি মানুষ খুঁড়ছে তাহার আগের দেখা
মাটির ভিতর প্রত্ন এবং নিজের ছায়া
গর্ত এবং গর্তগুলির মধ্যে ভীষণ
আলুস্থালু জল, হিমানী, রক্ত গভীর
তার ভিতরে পোকার মতন, মাছের মতন
দুঃখ ও সুখ করছে খেলা যেমন খেলে
বুকের ভিতর চুলগুলি তার উড়ছে হাওয়ায়
বুকের ভিতর ফুলগুলি তার যেমন ফোটে
তেমনি করে ফোটার সময়, ওঠার সময়
কেউ যেন তার ডাকছে পিছে সন্ধ্যাবেলা
যেমন ডাকে একটি বাড়ি জানলা-দুয়ার :
বাইরে কেন ? ঘরের ভিতর পুড়তে এসো
তোমার সঙ্গে যাক পুড়ে যাক তৈরি বাড়ি।

শটিক্ষেত পথে ওড়ে ধুলো
ফুলগুলো ফুটেছে পাথরে
নদী আছে, শব্দ শোনা যায়
উইলোর ক্রন্দন, এলোমেলো
পথ ও খড়ির দাগে মিল
পাহাড়ে কে সিঁড়ি কেটে রাখে
গুম্ফার উপরে একা একা
পতাকায় বাতাস লেগেছে
পথ শেষ পাহাড়ের নীলে
এখানে যখন কিছু দিলে—
নিতে হয়।

দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে আছে কাঠ
সংগঠক কাঠ।
চৈত্রের পাতাও তাকে স্পর্শ করে
ধুলো তাকে ছোঁয়
শীতের পশম তার হাত ঢেকে রাখে
সে হাতের রেখাগুলি গড়ে তোলে
কাঁধের উপরে
ইমারত— তাসবাড়ি
করতলে করতল যোঝে
মানুষ মানুষে ঠিকই বোঝে
ভুল ভেঙে যায়
উপরে ও নিচে চলে বেদনার বোধে
হাতফেরা, দিন যায়, যেমন পথিক

টিলার উপর থেকে নিচে নামা ভালো
কালো কালো পাথর রয়েছে
ইঁদারা ঘিরেছে মেয়ে, কলস, জলজ জোঁক পোকা
এইসব। গল্প আছে, হাসিঠাট্টা আছে
কান্না নেই

কাঁদে রোরো নদী, কাঁদে কাশবন, অর্জুনের পাতা
ঝাউগাছ
সেগুনমঞ্জরী।
শালের জঙ্গলে কাঁদে একা একা চাঁদ
ফাঁদ পাতে মুণ্ডাদের ছেলে
কাজল শালিখ চাই, ধরা আছে পোকা
গাছে গাছে কবিতা টাঙানো
মানুষ, নিজস্ব ভেবে জানো

গাছ ও পাথর—তার ভাষা
কেউ কেউ জানে।

রোদের রেখা যেন তুষার-অগ্নি
জানালা আর দুয়ারগুলি ভাঙছে
করছে জড়ো ভালোবাসার ভগ্নী
সজনে ফুল ও শেঁয়াকুল আঁজলায়
ভয়ের বালুবাঁধ বাতাসে ভাঙছে ॥

সোনার মাছি খুন করেছি

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭৪, জুলাই ১৯৬৭

মীনাক্ষী-কে

'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যে-সব কবিতা লিখেছি এবং যেগুলি এতদিন নানা পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে ছিলো তা থেকে সাতাশটি এই বইয়ের জন্য বাছাই করা হয়েছে। বলা যায় সবগুলিই সাম্প্রতিক কালের রচনা।

আমি পারতপক্ষে, পরিমার্জনা স্বীকার করি না—যেমনভাবে চিত্র ও সংগীতময় পঙ্‌ক্তি আসে, ঠিক তেমনভাবেই কাগজের উপর বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এ-বইয়ের কোনো রচনায় পরিমার্জনার স্পর্শ নেই।

বর্তমান গ্রন্থের নামকরণ শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায়ের। কবিতাগুলি বাছাই করেছেনও তিনি। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে ইচ্ছুক নই।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে

বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক

আর কিছু নয়— (আরো অনেক কিছু ?)— তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে

বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক

আর কিছু নয়।
'হ্যাণ্ডস্ আপ্'— হাত তুলে ধরো— যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়

কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার
কালো গাড়ি

সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান— ওলোটপালোট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে
মৃত্যু— সুতরাং

মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়!
'হ্যাণ্ডস্ আপ্'— হাত তুলে ধরো— যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়

তুলে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ির বাইরে, কিন্তু অন্য গাড়ির ভিতর
যেখানে সব সময়ে কেউ অপেক্ষা করে থাকে— পলেস্তারা মুঠো করে
বটচারার মতন

কেউ না কেউ, যাকে তুমি চেনো না
অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন
মাকড়শার সোনালি ফাঁশ হাতে— মালা

তোমাকে পরিয়ে দেবে— তোমার বিবাহ মধ্যরাতে, যখন ফুটপাত বদল হয়
—পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে
দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ।

মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে, নিবন্ত ডুমের পাশে
তারার আলো
মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির— আকাশ-পাতাল
এতোল-বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা— পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়
তখনই
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়॥

একদা এবং আমি

সমুদ্রতীরে পৌঁছেই পাহাড়-পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধ হয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র-পাহাড় একাকার
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন সস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই
নই হুলুস্থূল প্রকৃতি, বনভোজন কিংবা ইয়ার-দোস্তে
যেখানেই যাই— তুমি আছো, এঁটে আছো আমার শরীরের নানান জোড়ে
রক্তপিপাসু জোঁকের মতন
আছো আলোর ভিতরে কেরোসিনের ফিতের মতন আঠায় ভিজে
আছো যেমন ধুলোর ভিতর জীবাণু থাকে, জীবাণুর ভিতর প্রাণ
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন সস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই।
বন্দী আমি তোমার আঁচলের গিঁঠে চাবির মতো, খুচরো পয়সার মতো,
বন্দী আমি তোমার শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে অলংকারের মতো,
চুলের মতো,
তোমার শরীরের আবহাওয়ায় নির্জন জলের মতো, হাওয়ার মতো,
বাথরুমের সাবধানী দেয়ালের মতো
বিষম গরম, অভিজ্ঞতায় ডাক্তার, পাপোশের মতন সহিষ্ণু
আমি বন্দী, আমি বন্দী !— তুমি আমায় মুক্তি দিতে এসো না।

একদিন এমন দারুন দেহের জোড়গুলো একে-একে খুলে যাবে,
যেমন করে ফাঁস আল্‌গা হয়, কোমরের কষি খসে হয় আলুথালু
তেমন করে এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো আমার একে-একে খুলে যাবে,
খুলে ছড়িয়ে পড়বে আমারই চতুর্দিকে— দেয়ালের ক্ষয়-লাগা
পলেস্তারার মতন
প্রাসাদের হাত নেই, দেয়ালের উপর রাজমিস্তিরির কুশলী হাতের ছায়া
কাঁপছে কেবলই
ছায়া, এক-টুকরো ভারও সহ্য করতে পারে না।

সুতরাং, পুরোনো বাড়ি নতুন করে গাঁথা যাবে না,
দোজবরের আবার বিয়ে !

মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি— মৃত্যু থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে
বড়ো ফাঁদ ছোটো হবে, করতল-মুষ্টিতে এসে জমে যাবে
ভাগ্যরেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।
মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি— মৃত্যু থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে
সমুদ্রতীরে পৌঁছেই পাহাড়-পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধ হয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র-পাহাড় একাকার
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন সস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই ॥

পাখি আমার একলা পাখি

হলুদ পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে—
তার পরে লুট— প্রভুর পায়ের কাছেই কি বাতাসা পড়ছে ?
মালসা-ভোগের সময় মানায় অন্ধ হাতে ধুলোর মুঠি ?
জিভ হলুদ বাসনার কাঠি, তাতেই খাঁচা তৈরি হতো—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি।

স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো, আমি দাঁতেই কাটছি সুতো
ঢুকবো সমুদ্দুর-লেগুনে— নীল জলে লুটোচ্ছে মোহ
আধভেজা ফুল-সায়ার মতন, সেই সায়াতে জড়িয়ে আছে
জল, জেলি, লোভ, রক্ত আমার—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি।

বাবার হাতে তৈরি আমি, এক মুহূর্তে ভাঙবো পিঠের
উল্টে-রাখা সাধের সিন্দুক— মোহর মেজেয় পড়বে ঝরে
নীল জলে লাল পাথর কুচি আষ্টেপৃষ্ঠে আলিবাবার—
আমি একটি সোনার মাছি মাড়িয়ে ফেলবো রাত দুপুরে
স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো— আমি সিন্দুকে সাঁতার কাটছি।

পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি
লাগছে ভালো— সারা জীবন খাঁচার মধ্যে, বাসনা-কাঠি
ঘিরে রেখেছে ন্যাংটো শরীর— এদেশে কাপাস ফলে না
খাদ্য জলের নেই ব্যবসায়, তাই থুতু-পেচ্ছাপের ভক্ত
সব শরীরটা ঠুকরে খেয়েও দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা—
নোংরা পাখি, নোংরা পাখি— নোংরা-ঠোংরা দু-জন পাখি ॥

তোমার হাত

তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
এই দেশে বসতি করে শান্তি শান্তি শান্তি
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
সফলতার দীর্ঘ সিঁড়ি, তার নিচে ভুল-ভ্রান্তি
কিছুই জানতে পারিনি আজ, কাল যা-কিছু আনতে
তার মাঝে কি থাকতো মিশে সেই আমাদের ক্লান্তির
দু-জন দু-হাত জড়িয়ে থাকা— সেই আমাদের শান্তি ?
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে।

বেশ কিছুদিন সময় ছিলো— সুদুঃসময় ভাঙতে
গড়তে কিছু, গড়নপেটন— তার নামই তো কান্তি ?
এ সেই নিশ্চেতনের দেশের শুরু না সংক্রান্তি—
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে ॥

অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ

মানুষের কাছে যেতে হলে কোন্ ইস্টিশানে নেমে যেতে হবে
সঠিক জানা নেই আমার
চলেছি বসন্তের রাতে কুয়াশার ভিতর দিয়ে
কেবল কুয়াশা আর পাকাবাড়ি
মাঝে-মাঝে ধীর আর স্থগিত লণ্ঠন-ফোঁটা ভাঙা আকাশ দূর পল্লীতে
গাড়ি থেকে বাম পাশে গরাদের ছায়া— টানেল টিলা
আর স্তূপে-স্তূপে মনে হয় অতীতের ইতিহাসের গৌরব
আমায় বলে, 'ভিতরে এসে দাঁড়াও বারান্দার বুকের কাছে।'

এরই কিছু আগে ছেড়ে এসেছি সীতারামপুর
সেখানের ইস্টিশান থেকে পথ এদিক-ওদিক ছিলো কতই
গাছের পাতার ভিতর ইলেকট্রিক দেখে মনে পড়ে
কলকাতায় পুজো-উৎসব হচ্ছে কোনো বাবুদের
আমার কাছে কোপাই নদীর জলের রক্তের ছবি পরিস্ফুট হলো তখন
এই রেলওয়ে-পৃথিবীতে মানুষ আর জেগে নেই কোনো
আমি শুধু জেগে আছি দৈত্যের ভিতরে কোণে কামরার মধ্যে
ট্রেন থেকে তলে কী ভীষণ উপত্যকা এক— ব্রিজের বিপজ্জনক শব্দ
নদী নাকি অতি নিচে? বালির রাজ্য?
শীতের মরুভূমি?
মণি মাথায় অসংখ্য সাপ খেলা করে— ছোপ্‌-ছোপ্‌ প্রকৃতির
শেষ গ্র্যান্ড টাউনশিপ।
কোয়ার্টার্সগুলোর ভিতরে প্রতিটি মেয়ে পুড়ে মরার সুযোগ নিচ্ছে এ-সময়ে
লেভেলক্রসিং থেকে আমরা পিছলে এলাম
অন্ধকারে ভুতুড়ে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে দূরে
আরো দূরে অলীক আগ্নেয়গিরি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আলোর পায়রা সব
ইলেকট্রিক-তার ঝলমল করছে রোদ্দুর লেগে যেন
কলকাতায় বৃষ্টি পড়ছে
বৃষ্টি পড়ছে হৃদয়ে আমার

নরম হচ্ছে ক্রমশ রেল আর রেল-লাইন
রিলিফ ম্যাপ-এর ছবির মতন চারপাশ ছুটে চলেছে
অকারণ কুকুর উঠলো ডেকে
'এই তো সময়— এই তো সময়!'
প্ল্যাটফর্ম দৌড়ে গেল পিছনে পুলিশের মতো
আমার মাথার ভিতর কেবলি শিয়ালদা সাউথ কেবিন
একটি খেজুর গাছ থেকে অনেক খেজুর গাছের জন্ম হয়
যত দূরেই যাই তোমাদের কলোনি আর টাউনশিপ
ভৌতিক জুট মিলের গুম্ফা-গম্বুজ
যত দূরেই যাই বিদায় নেবার কথা মনে পড়ে।
—কী মারাত্মক করুণ ঐ সব
ঐ সব নদী পাহাড় পেরুনো, প্রথম দেখা
ঐ সব মাইল-মাইল পেরিয়ে তোমায়
কী করুণ ঐ সব কথার ভিতরে আনন্দের উত্তপ্ত কান্নাই বা।
দূরে এখন ফার্ন গাছের মতো ঝিলিমিলি ছায়াচ্ছন্ন শীত
        কয়লা পোড়ার অনবরত আলো
হঠাৎ অতিবেগুনি বিজলি যেন বা হারিয়ে-যাওয়া ক্যাটস্‌আই
কাঁচের শার্সি বন্ধ করে আজ আবার ভিতরে ডুব দেওয়া তোমার জন্যে।
        আছো কিনা--
আমি তোমাদের উঠান, উঠান পেরিয়ে ছাঁচতলায়
সেখান থেকে পুবের গোয়ালঘর দেখে এলাম
তুমি হয়তো খিড়কি দরজা দিয়ে শহরের সর্বত্র আমারি মতো বেড়িয়ে বেড়াও।

ঝাঁকড়াচুলো গাছ একা-একা দাঁড়িয়ে ক্রমশ কাছে আসছে
        প্রয়োজন আজ
ছোটো-ছোটো ইস্টিশান বাবুই-এর বাসার মতো নিটোল আর নিঃসীম
দিগন্তরেখার ও-পাশে আবছা নীলের প্লাবন— ও-দেশে
আমাদের ভিতরে চলেছে টেলিফোন আর পাকাবাড়ি
করাতের শব্দ— কাঠ-চেরাই-এর
তাছাড়া সব সময়ই— 'সাবধান সাবধান!'

আমি অনেক মানুষ দেখেছি আগে
আমি অনেক মানুষ দেখেছি আজ
এই তৃষ্ণা জলের মতো আমার সঙ্গী
—মন্দ কী, কাঠের পুতুল খুঁজতে হলো না
চিরদিন এভাবে রাতের ট্রেনে চোরের মতো
        এভাবে রাতের ট্রেনে দেশনায়কের মতো
ভেসে যাওয়া দিগ্‌বিদিকে চিরদিনই—

*   *   *

অন্তিম সমুদ্রপারে বালিয়াড়ি
সেখানে এখন— মৃত সব ঝিনুকেরা
সেখানে এখন— ভাঙা নৌকা
সেখানে এখন আর সমুদ্রের স্বাধীনতা-প্রচার চলে না
সমুদ্র সেখান থেকে বহুদূরে মণিকর্ণিকায়।
সড়কের শান্তি ও রৌদ্রের হেতু তুমি নাকি নব পুরাতন?
বসন্ত বাতাস তুমি আম্রবনে?
দুঃখের নিষ্পন্ন তুমি বটফল নাকি?
        কীট্‌সের হাইপেরিঅন?
সাধারণ বেশভূষা পাখিদের— পেথম রাজার
ময়ূর, তোমারই শুধু অত্যাচার— ঐশ্বর্য দেখানো জনে-জনে
মাটির যত না কাছে ছিলে তুমি
        চলে এলে আরো
এবার—বসন্তকালে।
        এবার বসন্তকালে বৃষ্টি হলো স্বপ্নের ভিতর
        স্বপ্নের ভিতরে হলো বজ্রপাত
        —তা-ও বহুবার
বিচারে সর্বস্ব হলো হার— পরাজয়
তবুও তোমার এত ভয়!

*   *   *

কখন সুদূর বলে চলে আসি কাছে
ভালোমন্দ কথা বলি দুটি
আজ বিশ্লেষণ করো, কদর্থও আছে
মেলে না আমার লব্ধ ছুটি ॥

যেতে-যেতে

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি
পানাপুকুর, শ্যাওলা-দাম, হরিণমারির চর—
সব দিকেই যাওয়া চলে
শুধু যেতে-যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না
তাকালেই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই—

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
তখনই ছেড়ে যাওয়া সব
আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে
তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
হয়তো তুমি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না— শুধু যাওয়া

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি— পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই ॥

আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা

উঁচুনিচু খাড়াই পথের শেষ সীমানায় সঙ্গে যাবো
এমন ভেবেই হাঁটতে শুরু করেছিলাম দিনদুপুরে
তুমি আমায় বললে, নিচে
সব তো সমতল-পিরিচে
রেখেই আসছো, সঙ্গে নিলে
মনের মধ্যে আকাশকুসুম, বুকের মধ্যে এই নিখিলের
দাগ-মারা, ঘা-গর্তে পেছোল উলুকঝুলুক সাধ-বাসনা—
তাই নিয়ে কি হয় না মিছে
দিনদুপুরে এই যে হাঁটা— সব তো সমতল-পিরিচে
রেখেই আসছো, সঙ্গে নিলে
সামান্য কি যথাসর্বস্ব ?

আমার কথা অল্প বলি, কথার কথা নয় অবশ্য
দাগ-মারা, ঘা-গর্তে পেছোল উলুকঝুলুক সাধ-বাসনার
আসল কথা, সঙ্গে যাওয়া—

তোমার কাছে শুধুই ছায়া বরং তুচ্ছ ছায়ার ছায়া
আর কিছু নয়, খাড়াই পথের শেষ সীমানায় সঙ্গে যাবো
এমন ভেবেই হাঁটতে শুরু করেছিলাম দিনদুপুরে
আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা !

নীল ভালোবাসায়

আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, আঁধার-সমুদ্রে নৌকা
যেমনভাবে বেঁচে ফিরতো— তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম
আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে।
হঠাৎ ছুরি দৌড়ে এলো— হাতের মুঠো জব্দ করে
আঁধারে চালাতে বললো, যেমনভাবে মারে বৈঠা
সুখে ওপার হেঁকে বলছে, দুঃখমোচন করতে এসো
আমার পদ্মদীঘির কাছে শান-বাঁধানো ঘাটটি আছে
সেখানে কেউ কাপড় কাচে, দুঃখগ্লানি তুচ্ছ হলো—
নেশা আমার লাগলো চোখে, কে তুই মাছি দুঃখদায়ক
আমাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলে রেখেছিস তোর কোটরে
হেঁটোয় কাঁটা— ওপরে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন ?
এই কি রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনার বরন !
খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই, পাহাড়চুড়োয় থাকবো বসে
চিরটা কাল চলবো ছুটে— পিছনে নেই, পশ্চাতে নেই—
তদন্তে ক্রূর পায়ের শব্দ, আমায় ওরা ছেড়ে দিয়েছে

ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী— সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম ॥

বিষ-পিঁপড়ে

সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন জামরুলে, ঐ নীল ভিজোনো গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুরুষ্টু বীজ
ক্ষেত ভরে যার শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো? কারণ আছে? তালসুপুরি গাছের কাছে
কারণ ছিলো— কারণ আছে।

ঐখানে গোপন ডুবুরি তোমার জলে স্নান করেছে।
সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে তোমার দেওয়া কুসুম-গন্ধ
হলুদ তোমার হলুদ, এই কি সারাজীবন সন্ধ্যাবেলার
সঙ্গ দেওয়া? ভবিষ্যতের ঘর-বাঁধা খড় খুঁজতে যাওয়া?
এই কি তোমার রাত পোহানো, পথিকে পথ দেখিয়ে আনা?
এই কি তোমার প্রতিচ্ছবি, যে ছিলো বুক ভরিয়ে, ঝোপে—
আপাদমাথা সারা শরীর— তাই শরীরে ছড়িয়ে দিলুম
সর্বনাশা বিষের জাদু, লুট করে হাড় ভাঙতে বাকি
ওরাই আমার সেনাবাহিনী, আমাকে সৎ সিংহাসনে
বসিয়ে রাখে সারাজীবন—

তবু আমার দুঃখ, দুঃখ হঠাৎ ঘরে ঢুকলো একা—
নও তুমিও সঙ্গিনী তার, সে এক শতরঞ্চ বেড়াল
খাটের বাজু জড়িয়ে দাঁড়ায়— তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে—
অন্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'আমিই কঠোর সঙ্গিনী তোর!'

এখন উঠে দাঁড়াও

এখন উঠে দাঁড়াও তোমায় দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে যাবো
যেমন বাতির চিবুক, যেমন পাতার শিশির শুকোয় রোদে
উঠে দাঁড়াও এখন তোমায় দেখতে-দেখতে কুড়িয়ে খাবো
গাছ থেকে যা ঝরছে নিচে, দান-মাখা ঐ শুকনো ধুলো
উঠে দাঁড়াও এখন নয় তো বসতে দেখবে কুকুরগুলো।

হাত দুটো যে পঙ্গু নয় তো দেশ জুড়ে আধ্‌লা ইটের
টুকরো কি আর থাকতো পড়ে?
পিঠখানা তা ঝাঁঝরা কুলোই
উঠে দাঁড়াও এখন নয় তো বসতে দেখবে কুকুরগুলো।

উঁচুর দিকে দেখতে পায় না, নিচুতে চায়— গো-ভাগাড়ে
শকুনসভার রাজকবিকুল পয়ারের পাত্ কাটছে নখে
এক-হাঁটু ফলার ছাড়া তার ভোগ তো আছেই একনাগাড়ে
শ্মশান-ঠাসা হাড়ের বাতাস, সাতমহল জাজ্বল্য চুলো—
উঠে দাঁড়াও এখন নয় তো বসতে দেখবে কুকুরগুলো॥

তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই

তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—
দু-চোখে দুই জব্দ ঠুলি কোন্ গগনে খুঁজলে পাবো
গন্ধবিহীন দ্বন্দ্ববিচার? সেই সুযোগে কিয়দ্দূরে
দশ-বারোটি মন-মরা বুক সাধ করে আজ রাখছি খুঁড়ে
কোন্ গোপনে মুখ লুকোবে, সেইখানে কৌশলে যাবো
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—

দু-এক পশলা বৃষ্টি পড়ছে গাছের ও কদমের শাখায়
আমরা উড়োনচণ্ডি চলা থমকে যাবে ভিজলে পাখা?
অঙ্গভঙ্গি কেদার রাজার, ভেতরে বাক্ 'ভিক্ষা পাবো?'
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—

উপর থেকে নিচুতে চোখ কেনই বা যায় শকুনপাখির
চরিত্রে টান? কিংবা সত্যি দোষ ছিলো তার সজল আঁখির
বলতে পারো মাংসাশী জিভ অমৃত-আস্বাদী তৃণে
সুখের স্বর্গ পাচ্ছে খুঁজে? কোন্ নারী চরিত্র বিনে
খায় পর-পুরুষের রক্ত? উচিত কথা বললে যাবো
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো॥

ভস্ম অবশেষ

আমাকে তুমি যত চিঠি লিখতে ভালোবাসার ভাষায়,
আমি সমস্ত এক পুরাতন সিন্দুকে রাখতাম তুলে।
দীর্ঘ জীবন আমাদের
অবশ্যই তার চেয়ে অল্প ছোটো ছিলো আমাদের ভালোবাসার কালাকাল
তুমি অনেকবার অনেক অরণ্যে গিয়ে বাস করেছো বাংলোয়
তুমি অনেকবার অনেক পান্থশালা সরাইখানায় কাটিয়েছো রাত
অনেক সমুদ্র দেখেছো তুমি, অনেক পাহাড়-পর্বত কাঞ্চনজঙ্ঘা
দেখেছো তুমি অনেক
নদী, ভল্লুক, ঝরনা, চা-বাগান দেখেছো তুমি
স্তূপে মন্দিরে বোধগয়ায় ঘুরেছো তুমি অনেক
নৌকা, মোটর, রিক্সায় গিয়েছো তুমি অনন্তকাল
আমি তোমার সমস্ত চিঠি এক পুরাতন সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলাম।

কোথাও যেতে ভালোবাসতাম না আমি
তোমার দেখাই তো আমার দেখা—
আমি যক্ষের মতো সেই পুরাতন সিন্দুক বুকে করে বসে থাকতাম
ডাক-পিওন তোমার চিঠি দিয়ে যেত সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত
শীতের জামাকাপড়ের মতো অনেক পুরাতন চিঠি
আমি শুকিয়ে নিয়েছি রোদ্দুরে
মখমলের রেশমের মতো দামি চিঠিগুলি আমি সিন্দুকে ভাঁজ করে
রেখে দিয়েছিলাম
নানান দেশের মিউজিয়াম দেখেছো তুমি অনেক
লাইব্রেরি, বইয়ের দোকান কিংবা হাজারদুয়ারি দেখেছো তুমি অনেক
ঘর থেকে পথ, পথ থেকে নদী, নদী থেকে পর্বতে ঘুরেছো তুমি কতই
এমন করে ঘুরতে-ঘুরতে একসময় তোমার শেষ চিঠি এলো
কাছে আমার
আর কোনোদিন কোনো চিঠি আসবে না বলে সিন্দুকে তালা লাগিয়ে
এই রাতের উঠানে এসে দাঁড়ালাম আমি

আকাশের পানে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ
সঞ্চরমাণ মেঘের মাঝে ভাসছে নাতিশীতোষ্ণ চাঁদ এক
দেখলাম আমি
দীর্ঘজীবন ধরে যাকে তুমি খুঁজে বেড়িয়েছো সে কেবল সিন্দুকে
রত্ন ভরতেই ব্যস্ত ছিলো ॥

হলুদ নদী সবুজ বন

আর কোনোখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা নয়, দৃঢ়তা নয়, নয় তালগাছ
খোয়াই বাউল বীরভূম
শুধু ঢলে পড়া, গা আলগা করে শানপুকুরে ছুঁড়ে দেওয়া সজল কাপড়
পথের মধ্যখান ছেড়ে পাশে সরে যাওয়া, খানাখন্দে লাফিয়ে পড়া
অনেকদিন হলো একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।

একটা স্মৃতি আছে, সময় থেকে সময়ে লাফিয়ে পড়তুম
বিনি সুতোয় পারতুম ফুলের পর ফুলের মালা গাঁথতে
শুধু নিজেকে পরাবার জন্য, শুধুই নিজেকে পরাবার জন্য—

একটা সময় ছিলো, নিজেকে সাজাতে ভালোবাসতুম
মেঘ যেমন আকাশ সাজায়, বাসরঘরী সাজায় পূজার থালা
তেমন করে কেবল নিজেকে, কেবলই নিজেকে সাজাতুম
একতারাকে দোতারা করতুম—

একটা সময় ছিলো, মানুষের পর মানুষে ফিরে বেড়াতুম
এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, দেয়ালের এপার-ওপার দেখেছি সবই
এখন তাই চুপচাপ, স্থির, কানামাছির বুড়ি—

তাও সহ্য হচ্ছে না আর
হলুদ নদী সবুজ বনে, অনন্তকাল আমায় টানছে
আর কোনোখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা নয়, দৃঢ়তা নয়, নয় তালগাছ
খোয়াই বাউল বীরভূম

শুধু ঢলে পড়া, গা আলগা করে শানপুকুরে ছুঁড়ে দেওয়া সজল কাপড়
পথের মধ্যখান ছেড়ে পাশে সরে যাওয়া, খানাখন্দে লাফিয়ে পড়া—
অনেকদিন হলো একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি!

আমিও একদিন

আলো আর অন্ধকার
দু-জনে দু-জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে
মুখ ফিরিয়ে আছে— যাতে কেউ কাউকে না ছাখে
দেখার অনেক কষ্ট— ট্র্যামলাইন পার হয়ে পাশাপাশি বাড়ির বসে থাকা
অন্তরঙ্গভাবে

আলো আর অন্ধকার
দু-জনে দু-জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একবার মুখ ফেরালে কী এমন ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে যাবে— এই বলে
আলো
মুখ ফেরালো
আর তখনই ঝন্‌ঝনাৎ চাবির থোলো মেজেয় ফেলে, লুটিয়ে আঁচল
ঘন বনের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকার
ওদিক-পানেই বাড়ি তার, বাগ-বাগিচা, ফলমূল, সৈকতাবাস।

বহুক্ষণ বনের ধারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আলো—
অন্ধকারেরও তো উঁকিঝুঁকি আছে
আছে ফাঁক-ফোকর ডাকবাক্স আর কী-হোল্‌
চোখটি কাৎ করে লাগিয়েছো কি অমনি আলোর বর্শা বিঁধবে গিয়ে
বাছাধনের চোখে

মজাটি টের পাবে তখনই
একচক্ষু কালো মেয়েটার বর জুটবে কোত্থেকে হে ?

এভাবে বনের ভেতর আর বনের বাহির ঘন হয়ে উঠলো ঝগড়ায়
সালতামামি শেষ হলো, ছুটি হয়ে গেল ইস্কুল-পাঠশাল
মাঠের বল মাঠেই রইলো পড়ে
আলো ভাবলো, চিরদিন বাঁচে না মানুষ !

অন্ধকারও বেঁচে নেই— সুতরাং
একাকী যদ্দিন জ্বলতে পারি, জ্বলতে-জ্বলতে একদিন ওরই মতন ফুরিয়ে যাবো।
আমার কী ? আমিই বা কতদিন অপেক্ষা করবো !
আমার কি ট্রেন-ফেন ধরার তাড়া নেই ?

এই বসন্তে বৃষ্টি হবে

আমার যে সব লক্ষ্যগোচর তুমি আমায় এমনি ভাবো
শিখর থেকে নখ অবধি পারলে এক লহমায় খাবো—
যেমন খেতো বক-রাক্ষস, সাল-পুরোনো ম্যাজিকঅলা
আমার বুকের ওপর ভিজছে, তাই ভেজেনি বুকের তলা—
এই কি তোমার বৃষ্টিবাদল? আকাশ দেখছি হরিদ্রাভ—
আমার যে সব লক্ষ্যগোচর তুমি আমায় এমনি ভাবো।

দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট, সব ঘাটে কি থামছে তরী?
ওপর-নিচ পায়রের ফোঁটা— এই তো সময়, গলার দড়ি
বসছে আলিঙ্গনের মধ্যে যেমন বসে অধর-ওষ্ঠ।
দূরদেশী ও রাখাল-ছেলে, কই ধেনু উচ্ছন্ন গোষ্ঠ,
কই মেলা, সাপ-খেলার বাঁশি? বাউল-ক্ষেপা-বাসরঘরী?
দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট— সব ঘাটে কি থামছে তরী?

ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে— এই বসন্তে বৃষ্টি হবে,
আকাশ মেঘে করবে তাথৈ, মন বসে সাঁওতাল-পরবে
লক্ষ্মীটি, ওই ঘাগ্‌রা-বরন পরজাপতি পুচ্ছ তুলে
আয় বিদেশে বাস্তু করি— চাল-চুলো-চৌকাঠটা খুলে
নীল দিগন্তে ফুলের আগুন— সেই আগুন পোড়াচ্ছে কবে?
ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে, এই বসন্তে বৃষ্টি হবে॥

এই বিদেশে

এই বিদেশে সবই মানায়—
পা-চাপা প্যান্ট, জংলা জামা
ধোপদুরস্ত গলায় রুমাল, সঙ্গে থাকলে অশ্বত্থামা
এই বিদেশে সবই মানায়।

ব্রায়ার-পাইপ, তীক্ষ্ণ জুতো
নাকের গোড়ায় কামড়ে-বসা কালো কাঁচে রোদের ছুতো
এই বিদেশে সবই মানায়।

কিন্তু তোমার তালছড়িটা—
মেঘে মেদুর সেই যে বক্ষে বাস্তুভিটা
যেখান থেকে বাকি জীবন করবে শুরু বলেই এলে—
সেইখানে আজ অভয় পেলে

এই বিদেশে সবই মানায়॥

হাত বাড়ালে ধরতে পারি

হাত বাড়ালে ধরতে পারি ছায়ার চেয়ে ঘনান্ধকার
আরেক ছায়া, পথ জুড়ে আজ নাচ দেখাতে ব্যস্ত ভারি
হাত বাড়ালে ধরতে পারি।

সাত সমুদ্র তীরের কাছে, ঝাউ-বীথিকা থমকে আছে
চাঁদ চলেছে মেঘ ঝেঁটিয়ে রাজার বাড়ি
হাত বাড়ালে ধরতে পারি ছায়ার চেয়ে ঘনান্ধকার
আরেক ছায়া, পথ জুড়ে আজ নাচ দেখাতে ব্যস্ত ভারি
হাত বাড়ালে ধরতে পারি।

পাহাড়ে পথ শুধুই মিছে, শিখর থেকে ঝরছে নিচে
ঝরনা ছাড়া কেউ কি নামছে তাড়াতাড়ি?
হাত বাড়ালে ধরতে পারি।

কিন্তু কাকে? স্বচ্ছ বরফ তার পা দুটি জড়িয়ে রাখে
ঢেউগুলো কি আনছে বয়ে ছিন্ন শাড়ি?
হাত বাড়ালে ধরতে পারি ছায়ার চেয়ে ঘনান্ধকার
আরেক ছায়া, পথ জুড়ে আজ নাচ দেখাতে ব্যস্ত ভারি
হাত বাড়ালে ধরতে পারি॥

ক্ষমা করো

টেবিল-পাহাড়ের মাথায় রঙের কলসখানি ভেঙে গেছে
রোজই ভাঙে
রোজ বৃষ্টি হয়— অনবরত, টুপটাপ টুপটাপ
শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শব্দের সমুদ্রে
যেখানে শব্দের চেয়ে রঙ বড়ো
রঙের চেয়ে বড়ো মাধুর্য
সেখানে মূল শব্দ উঠে আসে
উপকূলের বালুতে রাখে বুকের দাগ
মুখ লালায় দেয় ভরিয়ে
কাঁধে মাথা রেখে বলে :
ক্ষমা করো— আর বাজতে পারি না ॥

মাঝে-মাঝেই সর্বনাশিনী সাপের কামড়

মাঝে-মাঝেই সর্বনাশিনী সাপের কামড়, মাঝে-মাঝেই রোজা ডাকা
এই আমার সংবৎসরের নূতনত্ব, তদ্বির-তদারক, ডাক্তার-খরচ
এ ছাড়া বাকি-বকেয়া কিছু পড়ে থাকে, তার জন্যে দোকানদার
না-হক্ দু-কথা শুনিয়েও দেয়
আমি ওসব সামান্য কথা গায়ে মাখি না— মাখলে চলেও না
আত্মসম্মানবোধের পাথ্‌না আস্তিনের ভেতরে লুকিয়ে রাখাই ভালো।
তোমরা এ-জন্মে পরের দোরে ভালোই আছো বলতে হবে
লাথি-ঝাঁটা আদর-সোহাগ তোমাদের কপালে একাকার
তোমাদের একটা ডিগ্‌নিটি আছে— অমুকের বউ
পাড়ের কাছে সাঁতার কাটে না— দূরেও যায়!
মাঝে-মাঝেই সর্বনাশিনী সাপের কামড়, মাঝে-মাঝেই রোজা ডাকা—
এই আমার সংবৎসরের নূতনত্ব, তদ্বির-তদারক, ডাক্তার-খরচ ॥

এই খেলাটি একলা আমার

এই খেলাটি একলা আমার, খেলবো— যেমন চিরকালের
চক্‌মিলানো খেলছে বাড়ি, যার মানুষে আলোক-কানা
এই খেলাটি একলা আমার, খেলবো— যেন তার কপালের
কাঁচপোকাটি তেমনি থাকে, চারদিকে জল, খন্দ-খানা
কেশ করেছি আবোল-তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের
আধখানা খাই, আধ্‌লা রাখি— বুক ভরে বাস হাস্নুহানার
এই খেলাটি একলা আমার, তোর সেখানে খেলতে মানা।

বাড়িতে, আজ সাধ করেছি ফুল পালংক রাখবো ঢেকে
পিলসুজে পিদ্দিম জ্বালাবো উঠোন জুড়ে হ্যাজাক-বাতির
চোদ্দ-শিখায় জ্বলবে আগুন, তার মানে পথ সন্ধে থেকে
উড়োনচণ্ডি কন্দ খুঁজে বুক-ভাঙা এক পাগলা হাতি—
কিন্তু খেলা একলা আমার খিড়কি-সদর বন্ধ রেখে
এই খেলাটি একলা আমার কাল-কবিত্ব-পুচ্ছে লাথি
এবং বাহুবন্দী মিনার কামড়ালো কোন্ স্বর্ণজাঁতি?

সেই খেলাটি একলা আমার, খেলবো— যেন তার কপালের
কাঁচপোকাটি তেমনি থাকে, চারদিকে জল, খন্দ-খানা
নদীর দুটো দিকই দরকার, আমি তো আর ব্রিজ বাঁধছি না?
কেশ করেছি আবোল-তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের
আধখানা খাই, আধ্‌লা রাখি— বুক ভরে বাস হাস্নুহানার
কিন্তু খেলা একলা আমার, তোর সেখানে খেলতে মানা॥

এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত নক্ষত্র আজ খেলা করে আকাশের বুকে
আমি যেন টের পাই
আমি যেন দেখে যেতে পারি
তোমাদের কঠিন অসুখে
তোমরা ঔষধপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক
অনন্ত নক্ষত্র দূরে খেলা করে— করে হতবাক্।

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়— ঐ নক্ষত্রেরা
আমরা তো পৃথিবীর লোক
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
অনন্ত নক্ষত্র তবু খেলা করে— দূরে যায় দেখা।

ওদের সমুদ্র ওরা জানে কিনা
ভুল হয় কেবলি ঠিকানা
ওরাও কি লেখাপড়া জানে?
মিছে কানে-কানে
কথা বলে— ওদের সকলে
আমরা কি ইস্কুলের কলে
জল খাই— করি না টিফিন?
নক্ষত্র— জেনেছে ছাই— পড়ে আছে গাঁথা সেফটিপিন!

দূরে-দূরে
আকাশের বুকে খুঁড়ে-খুঁড়ে
নক্ষত্র কোদাল হাতে চলে গেছে কে জানে কোথায়
কবে কোন্‌কালে দেখা যায়
ওদের রাজ্যের সব লোক?

আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
নক্ষত্রের চেয়ে কিছু বাকি আছে মানুষের শেখা ?

মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিউস
তুমি জেনে গেলে সব
তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে-ভরা টব
লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে ।

তুমি নীলকণ্ঠ চারা পুঁতে দিয়ে বলেছিলে— 'একে জল দাও
একে আর বিষণ্ণ রেখো না
আমার মতন এ-ও খুঁজেছে বিছানা ।'

'ভালোবাসে
কুকুরের মতো
একে তুমি দিয়ো না নিষ্ফল
ধুলোবালি'

বাংলাদেশে
তোমার মৃত্যুর পরে এসে
লাভ হলো— 'সতর্কীকরণ !'
কত সুধা দেখেছিলো মন
কত বিষ চেখেছিলো মন
তা সবই অম্লান
যতই বিদেশ থেকে আনো
স্বাধীনতা-বোধ কী তা আমি জানি— তুমি যত জানো !

তুমি আছো দূর-পরপারে
সেখানে কখন ট্রেন ছাড়ে ?
আছে টেলিফোন ?
তোমাদের বাজার কেমন
তোমাদের দোকান কেমন—
রাজধানী ?
কাছা দেয় মদের দোকানী ?

তোমারো প্রকৃতি নয় নক্ষত্রের কাছে ধার করা
যে-বাঁশি বাজাও তুমি
তাকে আরো মূল্যবান করা
হবে কি আমার ?
প্রিয় অর্ফিউস, আমার স্তবেই হলো হার ॥

হাওয়া-বদল

হাওয়ার বদল আমি টের পাচ্ছি। নিঃসঙ্গ প্রকৃতি
কাছে এসে খেলা করে, আমিও খেলায় ব্যস্ত হই
কৃত্রিমে শিল্পের জন্ম ভোগ করে এখন বিস্তৃতি
চাই আমি, মনে হয়, দেয়ালে স্থাপিত দীর্ঘ মই
নেবে সেই পরপারে, যেখানে সকলে বাঁধে ঘর
আলোতে ছায়াতে বসে, ভোগ করে নারী ও ঈশ্বর।

হাওয়ার বদল আমি টের পাচ্ছি। শয়নে-স্বপনে
সঙ্গের প্রাচুর্য পাই নিশিদিন হরিষে-বিষাদে
নিজেকে যে-প্রশ্ন করি সমস্ত সমাজ তা-ও শোনে
সুখে সুখী হয়, শোকসন্তপ্ত বন্ধুর মতো কাঁদে
আজই যেতে চাই আমি— যেখানে সকলে বাঁধে ঘর
আলোতে ছায়াতে বসে, ভোগ করে নারী ও ঈশ্বর ॥

পুনর্বিবেচনা

তুমি কেন যথেচ্ছাচারের কাছে আপনাকে সঁপেছিলে
তুমি কেন সিন্দুক থেকে রাঙাপাড় শাড়ি বের করেছিলে
কাল রাতে

তুমি কেন আলিসার থেকে সবল কাকের মুহ্যমান নিস্পৃহ পতন দেখে
শিউরে উঠেছিলে

তুমি কেন বনানীর ভিতরের হ্রদে দেখেছিলে একান্নটি পদ্মফুল
তুমি কেন বার-বার টেলিগ্রাফ-তারের ভিতর দিয়ে দেখেছিলে মেঘ
আমি জানি

হাজারিবাগের কাছে আমাদের যাত্রা সবই জানাজানি হয়ে গেল—
দূরের গ্রাম থেকে লোক এলো, সিপাহী এলো, শরতের কাশফুলে
ভরে গেল সেগুনের তলা

নিয়মতান্ত্রিক চার্চ সরে এলো ধর্মভীরু যাজকের কাছে
প্রকৃতির মুক্তি চাই, প্রকৃতির স্বাধীনতাও চাই।

যখনি আকাশে থাকো ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার
ও চাঁদ চোখের জলে বাংলোর সসপ্যানে পোড়ামাংস, রুটি, রোরুদ্যমানিনী
তুমি যাত্রাপথে— শুধু তুমি যাত্রাপথে
পাঁচটি আঙুলে তুমি ধরে থাকো চুল ও কপাল
কাঙাল বাহুতে তুমি ঝাড়া দাও পাহাড়ের মাথা
ন'লক্ষ শিকড় দিয়ে তুমি বঙ্গোপসাগরের অসংখ্য সতেজ অক্টোপাশের
মতো ভাগ্য আমার জড়িয়ে ধরেছো

রুমাল ওড়াও তুমি পথে-পথে
পয়সা ছড়াও তুমি পথে-পথে
চুল খুলে দাও তুমি পথে-পথে
আমি জানি তুমি কেন যথেচ্ছাচারের কাছে আপনাকে সঁপেছিলে
তুমি কেন বার-বার টেলিগ্রাফ-তারের ভিতর দিয়ে দেখেছিলে মেঘ
আমি জানি।

বসন্তে সেবার রাজমহালের দিকে যাওয়া হলো
বসন্তে সেবার আমার অসুস্থ ভাষা জেনে গেল লোকালয়ে সবই
ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমার সমস্ত উজ্জ্বলতা তুমি কেড়ে নিয়ে গেলে
অতিদূর রাজমহালে

ঝরনার প্রান্তে হলো বনভোজন
টিলার ছায়ায় তোমার মলাট-হারা দেহে এসে জমেছিল নুন
অর্জুনগাছের তলে চিৎ হয়ে ছিলাম দুপুরে
বোরোবুদুরের দেশ তোমাকেই মনে পড়ে আছো মেঘে চিরকাল ভেসে
ধ্বংসস্তূপের মতো ক্রম-অগ্রসরমাণ বিজয়িনী না কি ও বিমান
নীলাভ শিফনে দূরে উড়ে যাবে ?

চেনো নাকি শীতের রাতের ঐ পাহারাদারের মতো তুমি চেনো বনের হরিণ ?
তুফান এক্সপ্রেসে চড়ে চলে যাও ঝাঝা ইস্টিশানে
ফেরত পাবে না ভাগ্য, বালিয়াড়ি
তবু অনুরূপ
পুরুষের হাতে ফেরে একতাল ব্যর্থ পলিমাটি,
পুজোর দালান থেকে চালচিত্র উড়ে যায় জ্যোৎস্নায় বহুদূরে মণিকর্ণিকার
স্নানের অর্থই হলো বিসর্জন, স্বপ্ন ধুয়ে যাওয়া।

জামনগরের রাজা আমাকেও দিয়েছে কুর্নিশ !
জীবনে আমারও তবে, দেখা যায়, সম্ভাবনা ছিলো
নতুন পুতুল বলে আমাকেও রাসতলায় করে যেন বিক্রি করে ফেলা যেত
কানাকড়ির দামে
রোদ্দুরে গিয়েছে পুড়ে কাঠবিড়ালীর পিঠ-ভরা নরম রঙিন রেখা
তবে তো বারান্দা দিয়ে বারান্দায় ঘোরা যত সমস্ত দুপুর।

কোন্ দেশে ? কোন্ ইস্টিশানে ?
বারোটার ট্রেন গেল প্ল্যাটফর্ম গুঁড়িয়ে ক্রুদ্ধবেগে ?

ফেরার আকাঙ্ক্ষা তার নেই বলে কবরে সায়েব
সাধের টম্‌টম্‌-সুদ্ধ নেমে গেল— ব্যর্থ হলো গাড়ি
তোমার সোনার হার গলা-ভরা
তুমি কেন সিন্দুক থেকে রাঙাপাড় শাড়ি বের করেছিলে কাল রাতে
তুমি কেন আলিসার থেকে সবল কাকের মুহ্যমান নিস্পৃহ পতন দেখে
শিউরে উঠেছিলে

তোমার সোনার হার গলা-ভরা
তোমার আঙুলে ঐ নেল-পালিশে রক্তপাত কার ?
বারোটার ট্রেন গেল প্ল্যাটফর্ম গুঁড়িয়ে ক্রুদ্ধবেগে।

হস্তিনাপুরের কাছে আমাদের বাড়ি ছিলো বিয়াল্লিশ সনে
সেবার কম্পন হলো মারাত্মক— লুপ্ত হলো সব
শুধু ঈগলের নখ আমাকেই তুলে নিলো নারিকেল-শাখে
সেখানে সবুজ বলে পাঁচ বছর খেলেছিলাম জীবনের উষ্ণ টুর্নামেন্ট
গাছের চেয়েও আমি গাছেদের ভাষা জানি বেশি
তোমার মতন আমি সাবান মাখিনি কোনোদিনও
হরলিক্‌স, বুঝছি পরে, বারুদ বা গিরিমাটি নয়
পৃথিবীতে জীবনের ভালোবাসাবাসি আমি সিন্ধুবাদেরও চেয়ে বুঝেছি সঠিক।

দেবদারুতল দিয়ে হেঁটে যেতে ভালো লেগেছিলো তখনো কি আমাদের ?
যখন দুয়ারে এসে বলে যায় ফিরিঅলা, কিছু দিতে পারি—
অমরতা দিতে পারি অথবা হাছিমপুরে ভোটের খবর।
কিনেছিলে নাকি সেই অ্যালুমিনিয়াম তোমার বিবাহে-পাওয়া জোড় দিয়ে?
দেবদারুতল দিয়ে হেঁটে যেতে ভালো লেগেছিলো তখনো কি আমাদের ?
যখন নার্সের বুকে হাসপাতালের রাত খুলে দেয় অবাধ বাদুড়
যখন গোলাপ বলে বেগুনের ফুল তুমি নিয়েছিলে হাতে
অথবা ট্রামের তার ছিঁড়ে হয়েছিলো বিবাহবিচ্ছেদ ?

বিছানায় আজই তুমি পেয়েছো কাছিম।
নতুন জানালা তুমি রুচিমতো পেতেছো কোঠায়

গতবারে টাবগুলি ন্যাড়া ছাদে সারিবদ্ধ ছিলো
বৃষ্টিপাতে যাতে তার ফুল ফোটে— ভেবেছিলে তাই।
এখন ব্রিজের তলে ব্রেস্ট-স্ট্রোক দিতে-দিতে ট্রেন চলে যায় অনাদির টার্মিনাস।
তুমি কোন্ পথে যাবে?
কয়াতকলের শব্দ মিছামিছি বলেছে তোমাকে—
জানো তুমি? অতিদূর জঙ্গলের দিকে কারা থাকে?

চরণদাসের ঐ গাইগরু চিনে রাখো তুমি।
মিউটিনির বাদায় সেবার অহোরাত্র ঘুড়ি-ওড়ানোর ছিলো আয়োজন
নতুবা জ্যোৎস্নায় যারা এসে থাকে তারাও এলো না
গাইগরু একা-একা অর্ধপথ গিয়েছে সভয়ে
হঠাৎ সভ্যতা যেন একফুঁয়ে নেবালো মোমবাতি—
'দোর খোল দোর খোল— এ-পরাজয়ের পর আর ঘুড়ি ওড়ানোর কাছে
মানুষের মুখচোখ কী উপায়ে সম্মুখীন হয়?'
টেবিলের 'পর থেকে পুরোনো কাগজ উড়ে গেলে
নতুন কাগজ পেতে আড়ষ্টতা ভোগ করে যাওয়া হলো বা আদরণীয়?

মনীষার ভালোবাসা মাহুতের মতো ছিলো উঁচু
কামারপুকুরে গিয়ে একদিন মনীষাকে খুব আদর যতন প্রেম করা হলো।
বলা হলো, অঘ্রানে বিবাহ করো অমুকের সাথে, সুখী হবে।
সিগন্যালে-সিগন্যালে হলো রেষারেষি
স্টীমারের মতো যেন এঞ্জিন ধরেছে বালি ঠেসে
তোমার সভ্যতা তাও গ্রীসের মাস্তুল
নাবিকের কাছে
লাইটহাউস তুমি, শুকতারা তুমি পূর্বাচলে—
মনীষার ভালোবাসা মাহুতের মতো ছিলো উঁচু।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের চেয়ে দামি তুমি কিছু কি বুঝেছো?
আস্তাবল হু-হু করে— ঘোড়ার বালামচি বেহালায়

মেহুয়িন পৃথিবীর সীমান্তে সতত চলে যায়
পড়ে থাকে গির্জায় কৃতঘ্ন যিশু,
মনীষার ভালোবাসা রাতের বাজার পেলো ব্যর্থ চীনদেশে ।

চাঁদের খবর তুমি আশা করো শুধু জ্যোৎস্নারাতে
দীঘার সমুদ্রতট ভরে যায় পাগল ছায়ায়
জোনাকির বর্তমান লুকোচুরি ভালোবেসেছিলে
তুমি— তা কি শরতের কাশফুল ? না কি টিরিয়েল ?

কোনোদিন মৃত্যু, তুমি আছো বলে, হলো না সৈকতে
ইস্টিশান থেকে গাড়ি ছেড়ে যেতে দেরি হলো কত
সেবার স্টিমার খুবই পড়েছিলো জেলেদের জালে
দুর্যোগে ব্রিজের দেশে নিবে গেল দেয়াল-লণ্ঠন
কার কাছে ফিরে গেলে প্রিয়তম স্বতঃপ্রণোদিত ?

প্রবাসে বিবাহ দিতে এসেছিলে ।
জনতার সভা থেকে তুমি চেয়ে নিয়েছিলে কাঠের চেয়ার
একটি কবিতা তুমি পড়ে বলে উঠেছিলে— 'হাতে-হাতে চাই
আনুগত্য তোমাদের, উপহার তোমাদের—'

পুনর্বিবেচনা হলো এরও এক পক্ষকাল পরে ॥

তার ডালপালা আমার চৈতন্যে

সারাদিন আমি দিনের অন্ধকারে বসে আছি
সন্ধে হলেই চাঁদ উঠবে
চাঁদ উঠলে আমিও উঠবো।

মাঠের পাশেই নিচু আলের পথ
পথের ওপর ইঁদুর-মাটি
ভিজে-ভিজে
তবু কেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আর কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে
ঝাঁকড়া-মাথা ডুমুরগাছ পড়বে ডানহাতি
দিনে-রাতে, দুটোতেই অসন্তুষ্ট
মুখ থমথমে।

'এবার একটু হাসো' চেঁচিয়ে বললুম
সে হাসলো
বললুম 'কাঁদলে না যে— কী ব্যাপার !'
'দুটোই কি এক ?' শুধিয়ে, কাঁদতে বসলো ডুমুর—
তার ডালপালা আমার চৈতন্যে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ॥

বালককালের ও দোলমঞ্চ

বালককালের ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে
শেখালে ঘাট ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে আছে লিপ্তিবিহীন
নৌকা বাওয়া—

সব শেখালে, তুমি আমায় বললে, মিছে
অষ্টপ্রহর, এই যে পায়ের শব্দ পিছে
উঠে চলেছে, তার তো আছেই অর্থ নানা—
সমস্ত সম্মুখে যাবে, ফিরে তাকাতে করলে মানা।
বালককালের ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে
শেখালে এই জীবন নয় তো স্মৃতির শাখায় শালিখ-বাসা।
নয় খুশিতে উড়ে যাওয়ার কাপাসতুলো।
মন-হারানো বনের মধ্যে রাস্তাগুলো
তেমনি আছে—
সব-কিছু কি সঙ্গ-চাওয়া
মানুষমাত্র ? হারিয়ে যাবে এক পলকে— মুখের ভাষা !
ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে
ছেড়ে যাওয়ার
ভাষায় ভারী, মন্ত্রে-বাঁধা— শূন্য হাতে ফিরে পাবার
কিছুই কি নেই ? ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে ॥

পশ্চাদ্‌ভূমি

তোমার কাছে এক ধরনের পোশাক চেয়েছিলাম আমি
জানালা দিয়ে তখনই কোথায় গোরস্থানের কবরের ঘাসের উপর দিয়ে
আমাদের বাল্যকালের মোহভরা
ভালোবাসার উত্থানপতন ভাঙাচোরা ঘটেছিলো খুব
আমাদের সান্ত্বনা— কেউ কাউকে ভুলে যাইনি আজও
আমাদের সান্ত্বনা— একসময় ভালোবাসা বলে পরাগ ফুলের ভিতরে
জেগেছিলো
আমাদের সান্ত্বনা— একদিন নদীর তীরে বসে গান শোনাতে চেয়েছিলাম—
কখনো মিস্তিরির মতো কলে কারখানায় যাইনি
তোমার কাছে এক ধরনের পোশাক চেয়েছিলাম আমি
অনেকদিন গাছের মতো স্থাণু হয়ে, স্রোতের মতো চপল হয়ে,
কাঁধের উপর উপর্যুপরি মেঘের চাপে ডুবে গিয়েছিলাম আমি।
যেমন করে ঝরনা থেকে নুড়িগুলো সরে আসে,
যেমন করে গানের সুর কথা আর পঙ্‌ক্তি ত্যাগ করে—
তেমন করে চলে যাওয়ার সাধ আমার বুকের ভিতর ক্রমাগত।
তার উপর তখন কোথায় গোরস্থানের কবরের ঘাসের উপর দিয়ে
তারা চলে গেল—

এমনও দিন গেছে আমাদের সকালসন্ধ্যা কেবলি নির্নিমেষ আঁখি
এমনও দিন কেটেছে একটিমাত্র ভাষাকে উলোটপালোট করে
এমনও দিন আমাদের গেছে দু-জনেই কথা বলতে-বলতে
সবুজ নিস্তরঙ্গ ঘাসের ভিতরে গিয়েছি ভরে—
আমাদের দিন আমাদের দিন আমাদের দিন
কত কালের বসন্ত এসেছে কত কালের বসন্ত এসেছে—
তোমার কাছে ওই বসন্তেরই পোশাক চেয়েছিলাম আমি।
তোমার কাছে সকলেই অভিলাষমতো উপহার নিয়ে ফিরে গেছে
আমাদের দিন আমাদের দিন আমাদের দিন

এমনও দিন গেছে সকালসন্ধ্যা কেবলি নির্নিমেষ আঁখি আমাদের
এমনও দিন গেছে একটিমাত্র ভাষাকে উলোটপালোট করে—
এমনও দিন গেছে, রাজমিস্তিরির কাছে গিয়ে বলেছি—
বাড়িটা পাকা করে দাও,
আলো দাও, পাখা দাও, চাঁদোয়া টাঙিয়ে দাও— কাল আমাদের বিবাহ।

তোমার কাছে এক ধরনের পোশাক চেয়েছিলাম আমি
তখনই যবের শীষের মতো পথভ্রষ্ট অনিশ্চয়তা এসে
আমাদের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলেছিলো :
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও—
তোমাদের নিজেদের দুঃখভোগ করতে দাও
পুরাতন গৌরবে ভেসে যেতে দাও রাত্রের সমুদ্রের ফসফরাসের মতন—
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও।

তখনই গোরস্থানের কবরের ঘাসের উপরের পায়ের চিহ্নগুলি
জেগে ছুটে গিয়েছিলো পথিকের
তখনই ঝরাফুল আবার উঠেছিলো তার আপন ডালপালার দিকে উর্ধ্ববেগে
তখনই পুরাতন ভাঙন ছুটে বেরিয়েছিলো নূতন-নূতন ব্রিজের দখল নিতে
আমরা যখনই কোনো অধিকার চাই, তখনই অনধিকার প্রবেশের
দণ্ড নিতে হয়।

কখনো উলঙ্গ হয়ে পোশাকের প্রতি যেতে পারি না আমি
নিরাবরণ চাঁদ যেমন মেঘের কাছে যায় তেমনভাবে যেতে পারি না আমি
হৃদয় যেমন দুঃখের কাছে যায় তেমনভাবে যেতে পারি না আমি
স্বপ্ন যেমন নিদ্রিতের কাছে যায় তেমনভাবে যেতে পারি না আমি
আমি কেবল গোরস্থানের কবরের ঘাসের উপর দিয়ে
আমাদের বাল্যকালের মোহভরা ভালোবাসার
উত্থানপতন ভাঙাচোরা দেখতে থাকি।
অনেকদিন তোমার চিঠির ভিতরের ভাষার বিস্ফোরণ দেখিনি আমি
অনেকদিন তোমার মুখের উপর নাক ঘসে-ঘসে তুলিনি সুগন্ধ
অনেকদিন তোমার বুকের উপর দুটি কলসে ঢেউ দিতে পারিনি আমি

অনেকদিন জলে ভাসাইনি আমি তোমার মুখ
অনেকদিন রেলের ইস্টিশান থেকে ছেড়ে যায়নি গাড়ি
অনেকদিন হলুদ টিকেট বুকে করে ছুটে যায়নি
নিশীথিনীর প্রান্তরের হাওয়া
অনেকদিন তোমার চিঠির ভিতরের ভাষার বিস্ফোরণ পাইনি আমি।

কেবলই গোরস্থানের কবরের ঘাসের উপর দিয়ে
জ্যোৎস্নায় কাপড় ধুতে-ধুতে তারা চলে গেল—
জানালা দিয়ে তাদের সোনার হাঁসের পাখায় জড়ানো কীট
আমি দেখতে পেয়েছিলাম,
দেখতে পেয়েছিলাম আমি অনেক ধূ-ধূ প্রান্তরের মাঝে
ছাড়া-কাপড়গুলি উড়ছে কেবলি—
কোথাও কেউ নেই— যাকে দেখতে-দেখতে আমরা
অফুরন্ত জীবনের দিকে যেতে পারি,
যাকে দেখতে-দেখতে আমি অফুরন্ত জীবনের প্রতি বয়ে যেতে পারি ॥

উড়ন্ত সিংহাসন

১

গভীরতা পড়ে থাকে, উপরে লাফায় তারই জল
রমণীর সাজ আর স্বরূপের বিরোধের মতো
এবং স্বপ্নের মতো মুহূর্তকে আক্রমণ করে, ফসফরাস, শাদা সিঁড়ি,
অটুট দিগন্তরেখা থেকে
বাড়ি নেই
দিনে রাতে ছুটি পোর্টহোল্ জাহাজের
শুধু সে-পথেই যাওয়া, গুঁড়ি মেরে, তীর্থ-পথিকের
লাসা মোনাস্টেরি
ওম্ মণিপদ্মে হুম্…॥

২

কালের হুইল স্থতো ছাড়ে তার— সার্ডিন ! সার্ডিন !
বহুদূর যাওয়া চলে,
মৃত্যু ও শক্তির মাঝে বেছে নিতে যাওয়া চলে দূর
সমুদ্রের পরপারে,
তুমি সে-পথেই যাবে
অ্যালুমিনিয়ম ঢেউ লাফাবে উপরে
তুমি গভীরতা, তুমি যুযুধান ব্যর্থ হুইলের
সব স্থতো খেয়ে ফেলে কাছে আসো ক্লাউনের মতো
মরামাস, মাথা ফাটা, উলোটপালোট নাটকের
রহস্যরসিক
তুমি শাদা তিমি, ছুটোও আহেব্-এ !

৩

সমুদ্রের কাছে থেকে ক্ষয় হয়ে যাওয়া ভালো নয়
হাওয়ায় উড়ছে পলিথিন-শিট্ দুপুর রোদ্দুরে

হাজার জেব্রা কি জলে দিয়েছে সাঁতার ?
বালিয়াড়ি ভেঙে বালিয়াড়ি যেন জন্মের মতন অকস্মাৎ
দুপুর রোদ্দুরে আমি এইসব প্রাকৃতিক খেলা দেখে-দেখে
ক্লান্ত হই
উজ্জ্বল চাবির মতো পড়ে থাকি দুয়ারের কাছে ॥

৪

অ্যাপ্রন তোমার আমি সেলাই করেছি দীর্ঘ হাতে
ঝাউবীথি অন্ধকার— কাফে-র মাথায় আঁটা চাঁদ
আমাকে সন্দেহ করে, উঁকি দেয়— আছি কি অলস ?
অ্যাপ্রন তোমার আমি সেলাই করেছি দীর্ঘ হাতে… ॥

৫

আমাদের কথা তুমি মনে করো— বৃষ্টিতে মুখর
টিনশেড, তক্তা ঝুড়ি যেখানে যা ছিলো সব-কিছু
সকলের কথা যত দু-জনে শুনেছি শুদ্ধ হয়ে
যেমন প্রাসাদ জানে লোকালোকহীন জঙ্গলের
কূট কাজ…
বটের দেয়ালে বসা, ঝড়ের গাঁইতি, ঠেসঠেলা
আমাদের কথা তুমি মনে করো— মনে করে দ্যাখো
আমরা কি শুধু একা ? আমরা কি বহুজন নই ?

৬

জীবনে অনেকবার একই গ্রাম, একই নদীতীরে কেবলই ঘুরেছি আমি।
তা কি চিরদিন শূন্য হাতে ?
মনে করো, মনে করে দ্যাখো—
অ্যাপ্রন তোমার আমি সেলাই করেছি দীর্ঘ হাতে… ॥

৭

মানুষের আগুপিছু মানুষের জানার তো নয়!
সফলতা সব নয়, সে তো শুধু উলঙ্গের কাছে
প্রকৃত পোশাক পরে দেখা দেওয়া
কিংবা শুধু সমুদ্রের তীরে
পাহাড়ের গল্প বলে তিক্ত করা গল্পের আসর—
মানুষের আগুপিছু মানুষের জানার তো নয়!

৮

এখনো চলেছি আমি
স্টেশনে স্টেশন আছে লেগে
সোনালি সুতোয় তোলা ফল যেন কার্পেটে উঠেছে
নীরব পাখির মুখ
চেয়ে আছে নামগোত্রহীনা
শিল্পী—'সবাসনা'
আবার অক্ষর কত! লাল নীল রুপোলি হরফ—
'যাও পাখি বলো তারে…' ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

৯

সর্বদা চলার মতো পথ পাই
নিকটে ও দূরে
ভিতরে-বাহিরে কত পথ পাই,
সকলের দাবি :
আমাতে প্রথম এসো
পদচিহ্ন রেখে যেয়ো কিছু—
যে আসবে দ্বিতীয়, যাবে নির্ভুল তোমারই পিছু-পিছু… ॥

১০

মৃত্যু, তুমি খাপছাড়া ইস্কুলের টিফিনের ছেলে
কেউ কাছে কেউ দূরে
টিউকল, গোলপোস্ট, গোরস্থান, বাদুড়, দেবদারু—
মৃত্যু, তুমি অঙ্গভঙ্গি
মৃত্যু, তুমি রাসবিহারীর ট্র্যামলাইন
মৃত্যু, তুমি মেয়েদের চুলে-ভরা নীল কাঁচপোকা
আমার বারোটা রোদ, আমার বারোটা ঘোর আঁধার!

———

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি

যোগব্রত চক্রবর্তী কল্যাণীয়েষু

আজ আমি

আজ আমার সারাদিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা— তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে
আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ
গড়িয়ে পড়ছে উস্কোখুস্কো ভেড়ার পাল, পিছনে পাঁচন
জলও বা হঠাৎ-ফাটা পাহাড়তলির
কিংবা বৃষ্টি-শেষের রাতে যেমন আসে কবিতার আলুথালু স্বপ্ন, সোনালি চুল

আজ আমি কিছুতেই আর দেহ ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—
ফুল দেখলে মায়া জাগে না, কাদা দেখলে বুক আমার ফুটন্ত কেতলির মতন
বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।
গতকাল পর্যন্ত দিনগুলোর কোনো স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ছিলো না
আয়নার আপন ছায়ার মতন সে ছিলো নাছোড়বান্দা আর ধুরন্ধর
এমন করে ভোগের পাড় থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমায় নিয়ে চলেছিলো
যেখানে ক্রমাগত ঝাঁপ হচ্ছে
নিচে জলন্ত কাতানের মতন ঢেউ, মাছচিংড়ি আর সারবন্দী
পালিয়ে যাবার পথ—
ভাগ্যিস্, আমি ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলুম !

বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো— সারাটা দিনই সূর্যাস্ত,
লাল টিলা—
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ।
আমি আমার চশমাটা পুলিশের চোখে-কানে রেখে বলেছি—
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজে-কর্মে ভুলচুক্ আমার আবার তেমন পছন্দ হয় না

আজ আমি কিছুতেই আর ওদের ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

বুকের ভিতরে কিছু পাথর থাকা ভালো— ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি
পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির
সলমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা
বহু দূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।

বুকের ভিতরে কিছু পাথর থাকা ভালো
চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছুই নেই— পাথরের ফাঁক-ফোকরে
রেখে এলেই কাজ হাসিল—
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায়।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার। আমরা ঘরবাড়ি গড়বো— সভ্যতার একটা
স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো
রুপোলি মাছ, পাথর ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো॥

অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না

তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো
সারাজীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে
সংসারের কাজ তোমার কম— 'অবসর আছে' বলেছিলে একদিন
'অবসর আছে— তাই আসি।'

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিলো
আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুবসাঁতার দিয়ে সামান্য নীল পাখি তার
ডানার মন্তব্য আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলো
'হ্যাঁ, আমি তার লেখাও পেয়েছি।'

ক্বচিৎ কখনো ঐ পথে পথিক যায়
আমায় এসে বলে— 'বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছো তুমি যাহোক !'
আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

সন্ধে হয়, ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুটে ওঠে
আমার কষ্ট হয় কেমন
আকন্দ-র নাকছাবি তোমায় মানাতো বেশ
'পাতার একটা থোক্ হিসেব পাঠাতে তৎপর হয়ো—
তাছাড়া কম দিন তো হলো না তুমি গেছো !'

দুপুররাতের কথা তোমাদের কিছু কানে গেছে
জ্যোৎস্নায় গাছের ভিতরে পা ছড়িয়ে বসো তুমি
'গতমাসে একটা রান্নাঘর তৈরি হবার কথা জানিয়েছিলে—
হোটেলের ভাত-ডাল তাহলে আর তেমন পুষ্টিকর নয় ?'

জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে—
'পুরীতেও যেতে পারো— ফিরতি-পথে
ভুবনেশ্বরটাও দেখে এসো,
আবার কবে যাও না যাও ঠিক নেই—'

আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না!'

আমরা সকলেই

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের উঠতে বললো না
কেবল বললো, বসে-বসে শোনো তোমরা
তোমাদের সেই দিনগুলি যা তোমরা পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলে
তা কেউ কুড়িয়ে নেয়নি আর
তুমি টাকা হারিয়ে এসো পিছন থেকে কুড়িয়ে নেয় অনেকে
পথ হারিয়ে এসো তুমি সে-পথেই সারিবদ্ধ পথিক চলেছে
মৃতদেহ ফেলে রেখে এসো তুমি, শকুন-শৃগালে ভোগ করেছে মাংস
দরজা খুলে রেখে এসো তুমি— ত্রস্ত মেয়েমানুষ নিয়েছে পিতলের বাসন
বাড়ি ফেলে রেখে এসো তুমি— সমস্ত নৈরেকার, সকলি নৈরেকার !

তুমি ছেঁড়া জামা দিয়েছো ফেলে
ভাঙা লণ্ঠন, পুরোনো কাগজ, চিঠিপত্র, গাছের পাতা—
সবই কুড়িয়ে নেবার জন্যে আছে কেউ ।
তোমাদের সেই হারানো দিনগুলি কুড়িয়ে পাবে না তোমরা আর ।
তোমরা যতো যাবে ততোই যাবে মৃত্যুর দিকে
বোঝাবে সকলে— ঐ তো জীবন, ঐ তো পূর্ণতা, ঐ তো সর্বাঙ্গীণ সর্বাবয়ব
ঐ তো যাকে বলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ধ্যান, পরমার্থ, বিষাদ—

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলে গেলো না
স্বীকার করলো না তারা পথ থেকে চুরি করেছে কিনা আমাদের
সেই হারানো স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি
তারা আমাদের বলে গেলো হারানো দিনের সেই অনুপম স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি
আমরা অনুভব করলাম আবার— সেই সব হারানো গল্প
যা আমরা এতাবৎকাল হারিয়ে এসেছি
হারিয়ে এসেছি বনে-প্রান্তরে পুরানো খাতায় স্লেটে রাসতলায়
নদীসমুদ্রে বেলাভূমিতে পথে ডালে-ডালে টকি-হাউসে

হারিয়ে এসেছি ইস্টিশানে খেয়াঘাটে কলকাতায় গ্রামে-গ্রামে
কারুর চুলে কারুর মুখে কারুর চোখে কারুর অঙ্গীকারে—
হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি— ফিরে পাবো না
জেনে কখনো আর
কখনো ফিরে পাবো না সেই সব দিন যা ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র-হেমন্তে ভরা
সেইসব বাল্যকালের নগ্নতার কান্নার পয়সা-পাবার-দিন
ফিরে পাবো না আর
ফিরে পাবো না আর কাগজের নৌকা ভাসাবার দিন উঠানের
ক্ষণিক সমুদ্রের কলরোলে
ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর
সেইসব জ্যোৎস্নার ঝরাপাতার কথকতার দিন ফিরে পাবো না আর।

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের সেইসব হারানো দিনগুলির
কথা বলে গেলো
সকালবেলা তাই আমাদের কোনও কাজ হয় নি করা
আমরা অনন্তকাল এমনি চুপচাপ হারানো দিনের গল্প শুনছিলাম
পুলিশের মতো
আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করছিলাম পুলিশের মতো
আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য
লাকি-মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার
আমরা বসে-বসে এলোমেলো উত্তাল সম্ভাবনার স্বপ্নে এমনি করে
ব্যস্ত রাখছিলাম আমাদের
আমরা এমনি করে সময়ের একের পর এক চড়াই-উৎরাই হচ্ছিলাম পার
এমনি সময় তারা বললো— 'গাড়ি এসে গেছে, উঠে পড়ো উঠে পড়ো—
এখানে থাকলে বাঘে খাবে তোমাদের'
আমরা তখনই লাফিয়ে লাফিয়ে, অনেকে হামাগুড়ি দিয়ে, হেঁটে
ভবিষ্যৎ-গাড়ির দিকে চলে গেলাম
আমরা সকলেই এখানে বাঘের জিহ্বা এড়িয়ে গিয়ে, ওখানের বাঘের
জিহ্বার দিকে চলে গেলাম ॥

অন্ধকার করিডোরের এককোণে

এক সময়, কোন্ সময় ঠিক মনে নেই— ভারি জবরদস্ত অসুখ করে আমার
ঘেন্নার অসুখ— তাই দরজা-জানলা ফাঁক-ফোকর বন্ধ
চতুর্দিকে চেয়ে-ফেরা বারণ, বিশেষ করে, দক্ষিণদিকে

দূরের দক্ষিণ জানলা থেকে হু-হু স্বরে ঝর্নার জল নামতে দেখতুম আমি
জেগে-ঘুমিয়ে দু-দফায় আমি এইসব দেখতুম

একদিন সেই জবরদস্ত রোগ ধরা পড়লো— পেটেণ্ট্‌ ওষুধ
—চতুর্দিকে চেয়ে-ফেরা বারণ, বিশেষ করে দক্ষিণদিকে

অন্ধকার করিডোরের এককোণে আমি শুয়ে থাকতুম
অনন্ত উল্টোদিকের পৈঠের উপর বসে সুর করে রামায়ণ পড়তো
গাল-গলা শুকনো, অল্প হাওয়াতেই দুপুরের দিকটায় উড়তো বালি
বুকের ভিতর—

চেঁচাতুম— 'অনন্ত, ও অনন্ত আমায় একটু জল দে'
ফাউরি দিতো সে, বলতো, উঁহু, জল খেয়ো না, জলের নাম জীবন—
ছিঃ, তুমি যেন ডিক্সনারিটাও পড়ো নি !

তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব

তুচ্ছ এইসব— এই জানলা কপাট গোরস্থান
তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব, ভালোবাসা, ভালো-মন্দে বাসা
তুচ্ছ, তুচ্ছ, এইসব জানলা কপাট গোরস্থান…

তারপর, কে আছো মন্দিরে ?
মন্দিরের ভিতে কি ফড়িং ?
ভালোবাসা মানে এক হিম
অন্ধকার খুঁজে নিয়ে পুঁতে ফেলা অশ্লীল ডালিম

তারপর, কে আছো মন্দিরে ?
আমি যাই ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে
আমি যাই ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে…

মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র,
পাহাড় কিংবা লোকালয়
প্রত্যেক জিনিসের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন, প্রত্যেক সামগ্রীর ভিতর দিয়ে
সামগ্রীর ধ্বংসের মতন
ফলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি কূট পোকার মতন, কাঠের
ভিতর ঘুণের মতন ভেসে বেড়িয়েছি—
একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে—
পার্কে, ময়দানের ঘাসে হাতে-ঠাসা অ্যালশেসিয়ান আর
দ্রু-গণ্ডা, পুড্‌ল্‌
নাক কামড়ে ধরেছে কালো ডেয়ো-পিঁপড়ে—
পড়ন্ত রোদ্দুর নরম করে ভেসে বেড়িয়েছি
—একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে।

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র, পাহাড়
কিংবা লোকালয়
অর্থাৎ এককথায়, এড়িয়ে যাইনি কিছুই
হাতে লাঠি জানালার প্রত্যেকটা গরাদ বাজিয়ে গেছি— দিয়েছি টংকার
ইস্টিশান-ঘেরা তারের বেড়া এখনো তাই কাঁপছে
ছেলেবেলাতেই হাটে গিয়ে রোদ্দুর কেনাবেচা করেছি, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট—
সুতরাং, এক লহমা দেখেই ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি, দর বেঁধে দিতে পারি
দুপক্ষের ভালোই মার্জিন থাকবে তাতে।
যেতে যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি— ভয় কী ?
মুঠোভরা রঙবেরঙ টিকিট— ঘাঁটলে কি একটাও সাচ্চা বেরুবে না !

যে-রঙেই মন বসুক, সই-এর কাগজ তৈরি,
একটা তৎক্ষণাৎ রেডিসেডিভাব
সুতরাং, যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি।

কথাটা ফস্‌ করে বললে, দেশলাইকাঠির মুখও পুড়লো— একটু
ভেবে দেখবে নাকি ?   সেগেন-থট্‌, অ্যাঁ
—ভেবেই বলেছি, যেতে যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি
সুতরাং, ভেবেই বলেছি, বলার আগে বহুবার ভেবেছি, তাছাড়া

ইয়ার-এণ্ডিং-এর কাজকর্ম এখনো তেমন শুরু হয় নি তো—
অবসর আছে, তাছাড়া ইতস্তত সট্‌কে পড়ার কথাই ভেবেছি শুধু
কল্পনার কাঁটামাছ এসে দাঁড়িয়েছে কোর্মায়
যাওয়া তো আর হয় নি ! সুতরাং, যেতে যেতে আর
পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি— ভয় কী ?
মুঠোভরা রঙবেরঙ টিকিট— ঘাঁটলে কি আর একটাও সাচ্চা বেরুবে না ?

দেখি, কে হারে

পথের দু-পাশে দুটো সরু একরোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে বসবে
নিজেরা তো নট্ নড়নচড়ন ঠকাস্
তাই, পরের কানে ফুস্-মন্তর ঢালতে ওস্তাদ বাহাদুর
এমনকি, ঐ সূচ্যগ্র মেদিনীর কথাটাও বলতে ভুলবে না
থাক্, ওদের কথাটা থাক্—
নিজের ব্যাপারটাই ধুয়ে-মুছে বলি

তোমাদের মধ্যে কেউ সাত-গেঁয়ে আছো নাকি ?
তাহলে, কানে এট্টু তুলো দে বসো বাপু
আমাদের খেতির মুলো— কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান
তার নাম দিয়েছিলুম ভালোবেসে—
পাড়াতে ছিলো এক অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে
কী তার নাম ?   নাঃ, মনেও পড়ে না
তাহলে, তার কথাটাও থাক্
নিজের ব্যাপারটাই একটু খুলে-মেলে বলি

চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদি খলিল
সে আমায় জানতো
আর সেই যে নেয়েপাড়ার কান্ত, সেও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগুপিছু— একে খেলে আগুনে, তো, সে দুশমনকে গোরে
এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকেও চাচ্ছি
আমায় ডালে তুলে নাও বাপধন
তারপর, সেখেন থেকে সটান যুদ্ধে পাঠাও
দেখি, কে হারে ?
আমি ?   না, ঐ ব্যাটা কেলে কুষ্মাণ্ড !

পোকায় কাটা কাগজপত্র

পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে— ফ্যান্‌জোলেঙ্গা
অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত
উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত—
হেন্‌ করেঙ্গা, তেন্‌ করেঙ্গা !

'ফ্যান্‌জোলেঙ্গা' শব্দ যেন হাঁ-করা রমণীর মুখেই
চিক্‌-ঢাকা বারুদের মতন— জোছ্‌ছনায় বাঘ পেতেছে ওৎ
হাতচিঠি, যা হঠাৎ, তাকে হাফ্‌-গেরস্ত সুখ-অসুখে
কিংবা তোমার বাহে-বমির কীর্তিনাশা একটানা কোঁৎ

কোথায় যে শব্দ-গঙ্গোত্রী ?   দিগ্‌বিদিকে চলছি খুঁজে
উইঢিবি, ক্যাকটাশের মধ্যে হ্যামেলিনের বাঁশির ইঁদুর
ফাঁদ্‌রাফাঁই চাঁদোয়ার মধ্যে দূরদেশি গুম্ফা-গম্বুজে
টেরা চাঁদের মতন কিংবা ফ্যান্‌জোলেঙ্গা— টাকের সিঁদুর ?

হয়তো আমার লক্ষ জীবন লাগবে নিছক গবেষণার
গায়ে পলেস্তারা পরাতে— আরেক কথা, হোহেনজোলার্ন
পড়লে মনে, ভাবতে বসি, কবিতা কি সত্যি হবার
বিষয় ?   নাকি যুদ্ধ-ফরাস ঘুরতে গেছে মার্টিন ও বার্ন—

এই মিলেতেই পদ্য মাটি, অলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল অ্যাংলো-সাক্সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
আমার পিতাঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিট্ মদ্যে আঁচাতেন
ভোজ্য দ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল, একবাটি সুক্তো ॥

পরশুরাম

অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো
আমরা পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই
মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ
হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে।
আমার নিজেরই রক্ত
প্রথম দিনে ওকে আমার নিজের রক্ত খাইয়েছি
দিয়েছি রক্তের স্বাদ, করে তুলেছি হিংস্র সিংহ যেন

ওস্তাদ ওঁরাও ঠিক যেমন-যেমন বলেছিল
আমি ওকে তেমনি ধীরে-ধীরে করে তুলেছি জাগ্রত
বিষাক্ত, পোষমানা অথচ নির্ঘাত!
ওকে শীতে তেল মাখিয়ে স্নান করাচ্ছি রোজ
গা মুছে দিচ্ছি গামছায়
সিঁথিতে দিচ্ছি সিঁদুর পরিয়ে
শোয়াচ্ছি বুকের পাশে, যেন সহধর্মিণী…

তারপর পা টিপে-টিপে নেমে পড়ছি রাস্তায়
জমজমাট অন্ধকারে, অলি-গলি, ঘরবার সর্বত্র
একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে-ক্ষত্রিয় হয়েও
আমাকে তার ঘোর শত্রু করে তুলেছে॥

পিছনে চলেছে, থাকে দূর

পিছনে চলেছে সে-ও, ভদ্রতাসম্মত দূর থেকে
আমাকে রেখেছে চোখে ; ভিড়ে ঢুকে দিতে চাই ধোঁকা
সহজে হজম করে যেন অন্যমনস্ক ও বোকা
কিছুটা সে, যথাসাধ্য ; আর করে নিজেকে আলাদা।

পিছনে চলেছে সে-ও, আমি চুপ্ কি দিই, সরে পড়ি
ভাঙা দেয়ালের পাশে শ্যাওলা মেখে যখন স্থগিত
অকস্মাৎ চেয়ে দেখি দেয়ালের অর্ধখান ধরি
সে আছে দাঁড়িয়ে, তার উপস্থিতি সম্ভ্রমজড়িত।

ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে রাখে আমার উপরে
অথচ, প্রকৃতপক্ষে, দেখা তার হয়তো ঊর্ধ্বের
পাখি কোনো, আকাশে মেঘের গতি কিংবা বুনিয়াদি
ইস্কুলের টালিখোলা ; যখন বৃষ্টির জল পড়ে
আমারই ছাতার নিচে সে আসে অক্লেশে, শামুকের
মতন নিমগ্নপ্রাণ ; কাছে পাই, তবু থাকে দূর ॥

চাইবাসা ১৯৬২

হৃদয়ে সকালবেলা অহরহ আলোড়ন হয়, ফেনা হয়,
দমবন্ধ স্বপ্নগুলি পক্ষপাত করে
আবার জাগিয়া উঠি বলে, তুমি হৃদয় জাগিলে ?
তোমারও হৃদয় ! নাকি মেয়েমানুষের বুক ভরে হৃদয়ে বদলা নেয়
শেফালির শালিখের দল
তেমন রঙের পাখি শালিখের ভিতরে আবার কোনোদিন লেখাজোখা নাই
সকালের বিকালের দুপুরের আলাদা হৃদয়
আলাদা শালিখ তার মনোমতভাবে নিয়ে ভাসে ও বেড়ায় পথে, ঘরে
একাকী বসিয়া তার বিরহনগরে বসতির
হিসাব নিকাশ করে— হায় খাতা, হায় ব্যবধান !

তোমার আমার মাঝে আজি পক্ষকাল ব্যবধান রটে গেছে প্রকৃত নগরে
অন্তরঙ্গ মুখেচোখে অনুক্ত বোধের মাখামাখি তেল ও ময়দায় বলে,
তুমি আর নও আমার, তুমি আর নও আমার—
হৃদয়ে হৃদয়ে সেই লুকোচুরি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে নগর জয় হয়

সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে সমুদ্রে তোলপাড়
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে সহসা হাত পোড়ে
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে স্বপ্নের আক্রমণ
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে বিক্রয় হয়ে যায়
মাতালের অলংকার, শয্যা, শীতবস্ত্রাদি বাজারে—
তেমনই এসেছো কাছে, ক্রেতাবিক্রেতার মাঝে, গোল হ্যারিকেন
আলাদা করেনি আর— উঠানের গাভী হতে উঠানে সন্তান ঝরে পড়ে।

অনেক অনেক দিন দূর হতে আক্রমণ করো চোয়ালে, কপালে, গালে
ঠোঁটের উপরে বন্দরে বোমারু বিমান তুমি
অবিরাম অতি অবিরাম।

সেইদিন তৎক্ষণাৎ সব লুকোচুরি শেষ হয়ে গেলে
যাতায়াত হয়ে গেলে
চোরাগোপ্তা পথ নয়
অতীব স্বাধীনভাবে দুই দিকে দুইটি হৃদয় চলে গেছে···
কোনোদিন দেখা নয় অভ্যর্থনা নয়
নগরবিজয় নয়
গীতবিতানের গান নয় আর শ্রাবণে-অঘ্রানে—
কবন্ধ কবিতা পাঠ, ভালোবাসা, শালিখের কথাগুলি আর নয় বলা
অতীব স্বাধীনভাবে দুইটি হৃদয় যাবার পথের দিকে
পুনরায় বজ্রে-ঝরে-যাওয়া দুই নারিকেল গাছ
হৃদয়ের নারিকেল ছাড়া দেখা যায়।

ওরা কি পুরানো মন পরস্পর নিবেদন করে
ওরা কি চালানি হয় মূল্যবান চোরাই মালের
ওরা কি চীনের প্রতি ভারতের আক্রমণধারা
ওরা কি কখনো আর সাবলীল পাতা জড়াবে না
গায়ের ভিতরে আর মাটির রসের অনুভূতি
ওদের দেবে না সাড়া বলে আর, তবে
হৃদয়ের আলোড়ন, ফেনা, দমবন্ধ স্বপ্নে নূতন কবিতা পাণ্ডুলিপি
বালকেরই লালামাখা মুখের মতন সুগভীর!

আমার খোঁজ

কথার ভিতরে কথা, বাইরে আটচালা
শুধু চোরাকুঠ্‌রি থাকে বন্ধ করে তালা
একভোগ্যা স্মৃতি যার বর্ণ ছিলো নীল…
রীতিমুক্ত, লক্ষণীয়, ওড়ে শঙ্খচিল
উদ্ধত গৌরব তার সৃজনপ্রয়াসী
সংকেতমধুর স্বর নম্র হয়ে আসি
আমায় করেছে জব্দ, তবু মন্ত্রে নানা
দেবস্পর্শ করে ভাবি— না দিলে ঠিকানা
কীভাবে আমাকে ওরা শান্ত, খুঁজে পাবে ?

ভিতরে জড়িত থাকেন সন্ন্যাসী

দুচোখ জুড়ে এই তো আমার হাঁ-করা দুই ফুটো
তার কিছুতে হয় না শাসন, না মিললে একমুঠো
উঁচুমতন আকাশ, তাতে মেঘ যেন চৌদোলা
ভিতরে জড়িত থাকেন সন্ন্যাসী কম্বলে

তার বাসনা পুষ্করিণীর পাড় থেকে মাছরাঙায়
হাঁক দিয়ে ডাক, লক্ষ যেন স্বর থাকে আধভাঙা
কীর্তনাঙ্গ কিংবা হরিৎ মাঠ-ভাঙা নিবিড়ের
আপন গোপন রাজধানীটির কাজ-মেশানো ভিড়ে…

বস্তুত, জড়িত থাকেন কম্বলে সন্ন্যাসী !

এই শাদা পাতা থেকে একদিন

এই শাদা পাতা থেকে একদিন জন্মেছে সংকেত
একটি গাছ কিংবা এক ভূমধ্যসাগর অগোছালো
নিশ্চিত বসন্ত যেন তাড়া-খাওয়া রক্তচক্ষু প্রেত
এই শাদা পাতা থেকে একদিন জন্মেছে সংকেত···
শুদ্ধ আলো।

এখন বসতি-হীন পাড়া-গাঁর নৈরাজ্যের মতো
ক্লিষ্ট, বেতারমুগ্ধ, স্নায়বিক সন্ন্যাসে মন্থর
আমার বিছানো জাল, শাদা পাতা···তরঙ্গে অন্তত
ছিলো ভালো

বাঁধন, যে ভালোবাসা কিংবা দীর্ঘজীবনী, হরতুকি
ছিলো তো ছড়িয়ে পড়ে অশ্রুভেজা শব্দের মতন
চিঠির, উই-খাওয়া ডাল কিংবা অর্ধ জাপানি কাবুকি
অর্ধ কালো !

ছিলাম গরঠিকানা

যখন তখন ইচ্ছে করে তোমার বুকে লুট করে খাই চর্বচোষ্য
দুগ্ধ মধু একনিমেষে এবং তোমার গাত্রদাহ, গোপন শস্য···
ঠোঁট দুটি শীতকাতর, ফলে, সজনে গাছের নীলচে আঠায়
ঘুড়ি তোমার জুড়ছি বটে, হাত বলে : সুখ মাংস ঘাঁটায়।

আমায় দিলে পারিশ্রমিক ? কৌটোভর্তি প্রেমের ভ্রমর
সুর করে গায় দেহতত্ত্ব···সঙ্গী বটে তপ্ত গোমর
উষ্টিতুষ্টি হয় না, মিছেই ; এক উদাসীন যন্ত্রণাতে
পাথর পাথর পাথর আমায় বশ করেছে শুকনো পাতা···

এভাবে নয়। কিন্তু, সটান কোন্ সড়কে নেই আনাড়ি
একভিখারি বিষণ্ণতা ? তাইতো বলি, খুঁজছি বাড়ি
যাচ্ছি, যাবো···দর মাঝারি, কিন্তু ভীষণ কাণ্ডখানা,
দেহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বলছে : ছিলাম গরঠিকানা!

নষ্ট মানুষ

কাঠের হলুদ ছাল, তবু যেন রেণুতে আপ্লুত
শীতে ম্লান ওষ্ঠ তোর, পরবাসী-শাসনে মধুর
আধশোয়া জানালায়, এ-আলেখ্য করে উপদ্রুত
নিঃসঙ্গ প্রকোষ্ঠ মোর, যদিও সন্নিধি হতে দূর
আর ছিলো পদতল, স্মৃতি তারই কবোঞ্চ স্থপতি
আরোগ্যের আশাহীন এ কি রোগ ধরেছে কাতরে ?
হৃদয়ে মেধায় ঝড়, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত অধোগতি
স্বর্গের উজ্জ্বল শান্তি ঝাঁপ দিলো অজস্র পাথরে।

কে দোষী ? বিচার করো, অকারণ জড়তামুখীনা
যে তুমি চঞ্চল ছিলে অনাহত পতঙ্গের মতো
অলোকরহস্যে চুর, তার কাছে নিষ্প্রভ নবীনা
সহসা কীভাবে হলে এতখানি ব্যথায় সন্নত ?
বরং আমারই দোষ···এই বৃষ্টি, মুখাপেক্ষী হাওয়া
আমাকে করেছে নষ্ট, মানুষের করতলগত ॥

অনাময়ের স্মৃতি

দরজা বন্ধ থাকলে তোমাকে ডাকতে পারতুম, বলতুম
ভিতরে নেইই যদি— তবে সাড়া দিচ্ছো না কেন ?
তোমাকে মনে পড়লেই আমার এই ওলোট-পালোট পঙ্‌ক্তিদুটো কাছে আসে
ভয় হয়, তুমি আবার না আসো— এখন তোমাকে দেখলে আমি
ভয়ে পেতে পারি
অন্ধকারে, আমাদের উঠোনের শিউলিগাছের উঁচু-নিচু দু-পথেই দুটো
এরোপ্লেন যেতে দেখেছি আমি
ভয় পেয়েছি, আমার মুখের উপর দিয়ে পন্ত-র পাতাগুলো উড়ে যাচ্ছে
হাওয়া নেই, ভাদ্রের শেষে হাওয়া থাকার কথা নয়, হাওয়া নেই—
তবু, তোমাকে মনে পড়া মাত্র সেই হাকুচ্‌-তেতো পাতাগুলো, সেই
পাতাগুলো
সব কিছু তুমি চিনতে— আঃ আমাকে শেষ করতে দাও, কলম কেড়ে
নিও না দোহাই অনু—
তোমার সমালোচনা পরে শুনবো, আমার শেষ কবিতাটা (?) শেষ
করতে দাও
যেভাবে তুমি নিজেই শেষ হয়েছো, সেভাবে এই—

জানো শক্তি, অনাময় মারা গেছে— এই বলে সুনীল বাসের মধ্যে দৌড়ে
দুপুরে— কিংবা

কে ? মারা গেছে ? কোথায় ? ভর-দুপুরে ? তারাদের তো কুলুঙ্গি
ভর্তি করে থাকার কথা এখন— হাত আড়াল করে, তারা

ছিঃ শক্তি, অনাময়, অনাময় দত্ত গত পরশু (কোন হাসপাতালে ?) থেকে
আর নেই, তন্ময়ের ভাই—

তোমার শোক-সভায় আমি যাইনি, তোমাদের নতুন বাড়ি শ্যামবাজার
মোড় থেকে বাসে, হেঁটে— জানি না কোথায়

তাই আগে যেখানে থাকতে, আমাদের বাড়ির কাছে আর রেলব্রিজের
কাছে, যেখানে আজ শান্তি
বহুবার গেলাম— কালো খোলা নর্দমার পাশ দিয়ে স্কুলবয় হেঁটে যাচ্ছে
রাস্তার ওপাশে
তন্ময় আর আমি কাঠগুঁড়োর চা খাচ্ছি তক্তপোশে বসে ··

তোমাদের সেই বাড়িটা সেখানেও ভেঙে গেছে, গত পরশু থেকে আর
নেই, তন্ময়ের ভাই, তন্ময়ের
ভাইয়ের বাড়ি
শুধু শাদা থান-মেঘে ঢাকা কালোপাথর, পাথরের জঠর—
—যিনি ছোটবেলায় আমাকে
'ঠাকুর' বলতেন, তাঁর কাছে কেবলি ক্ষমা চাইছি,—
—অনাময়ের শূন্যতার উপর
কবিতা লেখার ইচ্ছা
আমার ছিলো না ॥

প্রতিবিধান

তোমারই পৃথিবী, যাকে প্রতিবিধানের কথা বলা যেতে পারে
যাকে বলা যেতে পারে গোধূলির আকাশের আধেকলীনার কাছে
খেলার শ্যামল
বল তুমি দাওনি আমাকে অথবা সমস্ত খেলা থেকে চুরি করেছো মাঠের
গোলপোস্ট সীমান্তরেখা।
তোমারই পৃথিবী, যাকে প্রতিবিধানের কথা বলা যেতে পারে
যাকে বলা যেতে পারে তুমি ব্যাগ দিয়েছিলে হরিণের মুখের চামড়া থেকে
ছিঁড়ে ব্যাগ হলুদলতার ফটোগ্রাফ পরিবেশ পুরীর ঝিনুক-ছাকা ফেনার
চোরাই মাল

সাতদিন বিশ্রামের সমুদ্রের অভিজ্ঞতাভার।

তোমারই পৃথিবী, যাকে প্রতিবিধানের কথা বলা যেতে পারে
বলা যেতে পারে যাকে, তাকে নয়, সে তো তুমি, তোমাকে আবার
কোনদন নির্জনতা জানালায় নির্জনতা নেমে গেলে পরে,
একান্তে মাঠের দিকে নিয়ে যাবো
কুকুরেরই মতো আত্মবিশ্বাসের গ্লানি শ্রদ্ধাময়তায়।

তোমারই পৃথিবী, জানি। পৃথিবীতে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলা যেতে পারে,
বলা যেতে পারে, কোথা প্রতিবিধানের আশ্বাসের চূড়ান্ত সক্ষম আর
সফলতা
কোথায়, কোথায়? তোমাকে ভূতের মতো মনে হয়, জিহ্বায় জড়িত
নারী তুমি পুরুষের কামনার, চুম্বনের, ভিতরের প্রাণ কেন নও?
নারী তুমি মূল্যবান কেন নও
পাখি কেন নও
উজ্জ্বল গোধূলি নও
এ-সবের প্রতিবিধান আছে।

প্রতিবিধানের কথা বলেছি— স্টেশনে বহুলোক ওরা প্রতিবিধান চায়
প্রতিবিধানের কথা বলেছি, বিপ্লব করা হবে। সকলে বিপ্লবই চায়
আপোসে রফার হলে এতোদিনে তোমারই পৃথিবী রফা করতেন কিছু
ইউনিয়ন চায় ওরা, পেশ করে যাঞ্চা ও প্রার্থনা
ট্রেন বাড়িয়ে দাও, দাও বোনাস, বেকার-ভাতা, চাকরি ও মর্যাদা
তোমারই বিরুদ্ধে সব, মানুষেরা ভালো নেই বলে সবই তোমার
বিরুদ্ধে যেতে চায়— করো প্রতিবিধান
যখন একাকী আমি চেয়েছিলাম, সামান্য চাওয়াই আজ যুক্ত সংগঠিতভাবে
সব প্রতিবিধানের একত্রে তোমাকে চাই— চাই করো প্রতিবিধানগুলি ॥

বড়ো মানুষ কেবল তাকে

ঘর যেন তার না জ্বালে বর্বরে
সে পোড়া-মুখ দেখতে পারছে না
থাকে আঁধার, আড়ালে আবডালে
ডাকাত হয়ে তবু তো কাড়ছে না
ঘর যেন তার না জ্বালে বর্বরে

বড়ো মানুষ কেবল তাকে হাঁকায়
ভালো সে থাকে জনপদের ফাঁকায়
মিলনে মিশে বিভেদে হরবোলা
বাউলগানে তবু তো কাড়ছে না
মনের মাঝে ভ্রমরে চোখ রাখায়

বড়ো মানুষ কেবল তাকে হাঁকায়···

অকূল সমুদ্র হতে বুকে জাগে

অকূল সমুদ্র হতে বুকে জাগে উপাসনাভরা মাতৃহীন একদল ভেড়ার
ক্রন্দন পশমের
ভিতরে জড়ানো জল মৌসুমের বিনাশের মতো।
অকূল সমুদ্র হতে অসাবধান জাহাজ, মাস্তুল
ভেসে আসে পূর্ণিমার চাঁদের প্রান্তরে অপচ্ছায়া—

এবার সময় হলে ভালোবেসো, হৃদয়, তোমার
সমাজ জটলা ছাড়া নির্জনতা কোনোদিন প্রিয় কি ছিলো না ?

অবশেষে—
খোয়াই, নখর, রক্ত, পলাশ, ফাল্গুন— সব মিলে
তোমার আবক্ষ চিরে দ্যাখেনি কি সুড়ঙ্গের মুখ
শেফালি পড়িয়া ভরে গিয়েছিলো বৎসর বৎসর !
দেয়ালে পাথরে জল বারুদ ঘষেছে নির্নিমেষ
অর্গান ছাপায় জল, বিজলি জলের ভাঁজে ঠাসা,
টেবিলের 'পরে রাখা বারোটি জোনাক কারাগারে ;

চেতনার মুক্তি চাই, ভীতি চাই, পদস্খলন চাই—
অকূল সমুদ্র হতে বুকে জাগে উপাসনাভরা মাতৃহীন একদল ভেড়ার
ক্রন্দন পশমের
স্বাধীনতা নাই বলে, নাই তার ব্যর্থতা বিকার
ক্রন্দন সময় হলে, ভালোবেসো, হৃদয়, তোমার
আনন্দ ও গান ছাড়া বিষণ্ণতা কোনোদিন প্রিয় কি ছিলো না ?

ডালপালা কেটে

ডালপালা কেটে আমি রাখি এ-জীবন
মালির অত্যন্ত প্রয়োজন
মালির একান্ত প্রয়োজন

কাঁটাগাছে
কেবল জীবনই ভরে আছে
অন্য কিছু নয়
অন্য কিছু হলে পরে জীবনের হতো পরাজয়

শুধু থেকে থেকে
যে-উৎফুল্ল শাখা গেছে বেঁকে
তাকে করা সংযত শরীরে
অটল যেমন চাঁদ জেগে থাকে মেঘেদের ভিড়ে ।

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই সঙ্গে আছে
এই ছায়া এই একটু ছায়া
রোদ-চড়্‌চড়্‌ মগডালে ভয়
মূলেতে একটুকরো মায়া

সঙ্গে আছে

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই, একলা গাছে
ফুল ফোটে না···
হয় ওরা সব নিকটবর্তী
কিন্তু এতে তার কী ক্ষতি ?

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই সঙ্গে আছে ॥

প্রকৃতির কাছে ফেরো

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
ঘাস খায় রোজ, কিছু শস্তা বলে, স্বাস্থ্যকর বলে
তুমিও সেভাবে ফেরো ঘাসের গুচ্ছের
ভিতরে পা মেলে বসো, লোভে-তাপে সবুজ নরম
করো ঘাস, নুন খাও
অবশ্য পৃথিবী ভারি নোনা—
রক্তে অশ্রুজলে আর হাড়ে-চুনে যথেষ্ট আমিষ !

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
শূন্য ভালোবাসা থেকে কাছে ফেরে সম্পূর্ণ কলসে—
তৃষ্ণা থাকা ভালো, কিন্তু তাতে যদি সমুদ্র শুকায়
কিছুতেই ভালো নয় ; কিংবা হিংস্র টুঁটি টিপে-ধরা
এসব, ঘটনা আজো পৃথিবীতে ঘটে আখছারই ।
যে বলে বিরুদ্ধে তার, সে বিষণ্ণ বিশ্বাসঘাতক
শাস্তি তার মৃত্যু, মানে রক্তখাওয়া, তপ্ত মাংস খাওয়া…
অথচ, যা পুষ্টি ঘাসে, শান্তি ও সন্ন্যাস বিসর্জন
জানে তা সকলে, শুধু কাজ করে পেতে খাদ্য বিষ !

চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ *

[* এই পর্যায়ের চতুর্দশপদীগুচ্ছ এবং দীর্ঘ কবিতা, প্রকৃতপক্ষে, আমি যখন পদ্য লেখা শুরু করি তারই কাছাকাছি সময়ের। এতোদিন পুরনো পোর্টম্যান্টোয় চাপা পড়েছিলো। রচনার দিক থেকে আজ অপকৃষ্ট হতেও পারে, তবু, আমার ধারাবাহিক পদ্যরচনার এককোণে পড়ে-থাকা এই রচনাসমূহ নিজস্ব কারণে পুনরুদ্ধার করা হলো। মোটামুটি লেখার সময় ১৯৫৫-৫৮।]

১

একটি জাহাজ শুধু স্রোতে নয়, সতর্কতা থেকে
মাটির প্রান্তের দিকে একদিন সরে এসেছিলো
অথচ যন্ত্রের কোনো মন নেই, অভীপ্সাও নেই
আমরা মানুষ যেন সব জানি ; জানিনা ডি. মেলো
ভারতের ক্রিকেটের কতোবড় উদ্গাতা ছিলেন !
তাহলে জাহাজে কোনো যন্ত্র নেই, কুশলতা নেই
আছে মানুষের চিৎ-সাঁতারের মনোবাঞ্ছারাশি
বিশাল মানুষ নাকি হে জাহাজ ? নীল অহিফেন
থেকে, পারহীন থেকে ক্রমাগত ভেসে আসা পারে ?
আমরা মানুষ হয়ে জাহাজে দূরেও যেতে চাই
কাপ্তেন ভজিয়ে খুব, কানে কানে বলে মিথ্যাকথা
এদেশে কী শান্তি পাবে ? শান্তিনিকেতন পরপারে
এবং তুমুল, শুদ্ধ জ্বালাতন নেই, প্রেম নেই ;
সকলে, মানুষ নয়, গণ্ডারের চামড়া ভালোবাসে।

২

সমুদ্রতলের প্রাণ, তোমারে কি দেয় নাই ডাক
প্রকৃত পিছন হতে অবরুদ্ধ করে নি তোমার
পিপাসাপ্রযত্ন ডানা লাগে নাই কোনও দিন জলে
হে নির্মম ভেসে গেছো, শুধু ক্লান্তিহীন অধিকার
তোমার লাগে না ভালো তাই বারংবার ঐ ডানা
ধূলায়, মাটির পানে অগ্রসরমান করে দাও
একদিন দৃঢ়তাই মানুষের ভালো লেগে যাবে
একদিন কিছু তার ডাক এসে ছোঁবে না কামনা।
সমুদ্রতলের প্রাণ, হে তোমার লালিত্যে আক্ষেপ
ছিলো না এমন, হায় মর্মশূন্য হয়েছি অধুনা
ললিতার আততায়ী পশ্চাদ্ধাবিত প্রতিদিন!
কে ভালোবাসে না বলো? কে ভালোবাসিত অভিক্ষেপ
পেরেছে ফেরাতে দূরে, অতিবিজড়িতভাবে নয়,
ছায়ারও পাঙ্‌ক্তেয়; তুমি দৃঢ়তারে তুচ্ছ মনে করো?

৩

আমার আত্মার ক্লান্তি দিতে পেরেছিলাম তোমায়
হে জাহাজ ক্লান্তিহীন, হে জাহাজ অনুধাবনীয়
প্রকৃত প্রসঙ্গহীন, হে জাহাজ তোমার মায়ায়
কাটাবো এ-মনঃপ্রাণ; তুমি এসে বিবরণ দিও
কতগুলি দ্বীপ ফেলে গেছো পাশে, কত মায়াবিনী
বঞ্চিত পাখির উড়োদলমাঝে স্ফুরিত ঢেউয়ের
আত্মনিবেদন, হায়, হে জাহাজ তোমারে ফাল্গুনী
আশা করে, ভয় হবে, হে জাহাজ স্ফুরিত ঢেউয়ের
আত্মনিবেদনহীন অভিব্যক্তি বিদায় জানায়
হে বন্ধু, প্রাণের প্রিয়, কোনোদিন দেখিনি জোয়ারে
অসংখ্য বরফকুঁচি ছুটে আসে নিষিদ্ধ খানায়
দূর করে মুহ্যমান অপদস্থ প্রবল গোঁয়ারে।
ক্লান্তি সঁপে দিতে পারি তোমাকেই, তোমার কামান
ডাকে মুহুর্মুহু প্রেত, অশ্রুপাতবদ্ধ করতলে।

আমি যদি ধূলি থেকে আরেকবার জন্ম নিতে চাই
তুমি কি দেবে না বাধা ? মেনে নেবে ? যেমন বাগান
মেনে নেয় বৃষ্টিপাতবুকেলাগা সন্ধ্যামালতীর
অজস্র উদ্যম ; তুমি করো লক্ষ্য, লক্ষ্য পেতে চাই।
চাই না সংস্রবহারা বাগানের স্তব্ধতা বিছানো
পথ, যার প্রান্তে উঁচু জান্‌লাহীন নীরব বাড়ির
একটি প্রকোষ্ঠ, চাই জাগা আর চেঁচিয়ে জাগানো
তোমার নিষ্ঠুর চিত্ত, করো পদক্ষেপে বাধাদান।
আমি যদি ধূলি থেকে আরেকবার জন্ম নিতে চাই
তুমি কি দেবে না বাধা ? এই গূঢ় ছলনা তোমারে
ছলিবে কি ? যার মানে মৃত্যু আর নষ্ট বর্তমান।
কতো সাধ হয় দেখি, ত্রস্ত বুকে, মানসে যন্ত্রণা
প্রগাঢ়, উত্তর দিচ্ছো, সর্বশেষ জন্মেও কে পারে
আমারে ভুলিতে, তুমি ভুলে যাবে, জন্মান্তর-কালে ?

৫

বিষণ্ণ সময় নোয়া, গলুই-এ শ্যাওলার চিহ্ন দেখ।
কতদিন জেগে আছো, কতদিন জীবন্ত আকাশ
মেঘের চলৎশক্তি ভুলিয়েছে একাকার জল ;
জলের উদ্ভাসে কারে দেখ তুমি ? কারে দেখ…হাঁস ?
হাঁস না প্রথম পায়রা ফিরে এলো অভিমানভরে…
জাগেনি সতর্ক মাটি ; কে এনেছে জলপাই-পল্লব
নবম প্রহর শেষে। উড়াও উড়াও নোয়া পাখি।
ফিরবে না কখনো যেন মাটি জাগে জলের ভিতরে।
আমার বিষণ্ণ ঢাকে স্তব্ধতাকে, অনায়াস শত
আজীবন জেগে আছি : শূন্যে ঝোলে অগ্নিপিণ্ড দীর্ঘ…
সমুদ্র গুল্মের কাঁটা বিক্ষত করেছে পদযুগ।
স্থলের দৃঢ়তা একী নৌকা দিয়ে করেছে সংহত !
অভিমান জড়ো হয় প্রতিদিন, নিহত আশ্বাস…
নোয়ার রোমাঞ্চ কোথা, কোথায় সে পায়রা পরাঙ্মুখ ?

৬

অন্ধকার, একমাত্র অন্ধকার।   মাঝে মাঝে
বিদ্যুল্লতায় কাটছে পাল, পাটা, মাস্তুলের চোঙা ;
মুচ্‌ড়ে স্তনের চেয়ে বড়ো স্তম্ভ, পাই না কিছুই,
নখ মেরে চিরে ফেলি, হাঁ-করা বীভৎস খালি ডোঙা।
ফেঁটায় মগজে ঝড়, শকটের ধ্বনি বাজে কানে,
উজ্জ্বল আয়নায় জুড়ে একাধিক নগ্নদেহ গানে,
শিস দিয়ে, নেচে কুঁদে, তেরাত্রি কাটায় ; সে-বিনাশে
আমরা কেতন তুলে ভজে যাই ; রজনী কি যুঁই
কিংবা ফুৎকার-লাগা ম্রিয়মাণ সমষ্টি দীপের ?
অন্ধকার, একমাত্র অন্ধকার, মাঝে মাঝে।
কিছু নয় আর, যা জীবনে, যত্নে ঢের
আলোর প্রবেশ ; কিংবা অশ্রুবদ্ধ করতলখানি।
শেষ, সব শুধুমাত্র, প্রক্ষিপ্ত ডোঙার কোনো দিক
নেই, মাঝের পাতাল থেকে মুহুর্মুহু চাঁদের হাতছানি।

৭

দিলে না তুমিও ভুলে একমুঠি লুণ্ঠিত বকুল—
অর্চনা যেমন দেয় প্রতিভাবিহীন কৈশোরকে,
দিলে না তুমিও ; তুলে নিয়ে গেলে। বিদ্যুৎ-ঝলকে
ভাসিল তোমার মুখে ভুলে-যাওয়া আখ্যানমঞ্জরী।
যখন, প্রথম আমি, বকুললতার হিরণ্ময়
প্রত্যেক দরোজা দেখে দেখে মনে হত খুলে দিই।
আর না, অনেক হল সম্ভ্রান্ত দেমাকে কালক্ষয় ;
ভাসিল তোমার মুখে ভুলে-যাওয়া আখ্যানমঞ্জরী।
সেদিন ছিল না আলো, গূঢ় মনস্তাপ লক্ষ্য করি—
আজও নেই। পৃথিবীর স্বাধিকার বকুলতলায়
কিছু চায় ফুল, যাতে ধুলোর কৈশোর রবে মাখা।
অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মালা জানে নিভৃত গলায়
যেতে, অধিকন্তু যায় ; কেউ চায় ভিন্ন হয়ে থাকা
ফুল, গ্রন্থ-হারা ফুল, অদ্যোতিত আখ্যানমঞ্জরী।

৮

একবার অন্তত অধঃপতনের স্পর্ধায়, গ্লানিতে
শুয়ে থাকতে দাও সারাদিন, যাতে আলো থেকে উঠে
সরাসরি যেতে পারি চূড়ান্ত নরকে। বিষে ফুটে
রয়েছে পাথর। খুঁড়ে গর্ত, দেখি কাঁথা ও কানিতে
জড়ানো রয়েছো তুমি ; হাড় থেকে খসে গেছে খেদ,
কেবল গলার কাছে অপরূপ হত্যার অনল
আজো জ্বলছে, শান্তভাবে ; পুনর্বার প্রয়াস নিষ্ফল:
এ হত্যা হয়েছে আগে, মৃতদেহে পাপ বক্ষোভেদ।
একবার অন্তত অধঃপতনের স্পর্ধায়, গ্লানিতে
শুয়ে থাকতে দাও সারাদিন, যাতে আলো থেকে উঠে
সরাসরি যেতে পারি চূড়ান্ত নরকে। করপুটে
কোদাল, ফুলের লতা ; শিকড়েও পায় না জানিতে—
আমি ভালোবাসতাম ; সে ভালোবাসারই আচ্ছাদনে
তোমারে করেছি হত্যা, ভয়, পাছে জাগিছ গোপনে ?

৯

আর কোনোদিন আমি তোমায় ডাকবো না এইভাবে
আজকের মতন আর কোনোদিন নৈরাশার ভারে
মুখ থুবড়ে পড়বো না ; কোনদিন, কোনদিনও আর
তোমায় ডাকবো না আমি এইভাবে, হৃদয়েশ্বরী !
যে হৃদয় থেকে তুমি জেগেছিলে সে হৃদয়ে আর
যাবার উপায় নাই, সে হৃদয়ে কোলাহল নাই ;
সকল বিছানা হতে কোমলতা নিয়েছে কুকুর—
কোনদিন ঘুম নাই, আশা নাই, তরিবৎ নাই।
এইভাবে কোনদিন তোমায় ডাকবো না আমি আর
যেমন ডেকেছি আগে বহুবার, বহু নৈরাশায়,
বাঁচাও, জীবনে অর্থ ভরে দাও, সম্ভাবনা দাও,
এবং তোমারে দাও বহুবার বহুবিধ করে।
যে হৃদয় থেকে তুমি জেগেছিলে সে হৃদয়ে আর
যাবার উপায় নাই, সে হৃদয়ে কোলাহল নাই !

১০

এখন আর একবার অসম্ভব ভালোবাসিবার
বাসনা হয়েছে। আহা ছেলেবেলা, আহা কাননের
ফুলদল মঞ্জরীর মাঝে তুমি তোমার ভ্রমর
ছেড়ে দাও সখী, ওকে দেখি, ও কি দেখে না আমায় ?
বহুদিন স্বপ্নে মোর শুধুমাত্র মায়াকাননের
ছায়া পড়েছিলো, আমি প্রাচীর ভরিয়া উজ্জ্বলতা
তোমাদের যাবতীয় মুখচ্ছবি, মালার মতন
ভেসে আসে, হে চামেলি, বকুলের নিভৃত ম্লানতা।
এখন আর একবার অসম্ভব ভালোবাসিবার
বাসনা হয়েছে, আমি বহুদিন দেখিনি মানুষ,
ফুল ও প্রকৃতি হতে ছিলাম সতর্ক, অভিপ্রায়
তোমারে ভুলিতে হবে ; ওদেরও যোগ্যতা কম নয় !
তোমার উপায় নাই, নচেৎ সকল অভ্যুত্থান—
মাঝে তুমি সাড়া দিতে, সাম্প্রতিক চামেলির মতো।

১১

ঘাখোরে মরেছে লোকটা পা গলিয়ে মায়ার ফিকিরে,
পুরোনো চটির মত তছরূপী সংসারের মোট,
পেরেকের মত বেঁধে সোমত্ত বোনের বুক চিরে
উদাসী নিঃশ্বাস এবং মা আছেন সঙ্গে গাদাবোট—
অপোগণ্ড ছানা কটি। দেবদারু সারির মত দায়,
বারব্রত নিত্যকর্ম। ফুলে ফুলে ভ্রমরের রতি
ছিমছাম গল্পের মত। ও দেশে কী ঘুরে আসা যায় ?
ঠিকে কাজ করতে আসে গোটকাঁখে হৃষ্কুলা যুবতী।
আহারে আহুরে ময়না চিরদিন সুধার কাঙাল,
যে বনে ফিরিস ডেকে সেখানে বধির হোক্ পাখি।
চোখে থাক্ সেঁয়াকুল বেড়া-ঘেরা ঝরঝরে দেয়াল,
খিড়কি পুকুরের পাশে সজ্‌না গাছে ফুল ধরে নাকি ?
মায়ায় ধরেছে যাকে শেষ হল তার রাজ্যপাট।
পলাশে বিরক্ত লোকটা পুড়ে পুড়ে চন্দনের কাঠ।

১২

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে কিংবা ঝাউবন-চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা জাগিনি, এমন
জাগিনি ; আমার চিত্ত চিরকাল ছিল জয়-করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো ? সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে ?
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায় !

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে করুণা ?
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য। আমি বাঘ হতে বড় জন্তু কিনা !
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
একী এ-একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জামায়।

১৩

সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ওই জলে ; ঝর্নায়, মিনারে
পিপুল গাছের ছায়া। মর্ম, পাছে মুক্তির কিনারে
না হয় অপেক্ষমান, এ-ক্ষিপ্র মুহূর্তমাঝে গড়া
সেজন্য ভ্রূকুটি এতো। শ্বেত, মানে ঘনান্ধকারার
স্বাধীন স্বগত দংষ্ট্রা। সন্ধ্যা সে কি নেয় না তোমাকে
শ্বেত ও আঁধারে মেশা উপদ্রব ; প্রতিরুদ্ধ পাকে
সাপের ফণার মতো স্পন্দমান জগতসংসার ?
সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ওই জলে। বুঝি, সরাসরি
জীবনের সাত দ্যুতি একদিন স্তম্ভিত ধারায়
মিশে যাবে। কোনোদিন দেহ দিলে শান্ত গড়াগড়ি
সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ওই জলে, ঝর্নায়, মিনারে।

১৪

অপ্রকৃত জেব্রাগুলি ভাসি যায় হাঁসের মতন—
ঘুরে ঘুরে যায় তারই পদাহত রেখার অন্তরে।
মাথায় ক্ষেপায় ওরা বন্ধন-মুমুক্ষাসম বল,
ওয়াটারপোলো খেলা ঘটে যায় সাগরের জলে।
এখন, প্রতিটি পক্ষ ইচ্ছা করে পরাজয় পেতে
শেষে যেন জয় হবে, অলৌকিক স্পর্ধাগুলি হবে—
সমস্ত খেলার শেষে মোটামুটি সুবিচারই হয়,
আশা করা হয়ে থাকে কোনোদিন বিবাহও হবে!
দুষ্কৃতিকারীও জানে ভাগ্য তারে দেয় না পাহারা,
কর্মের ভিতরে আছে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ভার;
তবে স্বপ্নে প্রকৃতই সুঠাম জেব্রার খেলা হয়—
হাঁসের মতন জেব্রা, ফেণপুঞ্জে লুকোচুরি করে,
অরণ্যে পৌছাবে বলে অতিগূঢ় ছলনা তাদের
বলে দেয় এরকমভাবে তুমি দাঁড়াও দুয়ারে।

১৫

দরজা ভাঙতে দেখা গেলো, হ্যারিকেনে যতো দেখা যায়—
বহু সময়ের এক সুন্দরীর দেহ ফ্যালে ছায়া
দেয়ালে। তবে কি ছায়া প্রাণময়ী তুলনামূলক?
আমাদের চোখগুলি তাপে ও তদন্তে স্তব্ধ হলো।
তুমি কার? আদালত অধিবেশনের দিন শেষে
তুমি কি বিচারাতীত স্মৃতি কোনো ব্যক্তিগত প্রাণে?
বরং সবার, যারা তিনজন ভালোবেসেছিলো
আপন নারীকে নিয়ে তোমারই আশ্রয়ে খেলা করা
কয়েক বছর ধরে অতিবিজড়িত শালবনে
একাকিত্ব ছাড়া আর সবই আছে, দৃষ্টিহীনতাও।
দুর্দান্ত নগরে বসে প্রাকৃতিক— অতিপ্রাকৃতিক
বাধ্যতামূলক স্বপ্ন এসে যায়; তোমার মতন
নাশকতাহীন নারী কেমনে নিজেকে ধ্বংস করো—
যখন বিখ্যাত কোনো উন্মাদনা ছিলো না ভুবনে?

কথোপকথন

তুমি যেখানেই থাকো, জানি এই ব্যর্থ রচনার
শব্দের দ্যোতনা পাবে। তোমারই ইন্দ্রিয় অভিমুখী
সঞ্চার ভাষার যেন ভালোবাসে, ফাল্গুনে, ধানুকী
ঘা দিতে, রাঙাতে নয়। জানি, মোর ব্যর্থ রচনার
ধ্বংসের আড়ালে জয় অকিঞ্চন ; কবিরও অসুখী
চিত্ত চায় চিত্ত পেতে, ওষ্ঠে স্পর্শভিক্ষা দেয় উঁকি,
দেহের সংবদ্ধ-জমি, বেগভরে করাল বাসুকী
করে ওতপ্রোত ধ্বংস। হয় এই দ্ব্যর্থ রচনার
আবেদনহীনতাই তুমি চাও, আমার সংবৃতি
হোক্ ; নয়তো তুমি চাও নিবেদিত মুখ গুঁজে রাখা
আপন চৈতন্যে, বোধে, যেন তবে বস্তুত পিরীতি
ঢেকে যাবে নৈরাশায় ; শেষ সম্ভাবনা জেগে থাকা
নেবে ব্যর্থ রচনার প্রভাহারা শীর্ণ উপহার।
হবে না, কমলা, দেখা এই উপলক্ষ্য কেন্দ্র করে ?

যেন শুনে, না ভেবে কী হতে পারে ভবিষ্যে আমার
এসেছি, এবার বলো একে একে প্রতি-অভিযোগ
যাজ্ঞা, প্রীতি, স্বেচ্ছাচার, এতো শর বিরুদ্ধে বামার,
ধানুকী, রাঙাতে নয়, শুধু স্তব্ধ মৃতদেহ ভোগে
কেনবা ? প্রাণের চেয়ে প্রতিভার স্তব্ধতা গভীর।
না বোঝো গুছিয়ে বলে কালক্ষেপ হয়েছে আগেও—
আজ না করলাম। রাগ ? রাগ তুমি করেও ছবির
টুকরো, সহসা ছিঁড়ে ফেলে দাওনি বিষণ্ণ মাঘেও।
জানি, যেখানেই থাকো, 'ভালো নেই,' এ মর্মে লিখিত
বহু রচনাই আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আজও করি।
মানি না যেহেতু এই গ্রন্থপঙ্‌ক্তি স্বেচ্ছানির্বাচিত—
অমূল, বিষণ্ণ ভাষা কোনোমতে, ধেয়ানবিহীন।

দুঃখ হয় দুঃখ করি, তবু কই জানাতে আসি নে—
শ্লাঘাময় কবি, আমি দষ্ট, খোঁজো বদলে অপ্সরী ।

প্রশ্ন যদি আমাকে এড়াতে
করে থাকো, সনির্বন্ধ চিঠি
কেন দিলে, কমলা ত্রিপাঠী ?
সারারাত গরু ও ভেড়াতে
সবুজের সারাৎসার নিয়ে
তর্ক হল । তা শুনে রাখাল
জুতে দিলো গরু-ভেড়া-হাল,
ছোলা খেত দিলো না চিনিয়ে ।
প্রশ্ন যদি আমাকে এড়াতে
করে থাকো, সনির্বন্ধ চিঠি
কেন দিলে কমলা ত্রিপাঠী ?
তাও যদি সেদিনও ফেরাতে
ভেড়া ব'লে অথবা মেরেও
অভিশাপ হয়ত এড়াতে

মরি না লজ্জায়,
বেঁচে থাকি, আর
স্নিগ্ধ পারাবার ।
দেখি কি গর্জায়
এই যে দরজায়
ত্রস্ত কালো ঘোড়া
সর্বনাশ, জোড়া
দেহের ভর চায় ।
আমি কি সুন্দর
বরং তুমি কালো
সর্বনাশ ভালো ;
শূন্য স্মৃতি ছেনে

লাভ কী বন্যতা
আজি এ-দুর্দিনে ?

ধ্বনিময় শব্দ সর্বস্বরে ;
গেছে বুক অশ্রুপাতে ভরে'
এ-খবর এখনো সঠিক ।
তারপর দিয়েছে উড়ায়ে
ব্যর্থ, মানে অবাধ্য প্রকাশে
রচনায়, কিছুই না ভাসে
ক্ষতি মোর, কেউ না কুড়ায়ে
থাকে, আমি আবার উড়াবো ।
কোনোদিক কোথাও কি নেই
কোনো প্রাণ কোথাও কি নেই
মুখ আমি আবার পুড়াবো ।
ক্ষমা নেই, তোমার কথার
ক্ষমা নেই, তোমার বাথানে ।

এ-কথা জানাতে নেই, ছেনে চিরাচরিত দুঃস্থতা
তোমাকে বলতেই হবে সুখে আছো ; কেবল অন্তিম
জানবে তুমি তার, তুমি তারই ; তুমি কমলার হিম
বুকের উপরে নও, কারো নও । তুমি সেই কথা
আমায় পাঠাবে বলে মুহুর্মুহু অখিল বেদনে
চন্দনচ্ছটায় লেপে ম্লান কবিতারে পাঠায়েছো ।
হৃদয় বিষণ্ণ করে ফেলা যায় ; সুখের নিধনে
নামে তৃষাময় চিত্তে হু-হু করে বিকল পবন ।

এ-প্রেমের অহমিকা, প্রেম নয় । সর্বলোকে জানে
বাসে না মানুষ ভালো মানুষেরে ; অন্ত্যজ জন্তুর
অসমান চিত্তপানে ধায় তার প্রীতি, স্বেচ্ছাচার ।

আমিও মানুষ, আমি খুঁজে দেখি চরিত্রে দস্তর
প্রকৃতি প্রকাশ করে কোন্ জন ? কবিত্ব প্রমাণে
যে নয় উদ্গ্রীব ; আমি, আমি শুধু মাত্র লক্ষ্য যার ।

এখন সকল কিছু পরিষ্কার করে
হয়তো বুঝেছি । আর কোনোদিন তবে
আমার স্মৃতির 'পরে পিপাসার্ত টবে
ফুল ফুটিও না কিংবা বাজের আশায়
তুমিও থেকো না বসে । বহু আগে ঝরে
গিয়েছে স্বপ্নের প্রায় মর্মে আচ্ছন্নতা ।
এখন সকলকিছু পরিষ্কার ক'রে
নিশ্চিত বুঝেছি । তবু সংস্থিতি ভাসায়
তোমাতে আবদ্ধ দায় ! মুক্তি-পরিকর
চিত্তে কেউ কাছে দূরে, কেউ বা নিভৃতে—
সমান মূল্যের । মৃত্যু, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে
ওজনসাপেক্ষ ? আমি শান্তির নির্ভর
সমস্ত আটচালা কেটে, ফুটো করে উড়ে—
নেমেছি সহসা কাল, চরাচর জুড়ে ।

শত আস্ফালনে মেঘ হয় না সম্বার, বনে রাজা
স্বভাবে, মহিমা দিয়ে । তুমি ঐ খ্রীষ্টের সমান
রক্তপাত পান করো, যদি পারো দিতে আত্মসাজা
ঝর্নায়, হাঁ-করে গ্লানি-আবর্জনা-ক্লেশময় দান
সর্বস্ব সন্তোষে খেতে ; তবে আমি যেখানেই থাকি
সমস্ত তোমার, তুমি পৃথিবীর কবি প্রিয়তম
তোমাকে সহাস্যে অশ্রু-ব্যর্থতায় একবারই ডাকি
তাই তো যথেষ্ট ; তুমি নাম-মাত্র আমার সংযম ;

এ-মনঃ ভিক্ষায় নয়, তোমারি ঔজ্জ্বল্যে ম্রিয়মাণ ।
তাই দূরে থাকি বসে ; আত্মবিলুপ্তির অপমান

নেয় কি সবাই ? আমি গত এক ঈর্ষাপরাহত
দিনের স্মৃতিতে রাণী। তুমি আজো আমায় আহত
করো কেন ? ভালোবাসা, তোমাদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি

চাই না কিছুই চাই না, এমন কি আমার বসন
খুলে নাও। অহংকার, খোলসের গোপনে, আড়ালে—
আমার হৃদয়ও করো ন্যাংটো যেন খোঁচায় চাঁড়ালে
সতাতো ভায়ের মতো, মেটে তার আশ যতক্ষণ।
চাই না কিছুই চাই না, এমন কি আমার চেতনা
খুঁড়ে নাও। রিরংসার আঁধারে-মাটিতে বুক, গলা
ডুবিয়ে চেঁচাই, মারো, ডুবাও হে সহস্র কমলা।
এ-কবি, আপদে, নষ্টে ; নাশ করো ছন্দের ঝননা।

শ্রীহারা দেয়াল ভরে লিখে যাবো মর্মঘাতলিপি
রাস্তায়, ব্রিজের ফ্ল্যাটে, ট্রেনে, ট্রামে, চিত্ত-অভিমুখী
তোমার ; বিলোপ চাই, ধ্বংস হয়ে বুকে উইঢিপি
জমিয়ে স্মারক তুলতে ; আত্ম-জ্যোতির্লেখাবেশে সুখী।
চাই না কিছুই চাই না, এমন কি, আমারও কবিতা
চাই না কিছুই, যাক্ তোমাকেই লক্ষ্য করে ছুটে।

সেই রাক্ষসী

উড়ে চলে, গোপন থাকে না
গুটিতে চন্দন মাখাবে না
ধূলি 'পরে থাকে নিশিদিনই
তাকে তুমি চেনো, আমি চিনি
জীবনে সে একবারই আসে
দাগ ধরে সাংকেতিক ঘাসে
পারম্পর্য রাখে ও রাখে না
উড়ে চলে, গোপন থাকে না।

না চাহিলে যারে পাওয়া যায় তাকে পেয়েও তো দেখি
বুক জুড়ে আজো পড়ে আছে তার কাঁটা ও কেতকী
আর কিছু নেই, যেন নিমেষেই স্বরভিমেদুর
মেঘ কেটে গেছে, সারাবেলা সেই সনাক্ত স্বর।
ঝাউবীথিময় দোল খায়, বলে— আমি তারই সখী
বুক জুড়ে আজো পড়ে আছে কেন কাঁটা ও কেতকী ?

সারবান গাছে পাতা কী মন্ত্রে নত
হয়ে আছে যেন আমি তাকে অন্তত
যথাযথ বুঝি, বাহুল্য তাকে মারে,
সাতসমুদ্রে নিরুপম দীঘি পারে
কেন অবেলায় আসা-যাওয়া সবই শেষ
সংরচনার পরে তো ভাষারই রেশ
একা থাকে তবু পুনরাবৃত্তি মাখা
হৃদয়ে তুমুল জ্বর, হাতে তালপাখা॥

মনে নেই কিছু মনে নেই
আমি নিশিদিন নির্জনে নেই
সেই রাক্ষসী আছে কাছে তার
মিছে চিরকাল হাতে উপহার
আমি কিছুদিন নির্জনে নেই
সেই রাক্ষসী আছে চারিধার

জুড়ে ঘর বাড়ি আর পাছ-দ্বার
তাই মনে নেই কিছু মনে নেই ॥

এই তো সময়, মেঘে মেঘে হলো বেলা
ভাসে অন্তরে ছিন্নপাতার ভেলা
দুই কূলে ছায়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে
বিদায় সাঁতার, প্রাণহানি, নীল খেলা
দুই কূলে ছায়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে ॥

সেই রাক্ষসী কালনাগিনীর
বিষ দুই তীর খাবে ভাবি নি—
কোথায় বেহুলা লখা তোর
মরে মান্দাসে ভেসে রাত ভোর
তোর মৌলবী বকধার্মিক
চায় ধান তবে আচ্‌কান নিক
আমি মন্দির করি চুরমার
বেঁধে পৈতের বেণী স্থর্মায় ॥

অন্ধকারে নৌকা ভেসে যায় পৌরাণিক ঘাট যায় দেখা
ছত্রাখান যমুনা পুলিনে কেন চাঁদ অন্যমনে একা
মাধবীকঙ্কণে পড়েছিলাম সুষমা বসত করে দুই
শুনে পদধ্বনি নৌকা ছাড়ে হায় চাঁদ অন্যমনে শুই
সুদিন-দুর্দিনে মিশে থাকে যেন মলিনতা দুই পারে
বস্ত্রখণ্ডে ভাসে শ্বেত সুতো কেন ডাকে সে আজো আমারে ॥

উদ্ধার আমার চাই, বিষণ্ণ সজাগ বৃষ্টি থেকে
মস্তিষ্ক বাঁচানো চাই, সবুজে হৃদয় রাখি ঢেকে
উদ্ধার আমার চাই— বিষণ্ণ সজাগ বৃষ্টি থেকে
সাজানো বাগান নীল স্মৃতিভরে থৈ থৈ কাঞ্চন
তাকে চাই ধ্বংস করে রাজনীতি ওজু ও আচমন
সে তো দুদেশেরই ব্রিজ সমূহ কালিন্দী থাকে ঢেকে
উদ্ধার আমার চাই বিষণ্ণ সজাগ বৃষ্টি থেকে ॥

এই দেশ জুড়ে ঐ দেশে
সেই রাক্ষসী যোঝে রায়বেঁশে

মার খায় ছেড়ে যায় না সে
সেই রাক্ষসী থাকে তুই দেশেই—
কলজে ফাটানো রক্ত
সেই রাক্ষসী তারই ভক্ত
কেন তুই দেশ করে যুক্ত
মিছে তৃতীয়ায় অনুরক্ত ॥

আমি বুঝি না অবুঝ হাসিতেই
ডোবে মণ্ডপ খোল-কাঁসিতে
আজো তর্জমা আর বাঁশিতেই
এই প্রাণমন বুকে জর্জর
তোরা ঘর দোর ভেঙে বের কর্
নিয়ে চল্ দেবদোল চড়কে
এই প্রাণমন রসে জর্জর
তবু শান্তিই ঘাঁটে মড়কে
শতছিন্ন কাঁথার মর্মর ॥

আবার শ্রাবণে কালো-করা এলো চুল
ভাসায় আমার দুই কূলই ভাঙা কূল
বন-জনপদ যথার্থ নুন লেগে
রাক্ষসী বাজ-রেখা সে শ্রাবণ মেঘে—
টাওয়ার ! টাওয়ার ! উদ্ধত নীল চূড়ায়,
বনহংসের ভোজ নাকি খুদ-কুঁড়া
মাথার উপর উল্লাসে পাখি বলে :
সাঁতারু মানুষ সুখী হতো অম্বলে ॥

এখানে মানুষ নেই, শুধুমাত্র রাক্ষসীর কাছে
আমার জটিল দেহ জামা খুলে দীর্ঘ পড়ে আছে
সাবলীল সিঁড়ি যেন পাট-খোলা ঢেউ সমুদ্রের
দূর থেকে কাছে আসে, কাছে থেকে দূরে যাবে ফের
গোপনে, ভূতল ঘেঁষে, মাটি মেখে, এঁটো হয়ে তারই—
রাক্ষসী শুয়েছে যেন তীরভূমি-ছুঁয়ে-থাকা বাড়ি

আমি তবে বসে আছি? পুরুতের মতো দেবী রেখে
সকল শিশুর মুখে মগ্ন, নাকি চন্দনে গা মেখে।
এ-অসুখে জানালা বন্ধ, আলো-হাওয়া না লাগে রোগীর
দেখা চাই প্রাণপণ, পথ্য যেন সুস্বাদু না হয়
বরং পুরনো হবে ঘুণ-ধরা, দিতে পারো ক্ষীর
ক্রীড়ায় চঞ্চল, তাও কৃমিসুদ্ধ, বড়ো দুঃসময়—
এ-অসুখে পার নেই, সাঁতার, তাও তো ভীতিপ্রদ
রাক্ষসী সাগর নয় নীলাঞ্জন, মাক্ষিচুষ হ্রদ ॥

কে চায় তাকে জড়িয়ে রাখে চন্দ্রাহত
যেমন দুরাকাঙ্ক্ষা যতো শৈশবেরই
অপুষ্ট সেই পুতুল আজো ব্যথায় নত
সঙ্গকাতর ক্ষ্যাপার হাতে-হাতেই ফেরে
চায় না যেতে সম্মেলনে সভায় চতুর
ক্ষ্যাপা আমার বেহুঁশ শুধু রাত্রিবেলা
পুতুল তাকে জড়িয়ে রাখে, তবু ফতুর,
হয় না ক্ষ্যাপা, জেগেই বলে— বুঝলে খেলা ॥

বোঝা যায় রাক্ষসী এমনই
একাধারে দাত্রী বটে ধনী
বোঝা যায় রাক্ষসী এমনই
ছেড়েও ছাড়ে না, বেঁধে রাখে
রাক্ষসীও চতুর্দিকে থাকে
ছেড়েও ছাড়ে না. বেঁধে রাখে ॥

বাঁধন ছিঁড়তে পাগল কেবল জড়িয়ে পড়ে
এই শীতে ঈশানের ঝড়ে
রাত্রিদিনই
রাক্ষসী যে দাত্রী এবং স্বভাবধনী
ওলোট-পালোট বাস্তু এবং পতিত জমি
বনতুলসীর মঞ্চ, ও নয় বৃক্ষ শমী
ওলোট-পালোট বাস্তু এবং পতিত জমি

সেখানে সর্বত্রে আছে
রাক্ষসী সুদূর টেনেছে বুকের কাছে।
হাতের কাছে নেই সমুদ্র, তাই বলে কি থামলে মানায়
এ-পথ তোমায় হাঁটতে হবে, সঙ্গে আছে সর্বজনীন
বিষণ্ণতার ভরা পান্‌সি, শূন্য আছে তার সীমানায়
হাতের কাছে নেই সমুদ্র, হাট-খোলা সেই নীল বিপণি—
তাই বলে কি থামলে মানায়, তোমার যে সব লক্ষণীয়
দেয়াল জুড়ে অপেক্ষমান, চতুর্দিকের প্রকাশ-মাখা
ভূলুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলছো, অস্ত্র সে তো সংযোজনীই—
শ্বেতপাথরে আঘাত-করা, নিরস্ত্র থাক্ দেয়াল-ঢাকা।
অস্ত্রে যাকেই কাটো
তার চেয়ে নয় খাটো
বিপজ্জনক সখা
নির্জনের ঝরোকা
বরং তৈরি করো
সেই বুকে দুর্মর
খঞ্জন ও চন্দনা—
বর্জনও মন্দ না।
হায় রে পাতের অন্ন হাতের রক্তে ভাসে
সর্বনাশের
গুপ্ত গোপন দরজা ভেঙে বান-বাতাসে
পঙ্গপালের ভগ্ন পাখা
এই তো সময়, দাও ছেঁটে ঐ নীল প্রশাখা
রঙ্গলালের
এই তো সময়, ব্রিজ বাঁধো আর তৈরি করো
সড়ক, সমান্তরাল দড়
জঙ্গী মানুষ
ভোট-নবাব ওড়াচ্ছে দেশে মস্ত ফানুস
—সবাই রাজা
হায় অদৃষ্ট, রাক্ষসী গায়, বাজ্‌না বাজা॥

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন দেখে মরি
যৌবনে মালিনী তেল-ছড়ি
লুটায় গরদ মেঘপাশে—
আসে আসে দূরত্ব সে, আসে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন দেখে মরি
এখনো উড্ডীন কৃষ্ণা পরী
জ্যোৎস্নায় মূর্ছিত স্ব-বিদেশে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন দেখে মরি ॥

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

সুধেন্দু মল্লিক
বন্ধুবরেষু

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৫

অনেকগুলো শব্দের কাছে

অনেকগুলো শব্দের কাছে আজ আমার ছুটি মিলেছে
তাদের প্রতি লোক-লৌকিকতাও বন্ধ
ওই যে কথায় বলে না— এপাড়ার দিকেই এসেছিলুম, তাই
মন-মন কাজে একবার ঘুরেও যাচ্ছি—
এমন আদিখ্যেতার সাঁতারে আমায় আজ আর ভাসতে হবে না
আমি আমার যথাসর্বস্ব নিয়েই ঘন মতন ডুব দিলুম
শব্দের বেড়াতে যদি হাত পড়ে তবে যেন নিজের মাথা খাই
কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায় জোড়া
হাতেই বেঁধেছে আজ

বেশ আছি, শব্দ ভুলে ন্যাংটো
ফুটো ইজেরে হাওয়া খেলছে
বীজ পুঁতে জল সইছি, মাতবর ব্যক্তি হে !
শীতের রুজুরুজু শাল-দোশালায় গা ঢাকবো নাকি—
বাবুদের মতন ?

পরনের তেনায় টান তো পড়বেই
ওপর-নিচ খড়ে-ছাওয়া ভদ্দরলোকের কাজ নয়
সুতরাং, আসি
চোত-বোশেখের মেলায় দেখা হবে, কবুল ক'রে
চৌ-চম্পট দি—

আসি…
অনেকগুলো শব্দের হাত থেকে রেহাই মিলেছে
গেরস্ত কথায়— ছুটি,
আসি, বচ্ছরকার কাজ মন দিয়ে ক'রো—
পাঁচে-পাঁচজনে কাঁধ দিলে মড়ার চাপ তেমন দুঃসহ ঠেকবে না ॥

ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক

ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
মানুষ মানুষে গাছে গাছ
সিংদরজা আনাচকানাচ
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো

ছেঁড়াখোঁড়া ইজেরের ফুটো
কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো
বদলে নেবো
সহজ পোশাকে
আকর্ণবিস্তৃত মুখ ঢাকে
ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির
চলি
চলি, দেখে আসি
বেজেছে আঘাটা-ছাড়া বাঁশি
কিনা
কোন্ রাজ্যে রয়েছে নবীনা
বিপ্লব
যেভাবে হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো ॥

আমায়, পথ থেকে পথে

আমায় পথ থেকে পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিলো ঐ
মখমল-কোমল কুকুর
তার থাবায় ঘাসে-শিশিরে-মেশা নরম আওয়াজ
আমার কানে বেজেছিলো বন্ধুর মতো
বিস্মরণের মতো আমার চিরপুরোনো ভালোবাসার ভিতরে
আজো তোমাদের পরিপূর্ণ ফটোগ্রাফ
সেই স্বপ্নগুলি, সেই নিথর সজল রাজহাঁসগুলির
উটের মতো সতৃষ্ণ হলুদ গ্রীবা
সেই সব ধারালো মুখচোখ, কানের উপর ঝাউয়ের মতো
ভাঙা-ভাঙা চুলের রাশি
সেইসব অন্ধকার রাতে দেয়ালের পাশের নির্জন
চাঁদের তলের মর্মর পরশ…

যা কিছু তুলে রেখে দাও, সব ভালোভাবে তোলা থাকে
বিশৃঙ্খলার মাঝেও কবিতা লেখা হয়
গলির দুপাশে দুটি মুখোমুখি প্রাসাদ-বাতায়ন থেকে
দুই রঙের আলো এসে পড়েছে
মানুষের জন্মমৃত্যু কোনো অস্তিত্ব-নিরস্তিত্বেরই নয়
কোনদিকেই রাজনৈতিক ও সচেতন ভোট নেই মানুষের
তবু সচেতনভাবে বিহ্বল কুকুর এক আমায় পথ থেকে
পথে, ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিলো সাজাবে ব'লে
বৈঠকখানার টেবিলের উপর

একসময় অ্যাশ্‌ট্রের মতো চেহারা ছিলো আমার
তখন অনেক অর্ধমৃত মেয়েমানুষ এসে আমার ভিতরে ডুবে মরেছিলো
তাদের সকলের নিঃশ্বাস আমার গায়ের ভিতর কালো
ঝামার মতো গিয়েছে ব'সে

তাদের সকলের নিঃশ্বাস সকলের কলঙ্কের মতো গিয়েছে ব'সে
পরিত্রাণহীন পুরোনো অ্যাশ্‌ট্রে আমি, আরো পুরাতন টেবিলে-টেবিলে
ভেসে বেড়িয়েছি
কুকুরের মতো সচল বিশ্বাসে পথে নামিনি বহুদিন
পথে নামিনি কেননা পথ হতে আর উদ্ধার নেই আমার
সেই কুকুরটি যে-পথে গিয়েছে সে-পথে আমি কখনো
যেতে পারবো না ভেবে
চৌমাথার কাছে পুলিশের মতো কর্তব্যপরায়ণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি—
কেবল মধ্যরাতে চাঁদ আমায় কয়েকবার ঠেলে-ঠেলে
ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলো
আমি একটি নতুন বন্দুক স্বপ্নের মাঝে
পরিষ্কার করতে ঝুঁকে পড়েছিলাম
আমি হৃদয়ের মতো পুরীর সমুদ্রের বালুবেলায় হেঁটে বেড়িয়েছি অনেক
কতো না নীলাভ কাঁধ একবার ওঠে আর পরক্ষণে ভেঙে পড়ে
গভীর গভীরতম সচেতন স্বপ্নে আমি নতুন একটি বন্দুক
পরিষ্কার করতে ঝুঁকে পড়েছিলাম
কতো ক্রূর ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম আমি
যে-সরোবরে ঘাট নেই— চেয়েছিলাম আমি সেই সরোবর
আকাশে ভেসে যেতে-যেতে সরোবরে ঝ'রে যেতে হয়
লাফিয়ে পড়তে হয় ক্রমাগত
তেমন ক্রূর ভালোবাসার আশায় বন্দুক হাতে
নিদ্রিত হ'য়ে পড়েছিলাম আমি ॥

কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরোনো চাঁদ
পাল্লাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমায় সেই স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিলো
এই তো গ্রীসদেশ, এখানে কেউ ঘুমায় না—
তখনই চাঁদ অস্পষ্ট কালো এক ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো
আমার আর গ্রীসদেশ দেখা হ'লো না—
দেখা হ'লো না পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌখিন সমাধিস্তবক
বাগানের ফুল

সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি
মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার
রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো
কঙ্কালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ
আমার মাথার উপর
আমার করুগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের মতন
বসেছিলো
এতো আলো, মেঘ এতো, শেফালিতলা ভ'রে মখমলের মতো এতো
সনির্বন্ধ গাঁদাফুল

আমারও কাজে লাগলো না আজ
যেমন বিষণ্ণভাবে আমি
যেমন বিষণ্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করে ব্রাহ্মণ
তেমনভাবে তোমার অল্পবিস্তর স্মৃতির সঙ্গে গা ঘষছিলাম আমি
মাঠের গাভী যেমন শিমুল গাছে, কিংবা বেড়াল যেমন মুঠিভরা থাবায়
তেমনভাবে তোমার স্মৃতিগুলি কররেখা আঁচ করার মতো
মুখের উপর তুলে ধরেছিলাম আমি

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরোনো চাঁদ
তোমাদের উঠানের সঙ্গে সাগরের এক গোপন বৈঠকে আমি
তরণীমুক্ত যাত্রীর মতো বিহ্বলতায় স'রে গিয়েছিলাম
কাল সারারাত ধ'রে এক অন্ধকার গ্রীসদেশে পান্নাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
কিছুই দেখিনি আমি
কতোদিন সমাধি প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছি
টেলিফোন ক'রে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো ব'লে বেরিয়ে আর
নিজের সমাধি খুঁজে পাচ্ছি না।
যেখানেই দাঁড়াই, সবাই বলে— আমিও একা আছি— তুমি ঢুকে পড়ো।
কয়েকদিনের জন্যে থেকে যাও
কতো লোক তো ভুবনেশ্বর বেড়াতে যায়— ছুটি-ছাটায়—
তাদের অনন্ত আতিথ্যে মনে পড়েছিলো তোমাদের কথা কালরাতে
স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে পুরোনো চাঁদে
তোমরা সকলেই তোমাদের আপনাপন কবরে শুয়ে রয়েছো
তোমার বোন চারুশীলা পরীক্ষার পর কবরে শুয়ে আমার কবিতা
কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে—
কোথায় ওর দিদির কথা, কোথায় বা ওর দিদির প্রতি তরুণ কবির প্রেম !

একটি তারা দেখে দ্বিতীয় তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে কবর থেকে মুখ বাড়িয়ে—
মঙ্গল করো।
কলকাতার মৌলালিতে পাইপের ভেতর অমন মুমুক্ষু দেখেছি আমি অনেক
বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমাণ ট্রাম স্টীমারের মতো
কালরাতে এমন অন্ধকার গ্রীসদেশে ঘুরেছি আমি অনেক
নতুন মৌসুমির পানে হাত পেতে কাল সারারাত আমি চাকুরীপ্রার্থী
চাঁদের প্রতি তাকিয়ে বসেছিলাম
আমাদের উঠানে ছেলেদের রবারের বল একটি পড়েছিলো।
আমাদের উঠানে ইমারত তৈরি হবার উপযুক্ত কড়ি বরগা ছিলো প'ড়ে

আমাদের উঠানে উলোটপালোট খাচ্ছিলো
পাল্লাদাসের সমাধি ফলকে ছুর্নিরীক্ষ্য ডার্জ…

কিছুক্ষণ আগে গ্রীস থেকে বেড়িয়ে ফিরলাম আমি
যারা যারা আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো
তাদের সকলের সমাধি আমি অন্ধকারে এসেছি দেখে
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভ'রে গিয়েছি আমি
চৌরঙ্গির দশফুট উঁচু দেয়ালের মতো পোস্টারে ভ'রে গিয়েছি আমি
নতুন মৌসুমির পুরোনো চাঁদে ভ'রে গিয়েছি আমি
তোমায় লেখা চিঠি আমার দেড় বছর পরে ফিরেছে কাল—
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভ'রে গিয়েছি আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরোনো চাঁদ ॥

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি
ঘরদুয়ারের ওপরই ডাকবাক্স
হ্যাঁ, পিছনেও একটা ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে
তার মন তো আর তোমার মতন পরিষ্কার নয়
সপ্তাহান্তে মেথরের বন্দোবস্তটাও পাক্কা।

মোটের ওপর, চলনসই ক'রে রাখাটার নামই জীবন
এই তো জানি
উদোমাদা চণ্ডীচরণ
যা হাতে দেয় তাতেই মরণ!
সেরকম কিছু নয় সে—
বরং, ছেঁড়া কাঁথা ফর্সা ক'রে, ছিন্নভিন্ন খুঁট্ কাঁখে গুঁজে
থল্‌বল্ হাঁটায় দুরন্ত
সাঁতারের ব্যাপারটাও মনে রেখেছে।

সুতরাং, তাকে আমি কিছুতেই দোষ দিতে পারি না
দোষ নয় তো যেন সাবান
হাতে তুলে গায়ে মাখার অপিক্ষে।

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি— আগে-ভাগেই ব'লে রেখেছি
ঘরদুয়ারের ওপরটায় ডাকবাক্স
ফিরিঅলা থেকে ডাকপিওন তাকে ছেড়ে সব্বাই
নট্ নড়ন-চড়ন ঠকাস—
মরণ আর কি! দুপা এগিয়ে ছ্যাখ্ না বাপু
আমার জায়গাটায় আবার দাঁড়িয়ে ভিড়-করা কেন?

বাড়িবদল

বাড়িবদল করতে আমার ভীষণ ভয়
চিরকালের চেনাজানা এঁদোপচা গলি হারিয়ে—
অনেকের কাছে তো রাজপথ ভারি আদরের
অ্যাশ্‌ফল্ট-রোড, পাম এ্যাভেন্যু
তুপাশে নীল নতুন আলোয়

তুলোর মতন হাওয়ায় সাঁতার—
অনেকের মতন আমার এ-সবে সায় নেই
আমার ধাঁচটা গরিবিআনায় আপাদমস্তক টেঁকা
ছেঁড়াখোঁড়া পেন্টুল পরনে
লোকটাও সাবেকি

বুট হাতে খালি পায়ে এন্টে পর্যন্ত কাপড় ফাঁকা
বর্ষার ময়দান পার হ'য়ে যাই···

তোমরা যাকে বলো, ওরিজিন্যাল
নাঃ, তেমনও আমি নই
স্বভাব ঢেকে পেটকাপড়ে পরের বাড়ি থেকে ধার আমি আনতে পারি না
মুচি-মেথর বলতেও আমি
রেশনকার্ডের কত্তা— তাও আমি
নামের ডগায় বাতিল শ্রীটুকু লাগাতে পিছ্‌পাও নই !

যাক্, যা বলছিলুম— বাড়ির কথা,
সেই আমি হঠাৎ বাড়িবদল ক'রে বসেছি
ভেতরে-ভেতরে ইচ্ছে— এই নতুন-পাওয়া বাড়িতে
আত্মহত্যার কাজটা সেরেই নোবো
পুরোনোর অনুনয়-বিনয় নেই, পিছটান নেই
সুতরাং, অবাধ মৃত্যু এখানে আমার রোখে কে ?

মজা হোক— ভারি মজা হোক

তোমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবো, ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
এখন একটু চুপটি ক'রে বসে থাকো।
আমি একটি হাত টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, সেই হাতে
ভুবন ধরার মতো তোমার পদতল ধ'রে রাখো।
আমিও চুপটি ক'রে বসে থাকবো।
তুমি আমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবে
ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
আমরা দুজন ওদের আদর-আহ্লাদের ফাঁকে-ফাঁকে
নাচ-নাচুনি কোঁদল দেখবো।

আমি বিষয়টা খুব নম্রভাবেই শুরু করতে চাই
চুলের টায়রা থেকে শুরু করার উচ্চাভিলাষ আমার নেই
বুলবুলিটা কথার কথা— বলতে হয় ব'লেই বললুম,
ঘুষ-ঘাষের কথা নয় তো!
তবু, একটা চেড়ার আড়াল, একটা ফর্ম থাকা ভালো।

তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে
দেশ-গ্রাম নয়— স্রেফ্ ঐ 'মেদিনী' শব্দটা
নাম বদলে মাঝেমাঝে 'মেদিনীপুর' করতেও ইচ্ছে হয়—
দুপুর, মানে দুখানা, দুখানা মানে দুবুক...

এতো খুলে না বললেও চলতো, চেড়ার আড়াল তো
মোটামুটি পছন্দই করো।
তবু, আচারের তিজেল খুলে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকে সাধ্য কার? একা?
বিষয়ের মুখোমুখি?
সমালোচকের কানে-গোঁজা পেন্সিল তক্ষুনি গদ্যপদ্য কাটাছেঁড়া
করতে নেমে আসবে না?

বহুকাল বাদে তোমাকে পেয়েছি, তোমায় পেয়ে আমাকেও পেয়েছি
ভারি মজা করার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু
এসো, দুজনেই আঁধার-করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি
মজা হোক— ভারি মজা হোক একখানা
বিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক
ঐসব মন-খারাপ মজাদিঘি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠকিয়ে
ভীষণ মজা হোক ॥

আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন

অষ্টপ্রহর তোমার খবর নিতে আমার কাছে লোক আসছে
আসল ব্যাপারটা ওদের কারুর কাছে ফাঁস করিনি, তাই রক্ষে
নতুবা, তোমার আবার আলাদা ক'রে খবর কী ?

আমি তোমার ঘরের সেই পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে
পাল্লার গায়ে লট্‌কানো মন্তব্য : আছো, কি নেই—

লোকজনের স্বভাব-টভাব আজো ঠিক সেইরকম আছে কিন্তু
হক্ কথা বললেও ফুটো খুঁজে অন্দর গ্যাখে
মানতে চায় না, ভেবে দেখবে বলে
হাত চেপে আঁধারের কাছে নিয়ে পকেট পালটায়,
মুখে-মনে, টাকা থেকে চাবি আর চাবি থেকে টাকার প্রসঙ্গ !

সত্যি বলতে কি—
এ হেন খবরদারি আমার ভালো লাগছে না,
এক হিসেবে সেই তোমার ব্যাপারেই ব্যস্ত তো !
আসল ঘটনা কিন্তু কারুর কাছে ফাঁস করিনি—
তুমি বলেছিলে, যোগাযোগ তুলে নাও,
কথা চালাচালি রদ করো,
ঠিক সেটুকুই করেছি !
তবু, জ্যোৎস্নারাতে এক এক দিন এমন পাগলামি ভর করে
আমি আমার বাঁশের যোজনা পেতে
বসে থাকি অলক্ষ্যে তোমার…
তুমি টের পাবার আগেই আমি সাবধান !
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে ।

মানুষের কাছে যেতে

মানুষের কাছে যেতে আমার ভারি কষ্ট হয় আজ।
তার চেয়ে ভালো এই নিস্পৃহ বনানীর ভিতর অমল তৃণবাড়ি—
চোর-পুলিশ খেলার সময় আমিই চোর, আমিই পুলিশ!

এই ভাবে অনেকদিন গড়িয়ে গেলো বনানীর অন্যপারে পাহাড়তলি
গাঁয়ের দিকে—
আমি তার হদিশ পাইনি।

আমি আজ আর ব্যতিব্যস্ত হ্যারিকেনের আলোর মতন অন্ধকার
সরিয়ে দিতে উন্মুখ নই,
উন্মুখ নই জানালার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে
নীল পর্দার সরাসরি প্রতিপক্ষ হ'য়ে—
আমি ভারি একা এখানে!
জন-দরদ, পার্টি-মিটিং, বক্তৃতাও বহুকাল বন্ধ—
ভুলে গেছি তালাচাবি, খুচরো পয়সা আর তামাকের মুহুর্মুহু ব্যবহার,
আমি কেমন বদলে যেতে বসেছি—
এক্কেবারেই বদলে যেতুম, যদি না সেদিন গভীর রাতে
শুনে ফেলতুম গাছের ভিতরে ঠাসা একদল তদন্তকারী
মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ফিসফাস আর গুলি-বারুদের শব্দ!

স্মরণিকা

[কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতি]

এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো
তুমি সকলের কানে কানে বলতে এসেছো
নির্বাচন ক'রে দিতে এসেছো ইস্টিশান আর রেল-গাড়িতে
তোমার কপাল আর পাথরের নখ টেলিগ্রাফের তারে গাঁথা
তুমি কখনো সাহারানপুরের পোস্টবাক্সে ফেলোনি চিঠি
তুমি কখনো ইঁদুর মারোনি সেঁকোবিষে
কখনো তুমি ময়দানের পাথরের ঘোড়া জড়িয়ে ধ'রে আক্রমণ
করোনি চীন
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

সে-রাতে ঝলক ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিলো ঘাটের রানা
ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে প'ড়ে ফেটে
যাচ্ছিলো অবধারিত শব্দে
সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ
তুমি একটি মাত্র ডুব-সাঁতারের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পার হলে অকূল জল
জীবনের বেদনা মরণের বেদনার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হ'লো।

সেবার আমরা গণতান্ত্রিক জুলিয়াসের রোমদেশে ঘুরেছি কতোই
রুশোর বেদে শুয়েছিলো মরুভূমির বালিয়াড়ির গভীরে
আমাদের কাছে
তার পোষা সিংহের ডাক আমরা শুনেছি কালরাতে
আমাদের স্বপ্নের স্টীমারগুলি ভ'রে গিয়েছিলো রুপোলি মাছ

সেদিন বুঝেছিলাম তুমি সেই আবলুশ সিংহের
পিঠে চড়ে বিদ্যুতের মতো
পৃথিবীর এপার থেকে ওপার চিড় ধরাবে মার্বেল

তোমাকে নিয়ে আমি একবার রাসতলায় ঘুরে আসবো
ভেবেছিলাম
পথের পাশে ডালিম ফুটেছিলো খুব
পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই
তোমার কবিতার ভিতরে অমানুষিক পরিশ্রম ছিলো
অথচ লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো ॥

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা স'রে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে—
যে-সময়ে মেহগনি খাট ডুবে যায় মেঘে-মেঘে
যে-সময়ে মনোহর প্রত্যভিবাদন নিতে ধানখেতে চাঁদ নেমে আসে
অন্ধকার অবহেলা অন্ধকার বড়ো বেদনার—
সে-সময়ে হৃদয়েরই উদ্ঘাটনে ভাসে মুখবাঁধা ঈগলবকের ঝাঁক একই দলে,
হলুদ পাতায় ভ'রে য়ায় নন্দীদের বটতলা,
সে-সময়ে তোমাদের বাড়ির কাউকে দেখা গেলে
(এমনকি অতিচেনা রোমশ বিড়াল !
সিন্দুরের ফোঁটা তার কপালে দিতাম এঁকে, তবে
তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত—
সেই লোকটির হাতে এ-ফোঁটা পরানো হয়েছিলো।

অতি-আদরের পথে গলির বারান্দা ভালোবেসে
শেষবার সেই লোক কাহাদের বিড়ালেরই সাথে
করিয়াছে মুখোমুখি দেখা।
অবহেলা তোমাদের, অবহেলা তাহার তো নয়—
অমর নারীর মতো তোমরা করিতে পারো খেলা,
তাহাদের সে-সময় আছে ?
এই তো সেদিন আমরা আমাদেরই জন্মদিনে করেছি গ্রহণ—
বয়সের পরচুলা।
বয়স তো কারো একা নয় ?
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হ'য়ে—
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়, বালকেরা হাসে—
৫-৩″-এ হ'য়ে যায় মনোরমা কাপ-নির্বাচন !
বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা স'রে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে ॥

কোন্ পথে

একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার—
কোন্ পথে ?
কোন্ পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।
চৌকিদারির অভাবে ভিটে-মাটি ভদ্রাসন সব কিছু চুলোয় গেলে
পা ছড়িয়ে কাঁদতে হবে না।
আমরা, যারা একবার বেরিয়ে এসেছি
তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।

পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে
নদী বেরিয়ে সমুদ্রে—
এই তো নিয়ম।
আমরা নিয়ম-মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে গিয়ে হাজির,
নদী থেকে সমুদ্রে···

তোমার হৃদয় থেকে বহিষ্কারের আদায় নিয়ে
অন্য হৃদয়ে বসবো
কাক-পক্ষীও টের পাবে না, পথিকের আবার বাস-বিষণ্নতা কি ?
যেখানে পথ সেখানেই পথিক
ইতিমধ্যে, পান্থশালায় রাত তো আর কম কাটেনি !

ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে

ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে
অকৃতজ্ঞতা— গানের মতন
তাল-লয় থেকে ফাঁক পেলেই
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে

অকৃতজ্ঞতা— সেই পাখি
ডানা যার কর্তালের মতন বাতাস ভাঙছে
তেমন কিছুর দিকে চোখ নেই
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে

রাতের বৃষ্টি, তোমারও নাম অকৃতজ্ঞতা থাক্
কিংবা জঙ্গলের মধ্যের সেই তছনছ, ভাঙাবাড়ি—
নিবিড় শিশু
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে
অকৃতজ্ঞতা, তুমি ছাইপাঁশ, তুমি শাদা
তুমি মর্মছেঁড়া গাছ…

ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে
অকৃতজ্ঞতা— না, সঙ্গে নেয় না আমাকে
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে ॥

পিছনে যাবার রাস্তা নেই

শাদা বালি অব্যর্থ হাড়ের রঙ বনের ছায়ায়,
মানুষের মহিমার কাছে দায়ী
নদীপারে
নিভৃত কঠিন বাংলো সিঁথি-সিঁড়ি সব
পড়ে আছে
পিছনে যাবার রাস্তা নেই।
পাহাড় চূড়ার খড় সর্ষেফুল কানাভাঙা ক্ষেত
অতসীর হাতে-তৈরি
আসনের বাসনার মতো দীর্ঘস্থায়ী
যদি তুমি এদেশের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে দিতে চাও, দাও
ফিরে পাবে
হিমজল শার্সি-কাচ চুরমার আওয়াজে
দাঁড়াবার যোগ্য জায়গা বনভূমিময়
যদি তুমি এদেশের হাতে…
থানে ডায়না, অলক্ষ্য ধুনুরি
মেঘের সাম্রাজ্য ধোনে
কমলা-কাঞ্চনে-ভরা মোঙ্গল-বাজার
স্বপ্নের ভিতরে, পথে অসংখ্য হোঁচট খায় চাঁদ
রাত্রিবেলা
পিছনে যাবার রাস্তা নেই ॥

আলো জ্বালতে পারলে

মোটামুটি, দেহের পিদ্দিমে তেল থাকলেই হ'লো
তেল আর সল্‌তে
দেয়াললণ্ঠন আর খাস-গেলাস থাক্ বাবুর বাড়ি
ওঁদের আছে ভিন্‌রকম পালাপার্বণ
আর শখ-সাবুদ

নিদেন আলোটুক্ না হ'লেই নয়, তাই
পিদ্দিমে তেল ভরতে বলেছি !

আসলে, সেই সংসারে টান
এপার-ওপার দুপারেই আঁধার
সুমুন্দির পো, আলোসুদ্দু নদীতে ডুব্ দেলেন !
ফেশান্ কতো,
হতো বটে কচ্ছপের পেরান, কিছুতেই সাবাড় হতোনি !

রাতটুকের জন্যেই আলো চাই—
গলার কাছটা ধরলি মনে লয় জোব্বারের মা
কণ্ঠ শুনলি মনে লয় শানপুকুরের পেলানি
গা-র গন্ধে আঙা পথের দাগ…
—হয় অবশ্যি
আলোটুক্ জ্বালতে পারলিই সন্দেহ খতম ॥

স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে, গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি—
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল

তুমি উদার— ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
তোমায় নিয়ে কবিতা লেখা শুরু ক'রে আমি
মহান খেলনায় গিয়ে পৌঁছুলাম

এ-বয়স খেলনার নয়, হেলাফেলা সারাবেলার নয়,
রবীন্দ্রনাথের মতন নয় গঙ্গাস্তোত্রে গা ভাসানো

আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প
রেলগাড়ির ব্রিজ আর কতোটুকু ? আমি সেই ব্রিজের মতন
অল্পস্বল্প হাহাকার— ব্রুকলীন ব্রিজ

নট হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে
মেলাতে চেয়েছিলাম
অথচ তুমি জানো সবই— আমাদের মিল-মিলন হবার নয়
তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো
আমার স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট,
আষ্টেপৃষ্ঠে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট ইটকাঠের স্তূপ
রাজস্থানী মার্বেল

তুমি উদার— ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুথালু
অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার
সিঁড়ি— একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি— যা কোনোদিন
প্রাসাদে পৌঁছায় না

শুধুই সিঁড়ি, একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি আর
কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো—

দূর ছাই ! কি পাগলের মতন আবোলতাবোল—
কবিতা লেখার কথা আমার

সিঁড়ির কথা রাজমিস্তিরির, হলুদবাড়ি— তাও রাজমিস্তিরির,
কবিতা লেখার কথা আমার

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি,
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার— ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
হাতের পরে মাথা রেখেছিলে, দুই উরু ভ'রে রেখেছিলে কার্পাস,
শুধু চীনেবাদামের খোসা ছড়ানো আমার কবিতার সঙ্গে
মিশ্ খাচ্ছে না
এয়ারকণ্ডিশানিং-এর ক্ষেত্রেও বাদামের খোসা নিষিদ্ধ !
চুম্বন নিষিদ্ধ—
তাম্রকূট আইন ক'রে বন্ধ করা, দূর ছাই !
কবিতার কাছে যতো কথা জড়ো করছি ততোই ছড়িয়ে পড়ছে
তোমার-আমার মনের স্বপ্নের সাধের মতন— বাতাস নেই,
গাব-ভেরেণ্ডার পাতা নড়ছে না— জোয়ারের জল
তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে ॥

সুদেষ্ণা নেই

তেমন কোনো কড়ার নেই, দেনাপাওনার কথা নেই— থোক হিসেব
দেখা হয়, দেখা না হ'লে দেখা হয় না
ঘরের মধ্যে বসে মনে হয় না ঘরে বসে নেই
চেয়ারে আচ্ছা ক'রে চড়ে মনে হয় না চেয়ারের নিচেই লুটোপুটি খাচ্ছি
এমন অনর্থক কাণ্ড কেন যে হয় না— মাঝেমধ্যে নিজের ওপর
বিরক্ত হ'য়ে উঠি

হ'লে, তোমায় শোনাতে পারতাম
এর উত্তরে কিছু একটা বলতেই হ'তো তোমাকে
শুধু কথাই— কথা ছাড়া মুখচোখের আভাস দেখার মতন নয়
দেখা যায় না— শুধু কথাই
ভেসে আসে, সুদেষ্ণা নেই
কেন ? কাল তো ছিলো ?
কাল ছিলো, আজ নেই— সুদেষ্ণা নেই
তেমন কোনো কড়ার নেই, দেনাপাওনার কথা নেই — থোক হিসেব
দেখা হয়, দেখা না হ'লে দেখা হয় না ॥

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখি
কুয়া কি কঠিন কালো জল নিয়ে একাকীর খেলা
খেলছে নিশ্চিন্তে, যেন মাছরাঙা তার কেউ নয়
মাছরাঙা ওপাড়ার বোষ্টুমির কোলের কাপড়ে
নিভৃত লুকোনো কিছু— হরিধ্বনি কিংবা হাতচিঠি
যে তাকে আশ্বাস দেয় অন্ধকার দরজা খুলে দেবে !

তোমার ঘাড়ের কাছে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে পাই
পপ্‌লিন, সাবানগন্ধ কিংবা দূর সিক্ত ফেণময়
কষ্টিপাথরের সেই ছেলেবেলা, অবোধ আড়াল
যে দুটি স্তম্ভের জন্যে বারংবার বারান্দা বাড়াতে
বাথরুম-স্বপ্নের তুমি, ঘটনা তো শিখরের মেঘ
যদি সে নিশ্চিত বৃষ্টি কিংবা মৃত্যু অকস্মাৎ আনে
ওপথে আমার ভয় !
আমি আলিসার মাংস দাঁতে কাটি, মধুর স্বোয়াদে
ভ'রে যায় প্রাণমন, ছাদ ভেঙে একাকার করি
জুড়িগাড়ি তছনছ, পথ তুলে ব্রিজের মতন
চমৎকার বসে থাকি কাৎ হ'য়ে মান্ধাতার কোলে
আপিস-ইস্কুল নেই— লম্বা ছুটি কিংবা নির্বাসন
তোমরা যেভাবে নাও, নিতে পারো— আমি সুখী ! সুখী !

—হঠাৎ নিশ্চিত তার কণ্ঠস্বর ! কে তুমি, প্রাক্তন ?
মালিক ? ইজারাদার ? এদেশে পৌঁছুলে কোন্ ট্রেনে ?
দুঃখী, রুগ্ন, বাউণ্ডুলে— পাঁচজনে চাঁটায় যার মাথা
সে-ই তুমি এসে গেছো ? এখন আলিসা-মুক্ত সব
ছিন্নভিন্ন ঘাড়, বাঁধ— নদী সুদ্দু গণ্ডূষে গিলেছি
চিরতৃপ্ত দাস আমি, কোলে দাও চরণ তোমার ॥

এখানে নিঃশব্দ তুমি

শাদা কাপাসের তৃষ্ণা, বনের আড়ালে
রক্তের রোমাঞ্চ, দাগ
নীল ছই, তাঁবু
টম্‌টমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায়!
এখানে নিঃশব্দ তুমি

সজারুর নৃত্যে কি তুফান?
রটনা নেহাত, অল্প, কর্মক্ষম চাবি
সিন্দুকের ডালা খোলে
দুঃখের মান্ধাতা, ফটোগ্রাফ
অমূলতরুর ফুল
সবই কতো তুচ্ছ, মূল্যবান!
এখানে নিঃশব্দ তুমি

বড়ো বাড়ি পাঁচিল রাখে না
হাট ভেঙে পড়ে নদীতীর
পারঘাটা
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কাছে এসে কুর্নিশ জানায়
ওপাড়ার লোকালয়
কিন্তু, তুমি কাপাসেরই কাছে
রক্তের শপথে বন্দী

বনের আড়ালে দাগ
নীল ছই, তাঁবু
টমটমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায়।
এখানে নিঃশব্দ তুমি

একটানা এক জীবন

জলের ওপর ভাসতে-ভাসতে অর্ধেক জীবন খরচ হ'য়ে গেলো
বাকিটা ডুবেই থাকবো
দেখি না কী হয় ?
আগে ছিলুম জাহাজ আর নৌকো-ডিঙির সঙ্গী-সাথী
আশেপাশে সাঁতারু সিন্ধুশকুন আর উড়ুক্কু মাছ ছিলো না কি আর ?
সক্কলে ছিলো—
তাদের অনেকের সঙ্গেই ছিলো ইয়ার-দোস্তি
সপ্তাহান্তে ঢেউ-ঢেঁকুর বিয়ে-থার নেমতন্নও জুটতো
নোক-নকুতা ছিলো সবই, রাজনীতি পার্টিমিটিং শোকসভা

আজ শেষের অর্ধেক জীবনটা নিয়ে এই সব চেনাজানা ভাসার
পরিবেশ ফাঁকা ক'রে
আমি এক চুমুকে ডুবে যাবো
দেখি না কী হয় ?
কিছুই না হ'লে দেশভ্রমণ আমার রোখে কে ?
সবার জন্যে তো আর একটানা একজীবন হয় না !

তোমার পেছনের কুকুর

প্রতিষ্ঠা মানেই একধরনের টানা ব্যবসায়, ঠাকুর রেখে পুজো করা
যজমান গুরুকে ছাড়িয়ে উঠলে আমরা বলি, বিপ্লব
এছাড়া বিপ্লবের কথা আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না
আমি স্বীকার করি চাঁদের পানে তাকালেই চোখে জল পড়ে
তাছাড়া আমাদের ব্যবসা শ্বেত বা কালো পাথরের, ইট কাঠ
কড়ি বরগার জানলা দরজা কপাটের···
চোর-জোচ্চোর ছাড়া কপাট খোলার কথা যেন আমাদেরই নয়
আমরা কোনোদিন কারুর মুক্তি দিতে এগিয়ে যাইনি
যা পেয়েছি পেট-কাপড়ে বেঁধে মালসাভোগের ব্যবস্থা করেছি
আমরা কোনোকালেই রমণীর কাছে গিয়ে ব'লে উঠিনি,
তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত···
চেয়ে ছ্যাখো, তোমার পেছনের কুকুর পর্যন্ত আজ পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ॥

সভ্যতা আমারো মধ্যে আছে

সিংহের সমুদ্র, নীল মাছি এসে তাও ভোগ করে
কবিতার পাণ্ডুর প্রতিভা যেন দূরদেশে
সামাজিক দাবি আদায়-তশিলে ব্যস্ত
মোট বয় আগ্নেয় হলুদ
ধর্মতলা, সেবাশ্রম
ঠুঁটো করতালি দেয়, প্যান্থেয়িস্ট মনোভাব চাই
নতুবা অরণ্যে এসে দাস-দাসী লুকোচুরি খেলে—
আমরা সর্বস্ব দিয়ে এ কেমন সভ্যতা গড়েছি !
কাজ চাই
খুনের মতনও চাই রক্ত-তামাশায়-মাখা কাজ
চিরদিন
প্রেমেও পঙ্গুতা চাই
শুকনো কাশি শ্লেষ্মায় স্থঠাম
উপদ্রবময় দেহ
রীতিমতো সন্তান ফলাবে
আবাদে যেমন চাষা, খড়ে ছাই
আত্মায় উকিল
আমারও নিশ্চিত লোভ রাহাজানি-খুশি-করে-আসা
উখুটে সম্পদে, উড়ো ষাঁড়ে
কিন্তু বিহ্বলতা নয়, চৈতন্য সটান করে ব'সে
কুলপুরোহিত যেন
মন্ত্রে চাই সাপ্‌টে তুলে নিতে
নির্বংশ নৈবেদ্য তার
শুধু তুমি সিংহের সমুদ্র হও কিংবা উদ্বাস্তুর জন্মভূমি
থেকো কাছে
সভ্যতা আমারো মধ্যে আছে ॥

মধ্যাহ্নের দোষে

মধ্যাহ্নের দোষে আমি বাড়ি ছাড়া
শহরে শিমুল
ফুটেছে, শোবার ঘরে
একটি জানলা বেশি পাওয়া গেলো
অন্ধকারে ক্যানাফুল সবুজ পাৎলুন হ'য়ে উদাসীন মিটিঙে বসেছে
আমি আছি— আকাশের স্পষ্ট কথা কানে আসে আজ
সন্ন্যাসী দুপুরে মুক্ত বিপ্লবের স্বপ্ন ছাখে কতো
এ-সময়ে
পারাপার অত্যন্ত কঠিন !

মনে আছে দুজনের ভুলস্বর্গ, সনেট-রচনা
কিংবদন্তি বাদামের খোসা থেকে শাঁসের পৃথক
অস্তিত্ব, ও মনে আছে
ক্যাথিড্রাল-হাওয়া দেখে বাতিঅলা আসতে ভয় পায়
টকের বদলে মিষ্টি, বসন্ত আলস্য বিক্রি করে
কিউ দেয় মেয়েলোক, ঢ্যাট্‌রা-ঢোল ময়দান পাড়ায়

লবঙ্গলতিকা আমি ভালোবাসি, অশোকমঞ্জরী
সংসারের উদুখলে বাটা ও তছরূপে ম্রিয়মাণ
প্রেম

তবু ন-মাসে ছ-মাসে
ইস্টিশন ভেদ ক'রে ঘুরে আসে পরের বাড়িতে
কিছুদিন
মধ্যাহ্নে বঞ্চনা বেশি তারই দোষে আমি বাড়িছাড়া
না বুঝে সাঁতার কাটে কড়িয়াল গোরিলা-দম্পতি !

সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে

সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে, কোথায় ছিলো ?
অন্ধকার ট্যাক্সিতে একটা সবরমতী আশ্রম খোলা যায় না ?
আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো, শুধু ভাবলেই চলবে না
মন্তব্য প্রকাশ করতে হবে
তোমার ভয় তো ওখানেই
কিছু কবুল করতে চাও না— মনে ভাবো— তোমার মন্তব্যমাত্রেই
রাজ্য ফেঁসে যাবে
ধুন্ধুমার লড়াই লাগবে নদীর দুতীরে—

সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে ? কোথায় ছিলো ?
শরীর আমার ওলোটপালোট— দিনে সোজা রাতে উল্টো
জামা পরি— কী যেন খাই— তাতে চোখমুখ ফোলে
বোল্‌তার কামড়ে আর কতটুকু বিষ !
কতোবার কাছে গেলাম, ওই কী যেন কিসের ভয়ে
ঠোঁটে ঠোঁট লাগাতে পারলাম না
অথচ মুখ আমার হাতের ফাঁকে
তোমার কোলের পরে শুতে না শুতেই চাষবাস তোমার
চাষের আঙ্‌ুল আমার ধানখেতে, মাথার ভিতর…
ওই কী যেন কিসের ভয়ে তোমার বুক খুলে দেখতে পারলুম না—
সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে, কোথায় ছিলো ?

ডুই পাহারাঅলা

মিথ্যেই পাহারাঅলা, খিড়কি-পথে হ'য়ে গেছে চুরি—
সর্বস্ব লোপাট্ !
পড়ে আছে ভাঙা টিন, তক্তা, চট, মরচে-পড়া তাঁবু
অদূর তুলসীমঞ্চ, ভুষোকালি লেগেছে দেয়ালে
অষ্টাবক্র খাঁচাখানা ঝুল বারান্দায় দোলে ওই
মিথ্যেই পাহারাঅলা, বন্দিনী সে-রাজকন্যা কই ?

সুন্দরী আধেকলীনা, দ্বিতীয়ার চক্ররেখা চাঁদ
বাগানে দাঁড়িয়ে আছে—
জ্যোৎস্নার মসলিনে গা-জড়ানো,
পিছনে টম্‌টম।
দূরদৃষ্টি আজো কিছু কম
তাকে কাছে ডেকে বলি, তুমি যাও ঘরে
ডু-দরজা পাহারা দেবো দিবারাত্র, সকল প্রহরে !

এটা-ওটা চুরি যায়
ইতস্তত চুরমার আওয়াজে ঘুম ভাঙে তৎক্ষণাৎ
দরজা ছেড়ে যাওয়া তো গর্হিত !
সুতরাং, মনে-মনে-মনে
বিষাক্ত পাউরুটি ফেলে বাগে রাখি ইঁদুর, দুশ্‌মনে !

সেই থেকে সঙ্গে আছে
নিঃসঙ্গতা, ভূতের মতন—
রাত্রে সেকি দীর্ঘকায়,
বুকে চেপে করে আলুথালু !
কষ্ট ও আনন্দ হয় যুগপৎ সে অম্ল-দংশনে —
সেই থেকে সঙ্গে আছে নিঃসঙ্গতা, ভূতের মতন !

কথায় বলে

বুকে হেঁটে পৌঁছেছি নদীর কাছ বরাবর
বাকি পথ আরোগ্যের পর স্বাস্থ্য-ফেরার মতন দুরূহ
চতুর্দিকে কতো সাবলীল গাছপালা, ইন্দ্রিয়ছোঁয়া নীলবর্ণ
আমি তাদের কেউ নই
পুজোর মূর্তি, সাষ্টাঙ্গ, মধ্যে শয়ান—
ঘরের ভিতরে যেমন মানুষ নির্জন তেমনি আমি
রাখা-ঢাকা গল্প আছে, তোমাদের কাছে
বলবো ব'লেই এতোদূর এসেছি—
নদী, তুমিও কান দিও।
কথায় বলে, কাঁঠাল তুমি, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াও কেন
সবাই তোমাকে দেখছে—
একসময় এই দেখ্‌নাইপনায় ছেয়ে যায় মেঘের মতন বাসনাগৃহ
পকেট থেকে মুদ্রা, তাগাতাবিজ, মাংসপেশী, দৌড়ঝাঁপ
দেখাতে-দেখাতে
ম্যাজিকঅলার কাছে যেমন মনের মানুষ
সে তেমনি এসে বলে : থামলে কেন ?
আরো কী আছে দেখাও আমাকে— যা যা আছে সব দেখাও ॥

দুই বসন্তবৌরী আর

মরা যজ্ঞডুমুরের ডালে বসে দুই বসন্তবৌরী
নিচে জল আর
নীল কাচে-আঁটা মসজিদের চূড়ার চাঁদ

উপরে কিছু নেই···
কালো পর্দা-টানা বারান্দায় লোকজনের আসা-যাওয়া
পায়ের শব্দ
উপরে কিছু নেই··· কুড়্কুড়্ ক'রে মেঘ ডাকছে
মনে মনে, দুই বসন্তবৌরী একসময় এক হ'য়ে গেলো
কালো পর্দা-টানা বারান্দায় লোকজনের আসা-যাওয়া
পায়ের শব্দ
বন্ধ হ'য়ে গেলো তৎক্ষণাৎ
স্তব্ধ রোশনচৌকি
আয়োজন বিয়েবাড়ির মতন পড়লো থিতিয়ে
তখন নিচে জল আর
নীল কাচে-আঁটা মসজিদের চূড়ার চাঁদ

উপরে কিছু নেই···

বেড়িয়ে ফিরলুম

বেড়িয়ে ফিরলুম— আঙুলের গলি ভর্তি ভিজে ঘাস-মাটির নাছোড়বান্দা আদর
বাইরে থেকে জোঁকের জীবনসুদ্ধু উপড়ে এনেছি
দ্যাখো আমার কেমন লোভ !
লাইব্রেরি লোপাট ক'রে বই আনিনি
হাতে খন্তা
ওই ঘাসের টুকরোগুলোকে পুনর্বাসন দেবো এবার
ফুল ফোটাবো ব'লেই তো
বেড়িয়ে ফিরলুম !

ফিরে এলুম— ঘরের দাবায় বসে দোলাচ্ছি পা
কেউ ডাকছে না— কাউকেই ডাকছে না
নিজেকে মনে মনে কুর্নিশ করি : সালাম সায়েব,
ভেবেছিলুম নোক-নোকুতো সেরে বুঝি আর ফিরতেই পারবে না
দেশে
কে সে ?
অমন ক'রে বুকের মধ্যেকার মাটি আঁচড়াচ্ছে— দূরের পথ ?

নাম জীবন

চোখ ফেলে মাটি কুপিয়ে বেড়াই।
হাওয়ায় ওঠে ফুরফুরিয়ে প্রজাপতির মতন পাখ্না-ভরা
নরম রোদ্দুরে পোড়া মাটি, ঘেঁস, বালি আর কাঠগুঁড়ো,
—সব জায়গার মাটি তো আর সমান নয়!

তাকে জো-সো করতে দুটো-একটা চন্দন-সাবানের দরকার,
গা তক্তকে করতে দরকার তুরস্ক তোয়ালে,
এছাড়া, খুরপি, নিড়ুনি নাগালের মধ্যে চাই।

বাগানে বচসা চলবে না, ঠায় ধ্যান,
করাতকলের শব্দও নয়।
শুধু একটানা, অবিরাম কানের কাছে শরীর টেনে শামুকের মতন
পাতায় কথা বলা,
শুধু ঝোপ বুঝে কোপ বসানো!
শেষমেশ, বুকের কাছের নরম মাটিতে ফুটন্ত টগর বসিয়ে চোঁ-চম্পট—
সটান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।
এরপর তো আছেই সপ্তাহান্তে লোকলস্কর এনে কীর্তির দিকে
আঙুল তোলা—
যায় যায় বললেও, সব যায় না— কিছুটা থাকেই
যার নাম জীবন!

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতো কালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
এই অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
আমি দেখেছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
বকের মতো নিভৃতে মাছ
এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের—
আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা
যাদের হাত হ'তে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের
হারিয়ে যেতে থাকে।

আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে
আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক
আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি
ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে
এরকমভাবে আমরা যে-ধরনের মানুষ সে-ধরনের মানুষের থেকে সরে
যাচ্ছি দূরে
এরকমভাবে আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি নিজেদের আহাম্মুক দুর্বলতা
অভিপ্রায় সবই
আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর
বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি
এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী
ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়
অনেকদিন আমরা পরস্পর পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি
অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের
অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের

অনেকদিন আবোল-তাবোল শিশু দেখিনি আমরা
আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে
অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন
তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই—
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতোকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে অই
হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
একটি চিঠি হ'তে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল
একটি গাছ হ'তে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি ॥

এবার আসি

সবাই বলতো, পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও
চলো
পাচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে
মারের ডগায় সদাসর্বদাই এগিয়ে যেতে পারবে
চলো

যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
মাঝ-বরাবর রাস্তা
রাস্তা বলতে সাপ-নাগালে উঠি-মুঠি আলপথ
তাতে পা দিলেই নজরালির তালপুকুর
মিট্‌মিট্‌ করছে জমি-জেরাত

সুতরাং, চলো
যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
উড়ো চাল চুড়ো বাড়ি
ঐ তো বহু বুড়োর ছিলো
আজ নেই ?
না।
না মানে, কব্‌লা-কসরৎ দিগ্‌বিদিক ক'রে
মাগ-ভাতারে বহু বুড়ো সাপ্‌টে খুইয়েছে সবই
আছে আছে
সব গেলেই সব যায় না
কিছু আছে
উনুনমাটির গা চিতিয়ে চওড়া হয়েই আছে
ছাই
শপথ করো
হারলেও কেন্ ছাড়বে না

শপথ করো, কেননা
—ঐখানেই তোমার জিৎ
তুমি মীমাংসার পক্ষপাতী
অবুঝের সঙ্গে লড়ে লাভ ?
ছিঃ

আজই তৈরি করেছি
সাঁকো
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে

এবারের উৎসবে
কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই
হাতের লাটাই
আর ঘুড়ি
দু-তরফ, হা ভাইজান, থুড়ি
চারোতরফ মিলমিশই তো মেলা
সুতরাং
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে
এবারে উৎসবে
কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই

চলো চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্ত
মুখ-শোঁকাশুঁকি করারও সময় নেই
জলের দরে জমি বিকোচ্ছে

হোগলাবনে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে রোদ্দুর
বাঁশঝাড়ে লুটপাট আবছায়া
তবু, ও-সব বিচার তোমার নয়
তোমার নয় ছাঁদনাতলা পোর্টার-পাখি
টিকিটের ওপর কেবলই যাত্রার ছাপ
দোলের রঙে রঙিন কুকুর পথে বেরিয়েছে
তোমার নয় মৌসুমি সমুদ্রের ভারাক্রান্ত প্রসববেদনা
তোমার নয় আদায়-তশিল, ধারকর্জ—
চলো চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু, ঐ দেখা পর্যন্তই

মই
কিংবা সিঁড়ি
দুজনেরই বাসনা বিচ্ছিরি
সুতরাং— চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে
দাঁড়াবে
পা তুলে বক
আর কিছু না-হোক
ফ্লারটা বাঁধা
সা রে গা মা পা ধা
স্কুল-পাঠশাল বন্ধ
ফিরতে আনন্দ নয়, যেতেই আনন্দ

ভালো আছো ?
মন্দ কি ?
দুটোই একবগ্‌গা প্রশ্ন

উত্তরের বদলে দক্ষিণ
নাকের বদলে নরুন
ঐ 'বদল' কথাটাকেই সমর্থন করুন

এবার আসি
সাতগাঁয়ে আমিই এক চলার লোক
পথটাও কম নয় নিতান্ত
কেই বা জানতো
পথের দুপাশে খাড়াই
ইচ্ছে করে ছাড়াই
হাড়-মাস পেথক করি
দুর্গা দুর্গা হরি

এবার আসি
সুতরাং, এবার আসি

সমাধিফলকের স্মৃতি

ঊনষাট সনে যেন পেয়েছি পশম
ঊনষাট সনে যেন একটি অন্ঃঘাট পার হ'য়ে পেলাম ঠিকানা
'ঐ তো বনের ধারে ওরা থাকে।'
রঙিন টালির ছাতে উড়ে এসে পড়েছে সজিনা—
সজিনা পথেও ঝরে শীতের বাতাসে।
'দ্যাখো তো তোমার কতো কষ্ট হলো, আলোয়ান নাও—
গরম পোশাক তুমি গ্রীষ্মের ভেতরে ফেলে এলে—
তুমি কাপুরুষ!'
জ্বরের ভিতরে শীতে মমতায়, মখমলে-কোমলে তুমি পড়ো মনে
তুমি পড়ো মনে যদি পশমের জামা দেখি কখনো সন্ধ্যায়
কলকাতা কলকাতা থেকে দূরে সরে যায়
তুচ্ছ হয় নগর, নিয়ন, ট্রাম ত্রস্ত আঁকাবাঁকা—
বাড়ির সজিনাপাতা ভেসে আসে শীতের বাতাসে
জেলের ফটক থেকে ঘণ্টা বাজে— হ'লো মধ্যরাত
তুমি কি এখনো ধরো হাত?
তুমি কি আবার ধরো হাত?

বর্তমান, মনে হয়, অতীতের ম্যাজিক-চোঙায় ভ'রে দেয় বাহু
আজই সন্ধ্যা থেকে শুধু মনে হয় বের হবে সেই—
সেই পশমের জামা, শীতের বাতাসে
সজিনার পাতা তাই অবাধে এখানে উড়ে আসে।

২

আমার খবর সবই দামোদরে স্খলন কার্তিকে।
আশা নিরাশার কথা কিছু বলা যায়?
সকালে সূর্যের মুখে শেষকার্তিকের ছায়া পড়ে—

আশা তা কি ?
নিরাশা কি তাই ?
ভুরকুণ্ডে অবিরাম কয়লা ভাঙার শব্দ হয়
তোমার পশমসুদ্ধ কেঁপে ওঠে কার্তিকের স্মৃতি।
কার্তিক, জন্মের আগে আমি দুই ভূ-খণ্ডে ছিলাম
একটি ব্রিজের তলে ফুটে উঠেছিলাম যখন
কার্তিক, তোমার আত্মমুখনীতা তুচ্ছ হ'য়ে গেলো
এখনই হবো আমি সন্তানের পিতা—
আমার খবর সব দামোদরে স্খলন কার্তিকে।

৩

তোমাদের দেশ থেকে ছুটি পেলো উত্তরের হাওয়া—
এবার বিদেশ যাবো
এবার নেবো না আমি হাতে কিছু
এবার ধরবো না বনপথ যাহা বসন্তে পৌঁছায়
তোমাদের দেশ থেকে ছুটি পেলো উত্তরের হাওয়া
এবার বিদেশ যাবো
এবার বিদেশে গিয়ে বসবাস করবো বহুদিন।

৪

মনে রেখো…
মনে রেখো বহুদিন কাছে তো ছিলাম
টেবিলের পায়ে পায়ে আজই নাস্তি লুকোচুরি খেলে
কিন্তু বাতাবি ফল গাছের ভিতরে আছে জানি
অতল সবুজে তার ভুলো না হাতছানি
ও নতুন,
তালবাগিচার পথে যাকে আমি দেখেছি ছড়াতে গমের নিটোল বীজ

তাকে আমি দেখিনি কখনো
সূর্যকে দেখেছি পুবে পশ্চিমেও
দেখিনি সে-চাষী
ও নতুন, এইভাবে সে আমায় দেখেছে একবার
তারপর সন্ধ্যা হ'য়ে এলো
কুয়াশায় ঢেকে গেলো পথ ও পথিক সেই দেশে।

৫

সেই দেশে অক্ষম জাহাজ
সেই দেশে— মোটরের দেশে
হাসপাতালের থেকে সুস্থেরও উদ্ধার নেই কোনো।
নিমগ্ন বাড়িতে আজো লোকজন আছে
তখনই কি অমল জাহাজে— ও চিরউত্থান
তোমার নিকটে যাবো
তোমার নিকটে বহু লোকজন আছে
কোনখানে কেবল প্রকৃতি ?
কোনখানে বিশ্বপরিচয় ?

৬

উপত্যকা থেকে দেখি চারিদিক অনন্তে বিছানো
সেখানে, সন্ধ্যার মুখে মহিষেরা ট্রাকে চড়ে যায় বিচারে, বাজারে
এইখানে মহিষের প্রয়োজন নাই
এখানে ইউক্লিড্।
কোল্ ক্রাসারের শব্দে ঘোর রাতে জেগে উঠে দেখি
তোমাদেরই গোলাপবাগান—
টুলটু কি চোর ?
শাদা গোলাপের ফুল ও আমাকে দেবেই সকালে!

৭

পাত্রাতু-র পথে আমি যাইনি কখনো
সেখানে তুমি কি গেছো ?
লাতেহারে গেছো তুমি ? জঙ্গলবাজারে ? সেই দূর সাংচুয়ারি ?
তুমি চিরদিনই পথ ভোলা
সজিনা ছায়ায় কবে তুমি নাকি দেখেছো গণ্ডোলা
অবাধ্য জাহাজে, আমি, দামোদরে !
এইখানে কিছুদিন পড়া যায় মিল্টন মহান
দিকভ্রষ্ট নরক নাকি এই উপত্যকা ?
—মিল্টন মিল্টন তুমি চোখ খুলে লেখো তো সনেট
তর্কাতীত অন্ধতার পরে।
পাত্রাতু-র পথে আমি যাইনি কখনো
সেখানে তুমি কি গেছো ? একিলিস গেছে ?

৮

জানি না, ওরা কি জানে অমরতা, বাণিজ্যবিস্তার
নতুবা কীভাবে আটটি মহিষ পাঠায় ওরা দূরে
কীভাবে এ-সন্ধ্যাবেলা মানুষের হাত ফাঁকা ক'রে
লুফে নেয় দামোদর উজ্জ্বল মোহর ?
জানি না, ওরা কি জানে বাণিজ্য-বিস্তার ?
টেলিগ্রাফ-পোস্ট যেন পৃথিবীর শেষ
মীনাবাজারের কোলে গভীর হ্যাজাক
কে বাজাবে শেষ ঘণ্টা ?
অনির্বচনীয় তারা কে ফোটাবে দক্ষিণ ফটকে—
তুমি নাকি !
তোমার সমস্ত কাজ তুমি আজই প্রবর্তিত করো…

৯

এখানেও পাখিদের ওড়াউড়ি !
কী কলঙ্ক জমেছিলো পাতালপ্রদেশে
তা সবই— তোমার প্রতি
তোমার এখনো আমি নিজস্ব কলঙ্ক দেখি নাই
বাটির কলঙ্ক কিছু আছে— তব জ্যেষ্ঠ ভগিনীর।
তবু তুমি দুই হাতে গরদরঙের মুখ…
তবু তুমি দুই হাতে সে সব ভোরের আগে সাফ্ করো
মাথার বালিশ তুমি চুরি করো ঘৃণ্য বিছানার
পালঙ্কও ঢেকে দাও গয়ার চাদরে
নিজস্ব কলঙ্ক কিছু আহরণ করো, করো যোগাযোগ—
লোকেও বলুক, অমুকবাবুকে তুমি ভালোবাসো, পছন্দও করো· ·

১০

তোমারও বার্ধক্য আজ অল্প নয়
তুমি তাম্রকূট সেবন করো না কেন ?
কেন হিমে বসে থাকো উঠানের পরে ?
ছুটোছুটি করো কেন ভুঞ্জদের গোঠে
কেন তুমি নিজের বার্ধক্য আজো বুঝতে শিখলে না
তুমি, পারাবতপ্রিয়, চিরদিন থেকে গেলে তাই
তোমায় হারাবো আমি কোন্ গেমে ?

১১

সোনা ছেড়ে তুমি নাও অ্যালুমিনিয়ম— তোমাকে কী আর দেবো ?
রুপোলি মলাট তুমি চেয়ে নিলে, বইটি নিলে না
তোমার কী রাশি, মেষ ?

তোমাদের ঘরে কারা কাজ করে
তুমি কাজ করো ?
বাসন ধুতে কি পারো ?   পারো তুমি বোতাম বসাতে ?
কখনো সেজেছো বুড়ি পূর্ণিমানিশায়
জ্যোৎস্নায় পড়েছো কররেখাগুলি অন্তিমকালের ?
কখনো শুয়েছো তুমি সন্ধ্যাবেলা ?
তোমাদের চীনা লণ্ঠনটিকে আমি ভালোবাসি—
তুমি তাকে ভালোবাসো ?

১২

ঐ তো সবার ঘোড়া— রাত্রিবেলা থাকে কার কাছে ?
একটি চাঁদের মতো ওকি একাকিনী ?
প্রত্যুদ্গমন ক'রে ওকে তুমি কাছে টেনে নাও
শোবার জায়গা দাও ওকে তুমি
ওকে তুমি টেবিলের ধারে মনোগত করতে দাও
তোমার অর্ধেক সিলেবাস
ওকেই জীবন থেকে অর্ধেক জীবন দাও তুমি···
ওকে তুমি বুকের নিকটে নিয়ে, পোশাক বদল করো মাঝরাতে
ওকে তুমি বাবার কাছেও নিয়ে যাও
ওকে দিও ভালোমন্দ— কাৎলার মুড়োটি দিও পাতে
আত্মীয়-স্বজনপ্রিয় ওর চেয়ে কাউকে জানি না
ওকে তুমি বাল্যের স্মৃতির গল্প সবই ধ'রে দিও
অতল বিষাদ ওর, ওর কাছে লুকিও না কিছু
ঐ তো সবার ঘোড়া— ও আমার অত্যন্ত আপন।

১৩

আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো— অনেকেই চেনে
অনেকে তো পথ দিয়ে যেতে-যেতে পিছনে তাকায়
ঐখানে পড়ে আছে হাড়বজ্জাতের হাড়মাস— চেনো নাকি ?
এদেশে নবীন নামে এক জেলে ছিলো
এদেশে মহুয়া খুবই পাওয়া যায়
এদেশে জেনেছে লোকে ওর কোলাহল
ওর মতো ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি···
চেয়েছিলো একদিন হারমোনিয়ম !
ঐখানে পড়ে আছে— চেনো নাকি ?

আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো— অনেকেই চেনে !

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই

পদ্য-ব্যাপারে কিছু বলার জন্যে ভূমিকার অবতারণা নয়। বলতে গেলে, সম্পূর্ণ অন্য এক কারণেই এই গদ্য পঙ্‌ক্তিগুলি। বেশ কিছু পদ্য নতুন, বেশ কিছু পদ্য পুরনো। হাতের কাছে যা পেয়েছি তা দিয়ে পৃষ্ঠাগুলি ভরিয়েছি। কালানুক্রমিকতা আমার কোনো পদ্যর বই-এ মানা হয়নি, এখানেও তা নেই।

গ্রন্থের নাম আমার বন্ধু শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী পদ্য-র একটি পঙ্‌ক্তি থেকে তুলে নিয়েছেন।

৩৬ডি, বনডেল রোড
কলকাতা ১৯

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্বাতী আর সুনীলের জন্যে

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭২

কিসের জন্যে

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে— বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না! মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে
কারণ, নাকি উড়োজাহাজ? কারণ, নাকি হলুদবাড়ি?
বলতে এলে বেঁধে ঠেঙাবো, কারণ আমার ছ্যাকড়াগাড়ি
উল্টোপথেই চলবে শুধু, আমি তোমার দেশেও স্বাধীন!

যার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে?
যার করতল নেই সে বুকে হাত বুলোবে?
উলুকঝুলুক করবে এবং বলবে— অসীম
ভালোবাসার রোদন আমার হে কস্তুরী—

এই সমস্ত তুমিই পারো সহ্য করতে, তোর লালসা
সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে— মন চেতনা কেড়ে নিচ্ছে
বলছে, বেঁধে ফেলাই হলো, শুভবিবাহ!

অনেক কথা বলবো বলে উঠেছিলাম মঞ্চে যখন
মিটিং হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে— লম্বা ঘড়ি
গা ঘষছে গোল ঘড়ির সঙ্গে— দুই নাবালক
বলছে, ভারি যন্ত্রণা পাই—
যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর? ফুটবলে ফাঁক? হাঁটুর ব্যথা?
যন্ত্রণা কি ভালোমানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে?
মিষ্টি খোকন, তোদের লেখা পড়তে পারি
এমন লেখা লেখ্ না যেমন লম্বালম্বি দীঘির ধারে পথের রেখা!

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে— বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না ॥

দুঃসময়ে, দূরে

তোমাকে পাচ্ছি না খুঁজে, ঘাড় গুঁজে শস্য আর খড়ে
খুঁজে দেখছি আছো কিনা! প্রাসাদের প্রতিটি ইটের
গা থেকে প্লাস্টার ছেনে খুঁজে দেখছি আদ্যন্ত অক্ষর—
স্টেশন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে মানুষের মুখের ধুলোয়
ফুঁ দিয়ে, উড়িয়ে দেখছি তুমি কিনা, মুখচ্ছিরি মনে
এখনো বিষণ্ণ হয়ে পড়ে আছে পাশে শেফালির
উঠোনে, বেড়ার ধারে যেন বাজবরণ লতার
মতন উৎসুক সুখী গেরস্ত বাঁচাতে!

আগে কাছে থাকতে, আগে সারাক্ষণ থাকতে কাছাকাছি
যেভাবে মানুষ থাকে, পাথর-ইটের মতো নয়
অঙ্গে-অঙ্গে লেগে থাকতে সাঁড়াশির মতন মাথুর
সহসা কি ঝড়ে হলে নিরুদ্দেশ? এই লুকোচুরি
খেলার প্রধান কাল ছেড়ে এ কি দুঃসময়ে, দূরে…
মানুষেরই মধ্যে আছো? নাকি স্থির গাছের ভিতর?

ওরা

হারায় ওরা হারায়, ওরা এম্‌নি ক'রে হারায়
মেঘের থেকে রোদ বুঝিবা এম্‌নি ক'রে ছাড়ায়
ওরা জানে অনেক, অনেক
পথ চলতে দাঁড়ায় ক্ষণেক
গলির মুখে জিরাফ ওরা, মানুষ খোঁজে পাড়ায়।

কোথায় যেন যাবার কথা আজকে ছিলো ভোরে
কিয়ৎ দাবি-দাওয়ার কলস ছিলোই তো কোমরে
এবং মুঠি রক্তঝুঁটির হাতগুলো সব নাড়ায়
হারায় ওরা হারায়, ওরা এম্‌নি ক'রে হারায়
বাধা যে দেয় তাকে— এবং সম্মুখে পা বাড়ায় ॥

উঠে যাই, দেখে আসি

সমস্ত সম্পর্ক থেকে মানুষের মুক্তি হবে ব'লে
আমি এতোকাল ধরে বসে আছি, দৈবাৎ কখনো
উঠে যাই, দেখে আসি, কোথাও প্রকৃত কোনো খেলা
হয় নাকি ? মানুষের মুক্তি নিয়ে, সার্থকতা নিয়ে ?

মানুষের মুক্তি যেন মানুষেই সম্ভব করেছে
আজ এই লোকালয়ে, আজ এই খেলার ভিতরে
মানুষের সাবধান পদচারণার মতো ধ্যেয়
মনে হয় কিছু নেই যাকে ভালোবেসে যেতে পারি ॥

যেভাবে শব্দকে জানি

শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে
আমার পেটকাটি চাই, কিংবা কাঁথা মায়াভরা পাড়
সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে —
এরই নাম ভালোবাসা, এরই নাম চড়ুই-মুখর
কাঁচা কিছু মানুষের বেঁচে থাকা— ইটে, খোড়োঘরে
সামর্থ্য বাসনা মিশে এ এক মায়াবী ছেলেখেলা !

তোমরা, যারা বড়ো, তারা শ্রুতি বন্ধ ক'রে থাকো দূরে
আমি ভালোবাসবো, জানি গাছে ফুল ফোটানো দুষ্কর—
খর জল মূল খায়, জানি শাদা পিঁপড়ের ফুরফুরে
শত্রুতা ; অবশ্য জানি, শব্দ কতো আদর্শ নির্ভর

শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে হিসি করে বুকে
খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ,
তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, দুস্থ নতমুখে—
এভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে !

শব্দ শুধু শব্দ

যেন পাহাড় ভাঙতে আমার একটি জীবন নষ্ট হবে
প্রভু কি তাই ভাঙলে তুমি ?
বাউলগানের মতন সৃজন হয় না ব'লে অগৌরবের
প্রভু আমার জন্মভূমি
নাকি হিসেব সমস্ত ভুল, কালবিনাশী সহাস্যতায়
নদীতে বাঁধ বাঁধলে কথায়
শব্দ শুধু শব্দ এবং শব্দ মানেই সাশ্রু কুমীর !

এই সেই

এই সেই পুকুরপাড়, এই সেই দোলমঞ্চ
এখানে একদিন পেতলের থালার মতন এক চাঁদ উঠে এসেছিলো
একা, বহির্জগত আলো করে
আমি ঐ অতল জলে শেষবারের মতন একটা ডুব দিতে এসেছিলাম
হলো না— কিছুতেই ঐ ছোট্ট কাজটা আর আমার সারা হলো না।

চাঁদ আমায় হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেলো
যেখানে মুক্তির ইচ্ছে দাঁতে চেপে, এক ঢাল আঁধারে
মিশে ছিলো পরমাসুন্দরী এক কন্যা—
কস্মিন্‌কালেও আমি তাকে দেখিনি।
চাঁদ বললো, ঐ তো সে, যার জন্যে তুমি আমার
এই পৃথিবী পার হতে চাচ্ছিলে…
এখন মনের সুখে ঘরকন্না করো
আমি তোমাদের দুয়ারে এই চিরকালের জন্যে বসে থাকলুম ॥

অন্ধ শুধু

অন্ধের সমস্ত মন যেমন চাক্ষুষ
তেমন নিমগ্ন, বন্দী, মুক্তিভরপুর
এই দেশে

শস্যক্ষেত্র পার হয়ে দুঃখ গ্রাম, মানুষের তাঁত
এখনো নিষ্পন্ন প্রেমে…

তবুও কোথায়
শুকনো খোল, জলের কাঙাল নদী নিরবধি

যে দাতা সে সবকিছু দেয় না যেহেতু
এইসব শূন্য কান্না, ক্রমবর্ধমান ভেদাভেদ
মানুষের মনে এসে সত্য ও কঠিন হতে থাকে

অন্ধ শুধু তেমনি চাক্ষুষ…
শূন্য থেকে শুরু ক'রে একদিন সমগ্রে পৌঁছায়॥

হৃদয়, মানে

হৃদয়, মানে আজ যেখানে ঐ উঠেছে উরুস্তম্ভ
কিংবা বালিয়াড়ির মধ্যে ভীষণ গর্ত, ছন্দভাঙা
পাগল ছেলের গল্প যেমন, উড়োনচণ্ডি কবরখানার
দেয়াল গেঁথে বন্দী করা আত্মা— মানেই বহ্বারম্ভ !

হৃদয়, মানে সবাই করে পাল্লাভাঙা দরজা জড়ো
জীবনবিমুখ নাম বাড়িটার, সেইখানে যার বসতঘর ও
গ্রিল-দেওয়া বারান্দাখানির প্রান্তে ফোটে ফুলের দম্ভ
হৃদয়, মানে জবরদখল— এক পা রেখেই যাত্রারম্ভ ॥

কবিতার কান

কবিতার কান দিয়ে শোনা যায় অস্পষ্ট অক্ষর
জলে ভেজা, নোংরায় পাণ্ডুর
অস্থির বয়েসে ছেঁড়া সেইসব আতুল পাতার
ওপরে গাছের মতো সন্নিবিষ্ট
গভীর বরফ, শোনা যায়

পারম্পর্যহীন
যে নৌকা ভাসানো জলে তার ডুবো জ্যোতনার মতো
গভীর অক্ষর সব, একে একে পাত্রে উঠে আসে...
স্বতন্ত্র, পৃথক, কিন্তু মুখোমুখি পিঁপড়ের মতন
সারিবদ্ধ
আমাকে ঘেরাও করে, টানে কান, চাক বেঁধে খায়
গুড় ও চৈতন্য...

গন্ধ কটু ঘামের মতন
ওজস্বী
বিস্তার কম, গর্ত যেন
আমাকে হাঁ করে খায়
শোনা যায় কবিতার কান দিয়ে
অস্পষ্ট অক্ষর
জলে ভেজা, নোংরায় পাণ্ডুর ॥

কলকাতা কলকাতা

কলকাতায় স্পষ্ট কোনো পথ নেই, বিশেষত রাতে
গির্জার সংলগ্ন গলি ভরে ওঠে গুঁড়ো ও করাতে
শব্দে ও নিঃশব্দে কিছু হেরফের— চাপা কলে জল
গাঢ় দুটি পাড় হয়ে ভেসে চলে নর্দমা-সম্বল
গার্হস্থ্যে, জীবনবোধে— কলকাতা অস্পষ্ট হয়ে আসে
শুষ্ক নেশা-ছুট্ কোনো সাবলীল চন্দ্রের বাতাসে
তাই তো তারল্য পান— তীব্র তিক্ত সমুদ্রের ফেনা
কলকাতা বাবুর বাড়ি ফোটে ফুল উগ্র হাস্নুহেনা !

কলকাতায় পথ আছে, সে-পথে পথিক শুধু কবি
বারমাস্তা শুনে-গেঁথে খোঁপা-খোলা তুমুল ভৈরবী
নিয়ে সে-পথের মধ্যে উদাসীন গর্ত দ্রুত খুঁড়ে
ফুটো-ফাটা বাল্য দিয়ে ইজেরের প্রান্ত দুটি জুড়ে
ঢেকে রাখে, কাউকে বলে না কিছু, প্রকৃত তন্ময়
হয়ে ছাখে রাজ্যজোড়া যৌনতার দীর্ঘ অপচয় ॥

তার মৃত্যু ঃ নবেন্দুর স্মৃতি

শস্যক্ষেত্র থেকে ফিরে তার মৃত্যু দেখেছে প্রত্যেক
পায়রা, সে উপরে থাকে, স্বর্গে নয়, প্রাসাদের খোপে
বিষণ্ণ বাঘের মতো অগ্নি এসে তার নীল ঝোপে
কবিকে টেনেছে আজ, ঐ তার আশ্রয় বা ঠেক্,
যেখানে মৃত্যুর হিম শস্তা, বেচে কানাকড়ি দামে
কৃষ্ণা রূপসীর দল, তাই কিনে প্রধান আরামে
এই লোক শুয়ে আছে, পিছুটান প্রাপ্তিরও অতীত
পায়রারা দেখেছে যাতে অগ্নি জব্দ করে মাঘী শীত।

আমি অনুতপ্ত, কেন মুখ দেখে কিছুতে বুঝিনি
বিদায়ের ঘণ্টা তুমি কণ্ঠস্বরে বেঁধে রেখেছিলে ?
অন্ধ আমি, ছিলো আঁকা সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা মৃত্যুর
মুখে, আমি চোখ বুজে তথাকথ্য আলাপে প্রাক্তনী
বলেছি : একবার এসো, জমজমাট আছি, দেখে যাও—
কে জানে, তদন্তসূত্রে জানবো, হ'লে তখনি উধাও।

পায়রা, যে উপরে থাকে, স্বর্গে নয়, প্রাসাদের খোপে
বিষণ্ণ বাঘের মতো অগ্নি এসে তার নীল ঝোপে
কবিকে টেনেছে আজ, ঐ তার আশ্রয় বা ঠেক্
শস্যক্ষেত্র থেকে ফিরে তার মৃত্যু দেখেছে প্রত্যেক
পায়রা…

একটি পরমাদ

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি— ওই একটি পরমাদ ছিলো।
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো— ভিতরে কেউ কাঁদছিলো
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

ও মন দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়
একদিবসের প্রেমে প্রখর স্মরবিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো।
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক ছাপোষার হৃদয়হরণ সাধ ছিলো॥

পঁয়ত্রিশ বছর পর, ঘুরে আসে

অঘ্রাণের দুটি তারা তেমন স্বতন্ত্র নয় তারাদের মতো
নয় দূর, ব্যবধানভরা, শূন্য আকাশে, দুদিকে...
পৃথিবীর মধ্যবিত্ত ঘরে শুয়ে তারকা দুজন
কথা বলে, একজন জন্মদাতা অন্যটি জাতক
অঘ্রাণে, হেমন্তসূত্রে এসে খেলা করেছে একদা
একজন, আর বাকি খেলা তুলে দেয় অন্যহাতে।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার তলে আছে মাছের সাঁতার
আমি জানি, স্বচ্ছ জলে, পিত্তে-কফে, জলজ উদ্ভিদে
মাছেদের মন আছে, স্মৃতি আছে, এমারল্ড ঘর
আছে নাকি ? সামাজিক, পারস্পরিক দেখাশোনা
বিয়ে-সাদি, জন্মমৃত্যু ? তারা দুটি যেমন অঘ্রাণে
পঁয়ত্রিশ বছর পর, ঘুরে আসে, পঁয়ত্রিশ বছর !

পেতে শুয়েছি শব্দ

শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি
যেন আপন পোড়াকপাল, যেন মুখ-ঢাকানি চেলি
ছলাৎছলো দিনের শেষে না যদি গান মেলে
শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি।

শব্দ নাকি মোহর ?   ফাঁকি ?   শব্দ নাকি জানী ?
শব্দ শতরঞ্চ এবং শব্দ কাঁথাকানি
তা যদি হয় শব্দ তাকে করেছি মহাজব্দ
এবং পেতে শুয়েছি শব্দ— ক'রো মরণে টানাটানি ॥

পাথরে পাথর

আজো মনে পড়ে তার হিম হাসি নিঃশব্দ ধমক
চোখ তীব্র বেয়াকুল, স্পন্দনবিহীন স্থির রোষ
চুম্বনের মধ্যে পেয়ে তড়িৎ-তাড়িত আশুতোষ
সংস্পর্শ, এখন ছুটে যেতে চাই দৃষ্টির বাহিরে—

ভুল ভুল ভুল হলো… নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হলো খেলা
পাথরে পাথর মেরে চলে যেতে চাচ্ছে ছেলেবেলা ॥

ঘর ধরে মন্দিরের চূড়া

মুহূর্তের ভাষা স্থির অন্ধকারে পাতার মতন অনেক ক্ষমতা ধরে
লুকোয় অসংখ্য তীব্র আলোকের সুতো তার আঁধার লাটায়ে
তোলে ঘুড়ি, গুণগান, বাদুড় পেঁচার মতো নিঃসঙ্গ জীবিত
এক-ভিখারিণীপ্রাণ আকাশের স্বপ্নের বিমানে।

আর খেলা করে হাওয়া ঘুম-ছুট পাতার ভিতর
আমরা না দেখে সবই টের পাই, অনুভব করি
আমরা না দেখে প্রেম টের পাই, অনুভব করি
মুহূর্তের ভাষা স্থির অন্ধকারে পাতার মতন অনেক ক্ষমতা ধরে

এই ভাষা চিরস্থায়ী বাংলা নয়··· মুহূর্তজাতক
ব্যাকরণ-শূন্য প্রাণ ভরে নেয় প্রত্যক্ষ চুম্বনে
কখনো সহসা খুলে দেয় মূঢ় খেলার প্রাঙ্গণ
কখনো গোপন হিম ঘর ধরে মন্দিরের চূড়া !

বাঘ

মেঘলাদিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

আমার ভয় হলো তাই দারুণ কারণ চোখ দুটো কৌতুকে
উড়তে-পুড়তে আলোয়-কালোয় ভাসছিলো নীল সুখে
বাঘের গতর ভারি, মুখটি হাঁড়ি, অভিমানের পাহাড়···
আমার ছোট্ট হাতের আঁচড় খেয়ে খোলে রূপের বাহার।

মেঘলাদিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না॥

শুদ্ধসীমা থেকে

শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা কবিতার সর্বাঙ্গে, যেমন
মধুর বিহ্বল পায়ে পিঁপড়ে পড়ে ছড়িয়ে সুধায়—
বিঘে ও নির্বিঘে, আমি যাই, যেতে-যেতে বাধা পাই
আনন্দে পশ্চিমে চলি, টানে পূর্ব উৎকৃষ্ট ক্ষুধায়।

প্রসঙ্গত কোনো দিক, কোনো তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার মোহে
আমাকে যেতেই হবে, পূর্ণাপূর্ণ, প্রাণে ও অপ্রাণে
ক্ষমতার কূট যদি শাস্তি দিত, হতাম অক্ষম
জড় ও জীবিত পিণ্ড, নৌকা ভাঙা ঘাটের সন্ধানে।

কোথা ঘাট ? জলের প্রচ্ছদে কোথা পরিপাটি শুকনো অন্ধকার
ভ্রূ-র ! কোথা, কই কাজ কাজলের ? ও মর্ত্যলোকের—
ইতস্তত পড়ে-থাকা মানুষের শ্মশানের ছবি
ওঁ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ··· লেখে সমুৎপন্ন, সুস্থ এক কবি
রক্তে, টক চক্ষুজলে ; আর করে আমাকে উদ্ধার
শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা করি আমি সর্বাঙ্গে তোমার ॥

মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়

মনে পড়ে স্টেশন ভাসিয়ে বৃষ্টি রাজপথ ধ'রে ক্রমাগত
সাইকেল-ঘন্টির মতো চলে গেছে, পথিক সাবধান…
শুধু স্বেচ্ছাচারী আমি, হাওয়া আর ভিক্ষুকের ঝুলি
যেতে-যেতে ফিরে চায়, কুড়োতে-কুড়োতে দেয় ফেলে
যেন তুমি, অলক্ষ্যে এলে না কাছে, নিছক সুদূর
হ'য়ে থাকলে নিরাত্মীয় ; কিন্তু কোন ? কেন, তা জানো না।
মনে পড়বার জন্য ? হবেও বা। স্বাধীনতাপ্রিয়
ব'লে কি আক্ষেপ ? কিন্তু, বন্দী হ'য়ে আমি ভালো আছি।

তবু কোনো খররৌদ্রে, পাট্‌কিলে কাকের চেরা ঠোঁটে
তৃষ্ণার চেহারা দেখে কষ্ট পাই, বুঝে নিতে পারি
জলের অভাবে নয়, কোনো টক লালার কান্নায়
তার মর্মছেঁড়া ডাক। কাক যেন তোমারই প্রতীক
রূপে নয়, বরং স্বভাবে— মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়
কোথায় বিমূঢ় হ'য়ে বসে আছে হাঁ-করা তৃষ্ণায় ॥

পরোক্ষে

নীল অত্যাচারে মাতে ডুবন্ত জাহাজ
    নিকটে, জলের কোল অশ্রুসিক্ত, বিষণ্ণ, করুণ
অনাদির অপেক্ষার মতো ঢাখে
    ডুবোজাহাজের কাছে মহিমার শান্ত বিসর্জন

একা, তার কাছ থেকে সরে যাওয়া, সরে-সরে যাওয়া
        আর কোনো কাজ নয়,
            পারাপার নয়— অত্যাচারে
    ক্রমাগত ডুবে-যেতে-চাওয়া-থেকে
        প্রকৃত উদ্ধার— পাতালে, গভীর হাতে…
                    মানুষের
    অবলীলাক্রম, একটি দুটি কাজ থাকে
সেই কাজে চিবুক ঘনিষ্ঠ হয়, অন্ন খায় প্রচণ্ড মধুরে
    দিনযাপনের জাল থেকে খুঁটে-খুঁটে খাওয়া মাছ
    পাখির পশ্চাতে পাখি ছুটে আসে

মানুষও তেমন,
মানুষের আর কোনো বিশিষ্ট কর্তব্য নেই
    নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ব্যতীত বা
                পরোক্ষে মরণ !

মুহূর্তে শতাব্দী

ওই বাড়ি, শিরীষের পাতায় আহত…
এ-সত্য মৃত্যুর হিম ছোঁয়া দিয়ে তাকে
ব'লে যাবে, আজই নয়, কিন্তু কাল তোর
মসৃণ চূড়াটি ভাঙবো, পলেস্তারা খসাবো পীযূষে
ভাঙবো, ভেঙে টুকরো করবো ইট কাঠ পাথর প্রতিমা
শব্দের… শিরীষ তাই ছুঁয়ে গেলো মহিমা দুপুরে

চুল-নাড়া খুশ্‌কি যেন, বালক বোকার পচা রাগ
নিতান্ত সামান্য তার ঝ'রে-পড়া ধেয়ানি শহরে
মসজিদের পাশাপাশি, কাঁচা ফল রোদের উপর
ভয়ংকর ম্লান পাতা, তবু কতো চোখ উন্নাসিক
ত্যাখে ব্যস্ত চঞ্চল রঙিন চুড়ো-করা উড়ো মেয়ে
পাগল একটি শুধু স্পৃষ্ট হয় হেমন্তবিদ্যুতে
বলে, থাকো, চেয়ে থাকো, মৃত্যু এসে দাঁড়াবে এখানে
পুলিশের মতো স্পষ্ট, হেমন্তের পাতায় আহত
থাকো, তুমি চেয়ে থাকো— মুহূর্তে শতাব্দী সৃষ্টি হবে ॥

পিছনে-পিছনে

পিছনে-পিছনে তাকে কুরে খাও শাদা পিঁপড়ে উই
যেমন মসৃণ শান্ত দাঁত বসায় লোভে না, স্বভাবে
ঠিক তেমনিভাবে তুমি খাও তাকে, কুরে-কুরে খাও
নারকোলমালার দুধ ছিবড়ে-সুদ্ধু, যেন পাতাটাও
রেহাই পায় না বৃক্ষ-সমগ্রতা, জব্দ করো প্রেমে

এভাবেই বাঁচতে হবে দড়ো-জড় আত্মসাৎ ক'রে
অনাক্রমণে, প্রেমে কিংবা কোনো তন্ময় চুক্তির
বোঝাপড়া থেকে ঠিক বাঁচতে হবে, বিয়ে করতে হবে—
এভাবেই পেতে হবে কুরে-কুরে অব্যর্থ মুক্তির
দেয়াল-খসানো ফাঁকা, বুকে-ঢাকা স্বপ্ন সফলতা
কবিতা— তাকেও! যাও, কুরে খাও, কুরে-কুরে খাও…

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্ব জুড়ে
রামধনুকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ খুঁড়ে
যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক মনের ক্ষত
তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত

সঙ্গী বরং কলধ্বনির ভিতর-বাহির কৌতূহলের
মধ্যে আমিই ময়ূরবাহন, প্রতীক-প্লুত বর্ণমালার
সুগন্ধ ফুল, হলুদ পরাগ কিংবা পোড়া হৃদয়জ্বালার
অবশ্য ক্রোধ, সিক্ত হবো নির্নিমেষের বৃষ্টিজলে

শব্দ মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্ব জুড়ে
রামধনুকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ খুঁড়ে
যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক মনের ক্ষত
তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত ॥

একটি সহাস্য জাল

একটি সহাস্য জাল আমাদের মুখের ওপরে
পড়ে আছে
যেন সে বিষণ্ণ ছায়া, নুনজল, বালুর পরত
রুমালের যত্নে যাবে ··
যায় না।
পড়েই থাকে স্থায়ী দুঃখ
গরিবের চেনা
ক্লেশ ও টানের মতো সংবৎসর !

দেখা হলো
পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে তারই সঙ্গে,
প্রান্তর নির্জন
অবাক জালের দড়ি হাতে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে
নিশ্চিন্ত ছুটন্ত মূর্তি
পা বাড়ানো···

আমি ভাঙায় গড়া মানুষ

মায়াবী এই আলোয় ওড়ায় মায়া ভাঙার ফানুস
যে জন ছিল গোড়ায়, তাকে পুড়িয়ে মারে মানুষ
আর যারা সব পথিক, শুধু তার পিছনে চলে
মানুষ গিয়ে ছোঁ মারে সেই এক মুঠি সম্বলে—
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতায়, তার মানে ঐকিকে
জড়িয়ে করা বহু ; যেমন করেছেন বাল্মীকি !

মানুষ কাকে বাঁচায় ?
যদি এমনি ক'রে খাঁচায়
পোরে পাখির চেয়েও খালি
নিবিড়, নরম গেরস্থালি ?
আমার ভয় করে, ভয় করে
কেবল ভয় করে, ভয় করে
যদি নিজেই তাকে মারি…
এবং এটুকু তো পারিই, আমি ভাঙায় গড়া মানুষ ॥

একদিন এই মূর্খ

এই মূর্খ একদিন পৃথিবীর প্রতিটি ইটের
স্পর্শ পেয়ে ভেবেছিলো অনায়াস প্রাসাদ বানাবে—
ইটের মতন বন্ধু গেরস্তের পাথর তো নয় !
এই ভেবে, নদীতীরে পলিমাটিসংকুল প্রদেশে
অনেক ঘুরেছে মূর্খ, ছুঁয়েও দেখেছে কাঁচা-পাকা
অসামান্য ইটগুলি, ইটের খেলার মঞ্চগুলি
এবং একদিন, তারই টুকরো খেয়ে, টুকরো খেয়ে— গেছে !

পিছু ফেরে

বেশি নয়, একটুকরো
চিনিতে ফিসফাস পিঁপড়ে আসে— তেমনি কি
পাতাভর্তি, কবিতার অমোঘ স্পন্দনে
নাড়া থেকে আসে সব ?
কিংবা আসে জানাতে বিদায়

স্বাভাবিক—
যেন ছেলে গাছের সর্বাঙ্গে মেলে দীর্ঘ ছুটি
আবোলতাবোল
খেলা তার খেলে যায়, তেমনি কি, বিশুদ্ধ অলস
কিছু লোক ঝুঁকে ছাখে
কবিতার স্থির জলে মুখ ?

বুঝি না কাউকে, যেন পিঁপড়ে, যেন ফিসফাস পয়ার
ক্রমাগত মোম ঢেলে মৌচাক করেছে চিত্রার্পিত
শুধু তারই মধ্যে তাকে গোত্রছাড়া হয়ে যেতে দেখি
যে ছিলো বিষয়বস্তু, যে ছিলো কবিতাগত প্রাণ…
পিছু ফেরে, অনুমতি নেয় না কারুর
চলে যায়, এমন কি বলে না আমাকে !

ভুল থেকে গেছে

নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে···
প্রধান অসুখ নিয়ে কলকাতায় ঘোরে লক্ষ লোক
আজ কিছুদিন হলো তারই মধ্যে বসন্ত এসেছে
প্রত্যক্ষ পলাশে, পাশে মুচকুন্দ চাঁপার নোলক—
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে
প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তের অসুখে
মোহমান, প্রাণ নিতে পারে
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়—
মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর ॥

কে যায় এবং কে কে

গাছগুলো আর পাথর এবং পাথরভরা কামিন
বনের মধ্যে আমি তখন বনের মধ্যে আমি
মনের মধ্যে কে যে
মনের মধ্যে বিবাদ করে স্বপ্ন দেখায় যে যে
বনের ভিতর কে যায়
মনের ভিতর বৃষ্টি আমার বর্ষাতিটা ভেজায়
কে যায় এবং কে কে
এক ভাঙা ইট থাকলো পড়ে— হায়রে, আমার থেকে ॥

সোনালি দুঃখ

সোনালি সুতোর ঋণে পৃথিবীকে দিয়েছো অশেষ
যন্ত্রণা, এখনো মরো, মরে যাও— শুনবো দূর থেকে
কিছুতেই যাবো না কাছে, মুক্ত করো হে কাঙাল রাহু
প্রেম, ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে একবার অন্তত ওঠো হেঁকে :
এখন যাবার বেলা ওর পৃথিবীর অন্যপারে।
কে না জানে, ভাবে জল ; ভাসে লাল সাঁতারে স্বাধীন
মুখাপেক্ষী মানুষের একদা কি দুর্দম লড়াই
ভালোবাসাবাসি, শুধু ছুঁয়ে দেখা, বাস্তব গঠন—
কাকে টানে নম্র কেঁচো, কার মুহুর্মুহু ওড়ে ছাই
বাতাসে, সকলি জানি ; তবু রাগ কেউটের মতন
এখনো গর্জায়, ব্যথা ছাপ মারে গোবরের তাল
গলির দেয়াল জুড়ে, কাংস্য ঘুটেঅলা আমি ঘোর
তোমাকে বিষাক্ত করি, এমনকি ঘা দিই থাঁড়ার
মড়ার ওপরে, কেন ভালোবেসেছিলাম একদা ?

আমার দ্বিধা

কথার অনেক মূর্তি আমার দেবতাদের ধরনে
একটি জলে ডোবাই এবং একটি রাখি স্মরণে
বাকি শতেক ফুটে ওঠে, জানি অপরিচিত ঠোঁটে
একটি জলে ডোবাই এবং একটি রাখি স্মরণে
কথার অনেক মূর্তি আমার দেবতাদের ধরনে।

ভালোবাসার বর্ণ খসে বৃথাই কালহরণে
একাকিনীর দিবসরাত না বুঝে দেয় বক্ষে হাত
এবং চলে মিলনাতুর আবেশখানি পরনে
আমার দ্বিধা চেতনা তবু দাঁড়ায় দৃঢ় চরণে ॥

তার কাছাকাছি

কবিতাকে তার খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি
যে গাছ কেবলি একা, স্পষ্ট পাথরের মতো ভারি
আমি কবিতাকে তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি

যেন নিগৃহীত কোন্ পলাতক বালক বিদেশে
বিচ্ছিন্ন সংবিদে স্থির, কিন্তু তার অভিমানে, বিষে
যেটুকু মৃত্যুর বীজ··· কেউ তাকে অহিংস বলে না।

এর জন্য দোষ দেয়, যদি পারে তুচ্ছ ছেঁড়া ত্যানা
টেনে নিয়ে নগ্ন করে এবং সহাস্যে বলে, ঐ
উন্মাদের কাণ্ড গ্যাখো, লজ্জায় আরক্ত হলো কই ?

কবিতাকে তার খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি
যে-জন ঈশ্বর, বাঘ, পারিজাতময় স্বর্গ, নারী···
আমি কবিতাকে তারও কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি ॥

গাধা আর চাঁদ

একসময় চোখ তুললেই দেখতে পেতুম—
এক গাধা আর চাঁদ নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে
কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।
এভাবে, এককালীন সঙ্গে যাওয়ার নাম তোমরা দিয়েছো, ভালোবাসা!
আমি অমন সমস্ত সম্পর্কের মানে বুঝি না।

কতো মানুষের সঙ্গে তো কতোদিনই রাস্তায় হেঁটেছি
অমন গাধা আর চাঁদের মতন সমান্তরাল
নিঃশব্দ ও বার্তাহীন
ওদের কেউ আমায় কোনদিন স্পর্শ করেনি।

এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই—
আকাশের গা বেয়ে এক গাধা হেঁটে চলেছে
জঙ্গলের মধ্যে চাঁদ···
মোটকথা, আমার কাছে ওদের স্থানবদলের খবরটাই জরুরি ॥

তীক্ষ্ণ তরবারি

মানুষের মধ্যে থেকে মানুষের কাছাকাছি থেকে
একটি সম্ভাব্য ক্ষতি হয়ে গেছে যখন আমার—
মনে হয়, আর তার কাছে থাকা নিরর্থক হবে
হয়তো বা দূরে গেলে তাকে ভালোবাসাও সম্ভব
একদিন, তা না হলে উভয়ত সম্পর্ক স্থাপনে
জটিলতা বৃদ্ধি পাবে, মানুষে-মানুষে মুখোমুখি
হবে না কখনো আর প্রেম-প্রীতি স্নেহ নিবন্ধন
এবং আড়ালে গিয়ে দীর্ঘ হবে তীক্ষ্ণ তরবারি।

মানুষের মুক্তি নেই, মানুষের হাত থেকে আজ
বাঁচাতে পারবে না তাকে প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় শুচিতা!
স্থবিরতা ঢের ভালো, বিকল্পে চাঞ্চল্য গুপ্তপথ
খোঁড়ে আর তাড়া করে, এমন কি, প্রান্তর-মূষিকে—
শিশুকেও মাতৃক্রোড়ে হত্যা করে বাধ্য রাজনীতি।
এও কি মানুষে করে? যে-মানুষ বসেছে হৃদয়ে!

এখানে সেই অস্থিরতা

অস্থিরতার সূত্র কোথায় ?
খুঁজতে-খুঁজতে বনস্থলীর সব ক'টি ঘাট পেরিয়ে এলাম—
সামনে নদী

পাথর পেতে পরীরা পা ঘষেন একলা
ইট মেরে ডুম্ ভাঙতে যেমন, মেঘ ছুটে খায় জ্যোৎস্না যদি
তখন দ্রুত পাথরচ্যুত— অস্থিরতার সূত্র কোথায় ?···
এমন কথা বলতে-বলতে কোন্‌পথে যান ক্ষুব্ধ পরী ;
শান্তিতে তাঁর স্নান হলো না !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর মুখ দেখা যায়— আয়না-নদী ছাড়িয়ে গেলাম
এবং নদীর সূত্র কোথায় ? বলতে-বলতে, পাহাড়তলি···
একটা গল্প তোমায় বলি :
চোখ বুজে কান রাখলে খোলা
নদীর সূত্রপাতের গন্ধ, আঁতুড়ঘরের সামনে দোলা
আর ঝাঁকেঝাঁক্ টিয়া,
আমার ও মন দরদিয়া ··· চোখের
জল গড়ালো পাথর, বুকের অস্থিরতার পাথর !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর পরে নদীর পরে পাহাড় ছাড়িয়ে এলাম
শহরে, আজ শহর দেখবো
গলির ঘরে শুয়ে আকাশ

যদি দেখায় দু'খানি পা
শান্তিতে তাঁর স্নান হলো না···
এখানে সেই অস্থিরতা, নবজাতক, বারুদগন্ধ !

কাটে দিন, দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ

দীর্ঘদিন তার কাছে, ছেলেবেলা থেকে তার কাছে
মানুষ হয়েছি আমি, তার পাঁশটিবির উপরে
খেলেছি অনেক খেলা, কোষে বিষ করেছি লেহন
মরিনি, শিখেছি বাঁচতে, জিভ দেগে— গেরস্তের ঘরে

মানুষ হয়েছি আমি, একবার মানুষই থাকতে চাই।
ভেঙে টুকরো হতে চাই না যাতে সে স্বচ্ছন্দে যাবে ভুলে
অর্থাৎ যেতেও পারে সে তো নয় দৃষ্টিতে দারুণ
তুখড়ো মায়াবী কেউ, অটুট ব্যক্তিত্বে কাছা খুলে

যায় তার, এঁটে রাখে, কোনোমতে ভদ্রতা রক্ষাই
জরুরি সমস্যা তার, আমি যে মানুষই থাকতে চাই—
এও তো পাঠশালে শিক্ষা, তারও পরে ইস্কুলবাড়িতে
ভেতরের মনুষ্যত্ব বাইরে থাকে, বাহ্যত ফাঁড়িতে

কাটে দিন, দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ, ন্যায়নিষ্ঠ দেশে—
কুকুর-কেত্তনে ভাগ্যি আড়ে ঠেকা দেয় রায়বেঁশে ॥

'ঐ যে তিনি' : সতীনাথ ভাদুড়ী স্মরণে

আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে যেতে পারোনি তুমি এখনো
এখনো তুমি বুকে জারুল, মুখে চন্দনে-ফুলে রয়েছো ঢাকা
আগুনের ছুরি স্পর্শ করছে তোমার পিঠ
তোমার লাগছে
আমরা সেখানে তোমাকে ছুঁয়ে রয়েছি অনেকে
অনেকেই তোমার সাথে ভেলায় ভেসে যাবো
তোমাকে একাই ধরেছে
আমরা সেখানে তোমাকে ছুঁয়ে রয়েছি অনেকে
ছুঁয়ে রয়েছি তোমার হাড় — হাড়ের ছাই
পায়ের নথ খসে পড়ছে পালকের মতো
আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে যেতে পারোনি তুমি এখনো
এখনো তুমি বুকে জারুল, মুখে চন্দনে-ফুলে রয়েছো ঢাকা
আগুনের ছুরি স্পর্শ করছে তোমার পিঠ
তোমার লাগছে
শ্মশানের কোনো দরজা নেই— তাহলে বন্ধ করে দিতুম
শ্মশানের নেই তালাচাবি— তাহলে হারিয়ে ফেলতুম
চারিদিক দিয়ে আগুন ঢুকে পড়েছে
ভেলা তোমার সেই আগুনে ভেসে যেতে চায়
আমরা আগে থেকে মোটেই তৎপর ছিলুম.না
আমাদের অনেক দোষ।

এখানে তোমাকে নিয়ে স্মৃতিতে গল্পে মেতে উঠেছি আমরা আজ
এখানে অনেকেই তোমায় দেখতে পেয়েছে
দূরে কাছে রব উঠেছে 'ঐ যে তিনি'
আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে যেতে পারোনি তুমি এখনো ॥

কবিতার সত্যে

কবিতার সত্যে আমি একঝলক মিথ্যের বাতাস
লাগাই, কী পালটে যায় কবিতার সত্য একদিনে ?
তাহলে সত্যের নেই সেই বুঝ্, সেই দাঁড়সাঁতার,
সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস !

সত্যই নিষ্ঠুর— এই শুনে আসছি নিরবধিকাল
যেন সত্য আমাদের পূর্বপুরুষের পাটরানী,
শতাব্দীর একতীরে বসে শোনে, অন্যতীরে তাল
পড়ে ভাদ্রমাসে, হায় প্রকৃতি-প্রাক্তন রাজধানি !

সত্যকে হিঁচ্ড়ে টেনে নিয়ে যাই গঙ্গার বাতাসে
গা জুড়োতে, তারপর কষে মারি দু'গালে থাপ্পড়,
পোঁদের কাপড় তুলে ছেঁকা দিই দুপাটা মাংসের
উপরে কলঙ্কের দাগ ; তৎক্ষণাৎ মিথ্যে হয়ে আসে—
বিপুল, অমিততেজা, জাহাঁবাজ সত্যের ভ্রূকুটি···

আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি ॥

সে— তার প্রতিচ্ছবি

একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো
সাদৃশ্য তার খুঁজলে আছে, হয়তো উঁচু গাছের কাছে
নয় পাহাড়ের সঙ্গে তুল্য খানিক অনুন্নত
একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো।

একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো
কেউ বা ছিলো কপোতাক্ষ, কেউ হয়েছে ক্ষীণ গবাক্ষ
কেউ বা ধূলা, কে চুলখোলা— লুকোনো, স্পষ্টত…
একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো।

একটি শিকড়, স্থির যেন সে সেই শিকড়ের মতো
যে চায়, কাড়ে, শিকড় বাড়ে— হাতের ছোঁয়া চোখের আড়ে
পাতালে যায়, পাতালে যায়… দুরন্ত, সংহত
একটি শিকড়, স্থির যেন সে সেই শিকড়ের মতো॥

ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ

আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে…
যে-আমি একদিন তাকে আগাপাছতলা পেটাতাম
উত্তাল রাস্তার মধ্যে, কিংবা কানাগলিতে ঢুকিয়ে
কষে গোবেড়েন্ দিয়ে রক্তচক্ষু ভ্রূমধ্যদলিত
করতাম, এখন তার দুঃখে আমি দুঃখী, অনুতাপী—
আমার হলো কী হাল, ভগবান, এ-বৃদ্ধবয়সে!
বস্তুত আমি কি মৃত ? অধিকন্তু মর্মরধ্বনিত ?
ভাঙাবাড়ি, নীলাঞ্জনশ্যামটানে কবিত্বে চুরমার ?

ধরেছি একদিন ফিরে যেতে হবে প্রসিদ্ধযৌবনে
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে ধুলো সেই দর্প-দপ-দপে মুখের
উপরে স্থাপন করতে হবে মুখ কারুণ্যলাঞ্ছিত
এবং অবাধ্য শব্দ ক্রমাগত সাজিয়ে মহান
আবার বানাতে হবে নিজহাতে নিজেরই সমাধি…
যাকে বলে ফেরা, বলে পিছুটান, পিতৃদুঃখ বলে ॥

ছুই শূন্যে

দুদিকে যায়, দুদিকে যায়— একদিকে কেউ যায় না
দুটি জীবন চাখতে গেলেও একটিকে হারায় না
এমন মানুষ পাওয়া শক্ত, চতুর্দিকের বেড়ায়
বন্দী করে রাখছে এবং যে নেই তাকে এড়ায়

সমস্তদিন সমস্তরাত এই খেলাটির কাছে
আমার হৃদয় ভাগ করে ছুই শূন্যে বসে আছে ॥

অনেকগুলো দিন কেটেছে

ইচ্ছে ছিলো বেঁচে থাকবো, সুখে থাকবো একাই
বদ্ধ একটি বাড়ির মধ্যে আনবো আগের-দেখা
পথ-বিপথে ছিন্নভিন্ন একটি জনস্থলী
ইচ্ছে ছিলো, বহুকালের ইচ্ছে··· এখন বলি :
অনেকগুলো দিন কেটেছে আমারো রোদ্দুরে।

হয়েছি আজ ইঁদুর বিদুর স্বভাবে-অভ্যাসে
পোড়ামাটি নীতির আঘাত সোনারবরণ দেশে
ফোটাচ্ছে ফুল এক সহস্র, মানুষের বাগানে
আধেকখোলা আপনভোলা মাত্রে সবাই জানেন···
অনেকগুলো দিন কেটেছে আমারো রোদ্দুরে!

অতিদূর দেবদারুবীথি

পিছনে, নদীর দিকে অন্ধকারে মিনারের চুড়ো অতিদূর জলস্তম্ভ
মনে হতে পারে
নাবিকেরও মনে হয়— নাবিকেরা সত্যকার জাহাজ দেখেছে
ডুবো ইলিশের চোখে সেইসব নাবিক-কম্পাস-কাঁটা-মাস্তুল-মিনার যেন এক
চঞ্চল বেদনারাশি-ভরা দেশ, দেশাতীত কিছু
ইলিশের নেতা জানে, ইলিশের ক্যাবিনেট জানে।

অন্ধকারে আমাদের চোখাচোখি হয়েছে যেমন মিনারে-নাবিকে হয়
ইলিশেও হয়

তবু চোখই বিশ্বাসপ্রধান
চোখের জলের জন্ম বিশ্বাসের জন্মের মতন চোখেরই ভিতরে
সেখানে তালের ডোঙা করে আসে পালেদের লোক
নাবিক-কম্পাস-কাঁটা-মাস্তুল-মিনার সবই আছে
প্রতীতি বাহন আছে, দেবীমূর্তি নাই

অন্ধকারে আমাদের চোখাচোখি হয়েছে যেমন মিনারে-নাবিকে হয়,
ইলিশেও হয়।

আমাদের কথা শুধু আমরা বুঝেছি একদিন নদীতীরে অন্ধকারে
মিনারের দিকে চেয়ে থেকে
আমরা বুঝেছি— তবু বোঝাবার আয়াস করিনি
যা কিছুই বোঝা যায়, বোঝানোও যায়—
তেমন রহস্যহীন স্বার্থগন্ধহীন বর্ণনা কে
অন্ধকার চুরি করে দিতে যাবে উৎসুক ইন্দ্রিয়ে
কে সে ফেরিঅলা যার ফেরি শুধু কর্কশ পাথর ?

আমরা জেনেছি এতো তবু আরো জেনে যেতে হবে
উন্মাদের ঝুলি যতো অদ্ভুত জঞ্জালে ভরে যায় ততোই তারার ফুর্তি

সে জানে সে যাবে, সাথে নিয়ে যাবে তারার পুঁটুলি
জীবনে মোহর পেলে তুলে রাখা তারও শখ ছিলো
এমনই সকলে, তবু টের পেতে কাল লেগে যায়— একটি জীবনধারা
তৎক্ষণাৎ লেগে যেতে পারে
একথা জানার পর আরো দূর জানার উদ্দেশে আমাদেরও যেতে হয়
আমাদেরও আড়ি পেতে শুনে নিতে হয় চটকের কত দাম আড়তে-দোকানে
এসব ব্যবসাবুদ্ধি অতি বড়ো নির্বোধেরও আছে—
ইলিশ-চটকে ভুলে হাবাগোবা জেলেদের পুত সম্ভব-খাড়িকে ছেড়ে
মহান সাগরে মিশে যায়
আমরাও মিশে যাই— আমরাও মিশে যেতে থাকি—
খাদ্যাখাদ্য, প্রেমপ্রীতি, নষ্ট ফল সবার উপর
ইচ্ছার আধেকলীন মাছি হয়ে ঘুরে মরি শুধু
তোমাদের কাছে বলি— 'যা পেয়েছি প্রথমদিনে তাই যেন পাই শেষে…'

জীবন-বাসনা সেই নীলাঞ্জন ছায়া— যার কাছে গিয়ে তবে বুঝেছি প্রত্যেকে
প্রত্যেকে পৃথক, হ্রস্ব-দীর্ঘ, স্থির-কম্পমান, জনতা-একাকী
তাদের গঠিত শান্তি যথাক্রমে শুয়ে পড়ে আছে
আমরা শোয়াতে ভারি সুখ পাই— নিষ্প্রাণতা পাই
কাগজে-কলমে চাই জাগরণ সাধ চেপে রেখে
আমরা হলুদ ভালোবাসি বলে মুখে বলি জুঁই
আমাদের সাধারণ কাজে সুপ্ত যুগের প্রতিভা।

কখনো বুকের কাছে মেঘ করে— মুখেই মিলায়
অবর্ণনীয়কে যেন বর্ণনীয় করি
দাঁড়ালে কি সুখী হবো ?
আমাদের কথার আগেই পড়ে পূর্ণচ্ছেদ তবু বলি কথা
নতুবা সৌষ্ঠবময় সাধু বলে নিতো কি মন্দির ?
'ইলিশের সংসারের কাঠামো জানি না'— বলে সর্বদা-গম্ভীর অধ্যাপক
অনেক দেখেছি আমি
দেখার অতীতও আছে কিছু— ফলে নিত্য ভ্রাম্যমাণ
আমার কাজের চেয়ে অকাজের বোঝা বেশী থাকে।

এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া সহজ অনেক
সেখানেও বৃষ্টি পড়ে, সেখানেও শীতে পাংশু ঠোঁট
সেখানে বসন্তরাতে কাঠ·চেরাইয়ের শব্দ হয়
বাগানে ভেরেণ্ডা গাছে বসে স্থির নীলকণ্ঠ পাখি বাবুর ছেলেকে ডেকে
কথা বলে—
'বিদেশেই চলো— সেখানে অনেক বল— গোলপোস্ট, তুমি সুখে রবে '
জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়া ঘর মনে পড়ে না আমার
অনন্ত ময়দানে দেখি জানালা— পোর্টিকো
গরাদে ঘুণের বাসা, জালে-ধরা বাদুড়ের মতো পড়েছে পানের পিক কতো
কাছে দূরে
আমাদের জ্বর হলে পাড়ের কাঁথায় ঢাকা হতো পাশ-বালিশ
ওডিকলোনের স্পর্শ প্রথম প্রেমের মতো আজও জেগে আছে
মাঝে মাঝে টের পাই— খোঁজ পড়ে স্বজন-সায়রে কে দেয় সাঁতার
জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়া ঘর মনে পড়ে না আমার
অনন্ত ময়দানে দেখি জানালা পোর্টিকো
গরাদে ঘুণের বাসা, জালে-ধরা বাদুড়ের মতো পড়েছে পানের পিক কতো
কাছে দূরে ;
অতিদূর দেবদারুবীথি— তার ছায়ার ভিতরে আমাদের পথ হাঁটা হতো রোজ
করতলে টক কামরাঙা, মাকড়সার শত বাসা চুলের ভিতর
যেন পৃথিবীর সাধ, শৌখিনতা ভুলে গিয়ে ভুলে গিয়ে, বেদনা-বাহার
আমরা চলেছি হেঁটে বিহ্বল সাঁকোর 'পরে স্বপ্নে হাত ধরে
কার পায়ে চাপ পড়ে দেবদারু-ফল ভেঙে যায়
এপাশ-ওপাশ করে ছুটোছুটি গুলির মতন কোনোটি বা
মানুষের মতো এরও ব্যবহার, আচার-বিচার !
দেবদারু বীথি পারে তোমার গোয়াল ঘর চোখে পড়ে রোজ
গরুর বাঁটের থেকে স্খলিত দুধের মতো তোমাকেও মনে পড়ে অর্গলবিহীন
খিড়কি, খোকা-কই, রানা— পাশে তার স্থলপদ্ম দুপুরের রোদে ম্লান হলো
ইতিউতি মাছরাঙা উড়ে যায় বাদার ওদিকে
কন্টিকারী ঝোপে আজও ডোরাকাটা কাঠবিড়ালীর ফলসারঙের মুখ
তুমি নেই— ডালিমের ফুলগুলি ঝরে পড়ে আছে ডালিম-তলায় ॥

আমাদের ঘর নাই— আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে

'সাইকেল সাইকেল'— করে ছুটে আসে ক্ষেত-ফাটা হাওয়া !
হল্‌দিবাড়ি রোড গেছে খরস্রোতা নদীর মতন
চাঁদের পিরিচ ভরে কালো জাম গিয়েছে ছড়িয়ে
আকাশের ব্রিজ— চোখে পড়ে স্থায়ী নাক্ষত্র-রিভেট্
সবই কি সংহত, শক্ত, কালব্যাপী— ভবিষ্যৎময় !
'সাইকেল সাইকেল'— করে ছুটে আসে ক্ষেত-ফাটা হাওয়া
এরই মাঝে
এরই মাঝে আলো তুলে নেভাতে নিমেষ-মাত্র লাগে !

জানালার কাছে বসে মনে হয় পৃথিবীতে শুধু
এসেছি জাহাজে ভেসে যাবো বলে
কোনোদিকে নয়—
দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে একই স্থানে সাঁতারুর মতো
অবিরাম ভেসে থাকা— অস্তিত্ব ভাসিয়ে রাখা শুধু।

জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে
'কাঠ চাই— হলুদ, কর্কশ কাঠ— পাইনাজ, সেগুন ও শাল—'
গেরস্তের দ্বারে-ফেলা যাবতীয় স্মৃতির জঞ্জাল
নেবে ওরা
পরখ করেনি কেউ ঘোড়া
ব্যবসা-বাণিজ্য দ্যাখেনি সে—
জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে।

তোমাদের গাছে ফোটে কুঁদফুল, আলোকলতায়
ছেয়েছে প্রাঙ্গণে পোঁতা গন্ধরাজফুলের শিখর
যেন মাকড়সার জাল— ঘিরেছে কুয়াশা
চুলের ভিতরে মাখা রিবণের মতো।
তোমাকে বেসেছি ভালো— পৃথক করেছি একে একে

কুন্দ, গন্ধরাজফুল, আলোকলতার কেশপাশ
দু'হাতে ধানের ক্ষেত ভেদ করে গিয়েছিল চাষা
সোনার কচ্ছপ কার পড়ে আছে দীর্ঘ নালি ঘাসে!

'বসন্তের দেরি কতো?' বৃষ্টি শেষ, আকাশ উজ্জ্বল
অকস্মাৎ মাঝরাতে ছেলেরাও মাঠে ফেলে বল
সাঁতার অনেকে দেয় অতিদূর জ্যোৎস্নার ভিতরে
'বসন্তের দেরি কতো?' – এ-প্রশ্নে তোমাকে মনে পড়ে।

স্টেশনে হঠাৎ দেখা— এ দেশের বৃষ্টির মতন
বিদ্যুচ্চমকে
সারারাত ছোটে গাড়ি ব্রিজ ভেঙে, দমকে দমকে
আমাদের মন
এ দেশের বৃষ্টিরই মতন।

পাকদণ্ডী বেয়ে বাস শেষে থামে মেটেলীবাজার
দু'পাশে চায়ের বন, সভার ফেস্টুন— ফ্ল্যাগপোস্ট্
সে সবের মতো যেন দাঁড়িয়েছে শেড্ট্রির সারি—
বক্তব্য কোথায়? ভাষা-গণআন্দোলন-মনুমেণ্ট?
নাকি এ তুরার রেঞ্জ, অবসোলিট্ প্রাণের রেপ্লিকা?

বুঝি না কিছুই— শুধু নিস্তরঙ্গ ভেসে চলি স্রোতে
বর্তমান মুছে যায় নতুন পাম্‌শু জুতো পেলে
কখনো তোমার কথা মনে হয়— কখনো তাদের
ভালোবাসা একবারই নিয়েছিলো ডানা
সে হবে বাল্যের শেষ— কৈশোরের শুরু
সদর দরোজা নয়— খিড়কিই বুঝেছি।

সেখানে দেয়াল থেকে খসেছে গোবর
জলবসন্তের দাগ রেখে গেছে মুখে

পদশব্দ চারিদিকে— চারিদিকে পাতার ফিসফাস
তরুণ শামুক এক উঠে আসে দীর্ঘ রানা বেয়ে
নারিকেল-ফুল-মাখা দুপুর বাতাসে
তোমার উৎকণ্ঠ স্পর্শ আজও মনে আসে

অন্ধকার ঘরে
মুঠোয় বারুদ ঢেকে লুকোচুরি করে
সেদিন দুজনে—
সে কথা কি আজও মনে পড়ে ?

ইনডং পল্লীর কোলে বসে গেছে হাট— গোধূলি তখন
উড়ছে কার্পাসতুলা মাঠের উপর
ধুলা ধরে থাকে তার মহিষের ক্ষুর
'— পথ হতে কুড়িয়ে নেবে কি ?'

আলের উপরে আজ রোদ এসে পড়ে মার্জনার মতো
বিদায়ী রুমাল উড়ে যেতে চায়— সিক্ত বকপাঁতি
কোথায় শান্তি ওঁ শান্তি পাবো— কোথায় সাগর ?
কমলালেবুর বনে এসে গেলে তৎপর মৌমাছি।

দীর্ঘদিন ধরে আমি হেঁটেছি বালুর তীরে-তীরে
পদশব্দ ওঠে নাই— নিঃসঙ্গ পাগল আমি হেঁটে
পেরিয়ে এসেছি সাশ্রু উইলো-ঝাউ-লিভিং ফসিল
সুতরাং কোন্ দিকে ? সুতরাং কোন্ দিকে— দিকে ?

দূরের পাথরে নাম লিখে গেছে— তাদের প্রত্যেকে
কারিগর—
শহর নীলাম করে এসেছে জঙ্গলে
বসিয়েছে তাঁবু— যেন খেলাঘরে এসেছে আবার
কৌটায় পুরেছে কীট-পতঙ্গ-কাঁচপোকা
এবার বিদেশে যাবে।

আমাদের চেতনার ভিতরে এখন ঘাসের শিশির-ভরা স্পর্শ পাই
কোনো কোনো দিন
ভোরবেলা— মাঠের ওধারে—
ইঁদুর তুলেছে মাটি, শূন্যক্ষেত— হোগ্লার ভিতর
জলপিপিদের কান্না— বিজলীর আলো
দুয়ারে সত্যের কাছে পশারিণী স্বপ্ন নিয়ে আসে
লাল ঘাগ্‌রা ওড়ে তার— গা থেকে উচ্চণ্ড গন্ধ ছাড়ে
বনভূমি হাঁক দেয় 'মাদার মাদার'—
আমরা এখনো যাকে ভালোবাসি, তার কাছে চাই

'নতুন সন্তান দিও আমাদের ঘরে !'

আমাদের ঘর নাই— আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে
সেখানে যথেষ্ট আছে মেলামেশা করার সুযোগ
আমাদের ভুল হয়— ভুল ভেঙে নিতে হয় বলে
পারম্পর্যময় সেই শ্মশান করে না সঞ্চরণ
বুকের ভিতর—
আমাদের ঘর

সবার বুকের মধ্যে আছে ॥

উটের মধুর আরব এসেছে কাছে

জ্যোৎস্নায় হয়েছে শুরু, জানি না কোথায় হবে শেষ
আত্মায় পড়েছে ছাই— উড়ে এসে শ্মশানের ধুলো
ভাঙা খুলি, পোড়া মাংস, কিংবা সবই আত্মার উদ্যোগ
নূতনে বসাতে গিয়ে পুরাতনে করেছো নস্যাৎ
প্রিয়তমা. এও ভুল— এও ক্ষিপ্র বিকেন্দ্রীকরণ !

উড়ে যায় প্রজাপতি— ফেলে গেছে গুটি তার গাছে
ফেরার সময় হলো, শুরু হলো সন্তানের কাছে
মানুষের আসা-যাওয়া
মানুষ সন্তান আজও চায়
মানুষ মাছরাঙা নয়, মাছরাঙা ফেলে দেয় মাছে
অস্ফুট সন্তান তার, কিংবা ডিম— কিংবা লুকোচুরি !

ভুলে গেছি পৃথিবীতে ছিলে তুমি— বুঝি আজও আছো
পেচ্ছাব করেছো দীর্ঘরাতে— কিংবা হয়েছো উদ্ভিদ
স্বপ্নে, সারাৎসারে— তুমি বসেছো জানলায়, তালপাখা
তোমার গ্রীষ্মের ক্লান্তি মুছিয়েছে হাওয়ায় হাওয়ায়
তাকে তুমি বুঝিয়েছো – তারই কাজ তারই সফলতা।

অনন্ত আমার কাছে মাঠ নয় – জলাভূমি নয়
আঁধার ভ্রমর, সেইই অনন্ত আমার ইতিহাসে
আলোক অনন্ত নয়— অনন্ত তোমার মধ্যে আছে
সান্তাল-প্রেয়সী, তুমি রূপ নও, রূপাতীত নও—
তুমিও ইঙ্গিত— তুমি নও ঠিক প্রাণের পিপাসা
তুমিও বাদুড়— মধ্যরাতে মাংস— নষ্ট বটফলে
তুমি মেঘে-মেঘে ঢেকে পৃথিবী আঁধার করে দিতে
হতো ভালো— ভালো নও, তুমিও পিপাসা-মাত্র শুধু
আমারই পিপাসা তুমি, অনেকের হে পিপাসাতীত !

ভুলে গেছি পাখি থেকে নেমে আসে ডানার কামড়
আমাদের বুকে— তাই ভেসে উঠি— উড়ে যেতে চাই
তোমার জ্যোৎস্নায়, ডাকে চাঁদ, ডাকে নাক্ষত্র-খামার
নবান্নের আয়োজন— জন্মদিন হবে কি অঘ্রাণে ?

নাকি ছেড়ে দেবো সবই— ভুলে যাবো জন্মের দ্যোতনা
শুধু বুকে হেঁটে আমি উঠবো পাহাড়ে— মাঝরাতে
অনন্ত যৌনতা চাই— সে-ই সব— সেইই তো ঈশ্বর।

ঈশ্বর গাধার মাঝে— ময়দানে— সহস্র গাধা চলে
কোথায় ঈশ্বর ? কিংবা কোথা সেই অবিনশ্বরতা ?
যার কোনো মার নেই— বুঝি সেইই বিদ্রূপ মারের।
তুমি শুধু সরে যাও— গাড়ি গেছে স্টেশন ছাড়িয়ে
যেখানে বকের বাসা, বাব্‌লাবন— উটের খাবার।

হৃদয়ের কাছে এসে বসেছে সুপারি গাছ গরাদের মতো
হয়তো বন্দিত্ব চাই— নতুবা স্বাধীন হবো কিসে ?
উলোট-পালোট করে দিতে চাই যা কিছু স্বরাট্
অবুঝ বন্দিত্ব চাই— বাঁধা-ধরা উঠোনের মতো—
খোলা ক্ষেত নাহি চাই— যাকে শুধু অনন্তের কাছে
তুলে নিয়ে আসা যায়— তুলনা না করে স্বাভাবিকে
এমনই উঠোন চাই যা ভরেছে ইস্কুলের ছেলে !

কৃষ্ণচূড়া ঝরে গেছে— পথের উপরে — চলে বাস
চলে কৃষ্ণচূড়া— চলে মেধায়-আত্মায়, তারো কাছে
জীবনে-যৌবনে চলে ফুল
আমার সমস্ত ভুল— চিন্তায় সমস্ত হলো ভুল !

কাছে এসেছিলে— আজ কাছে নাই, শুধু গেছো দূর
বাব্‌লা ফুলের গন্ধে মনে হয় উটের মধুর

আরব এসেছে কাছে— সার্কাসে নাচের বালু ওড়ে
মাঝে মাঝে টের পাই— মাঝে মাঝে ভুলে যেতে থাকি
সমস্ত ভুলেই যাই— এই হাট— এই বেচাকেনা
দুর্দিনের ধন তুমি— যতো তীব্র, ততো ছিলে চেনা !

এখন ইঁদুর ঘোরে— শস্য উঠে গেছে মাঠ থেকে
খামারে— গোলায়, তাই ইঁদুর এসেছে আজই মাঠে
জ্যোৎস্নায় রোমাঞ্চ তার চোখে পড়ে— চোখের বাহিরে
তার সম্বর্ধনা আছে— মানুষেরা করে, কেননা, সে
মানুষেরই বন্ধু, তার আপন— উন্মত্ত শুধু বোমা
যারা তৈরি করে তার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই কোনো—
ইঁদুরের সবই আছে— ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা— তাও আছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়— উঠে যেতে ভালো গেলেছিলো
আমাদেরও— ঘাট আছে, সজল সিঁড়িতে আছে লেখা
'সাবধান— মৃত্যু আছে'— কোথা মৃত্যু ? কোথায় অতল ?
আমার চাঞ্চল্য বেশি— জীবনের গোধূলি এখন
গিয়েছে সূর্যের বল রেখা ছেড়ে— খেলা চলে তবু
নিতান্ত রেফারি নেই— হলো গোল—জয় হলো কাজে
চাঞ্চল্যে সবারই ছুটি— একা আমি খেলেছি প্রান্তরে।

আমার মূর্খতা বেশি, আমি খুঁজি দেশান্তর, যেন
সেখানেই শান্তি পাবো— কিংবা উত্তেজনা তীব্রতর
দুয়ের পার্থক্য নেই— দুইয়েরই সাযুজ্য আছে, যাকে
অভিন্নতা বলা যায়— বলা যায় প্রেমের পাথর
অর্থাৎ দৃঢ়তা আছে— অবিচ্ছিন্ন আত্মাই তাদের।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে— মাঠে আলো নেই— চোখ চলে কম
দেখা যায় যাহা কাছে, দূরে দৃষ্টি নাহি চলে আজ
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যাকে সন্ধ্যা বলে, নিশ্চিন্তিও বলে
যাকে বলে 'ঐ শেষ— জীবনের প্রান্ত দেখা যায় !'

মরে যেতে ইচ্ছা হয়— কিন্তু মৃত্যু আর ফিরাবে না
নতুন প্রাসাদ গড়ে ওঠে তিক্ত পুরাতন ভিতে
মৃত্যু কি ভিত্তিও নয় ? মৃত্যু কি নিশ্চিত ভালোবাসা !
একে নিতে চায়— অন্যে নয়— অন্যে নিতে পারে কাম
কামও তো যথেষ্ট, যাতে যোগাযোগ আছে, গ্লানি আছে ॥

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই

বার বার নষ্ট হয়ে যাই
প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র
করো, যাতে লোকে খাঁচাটাই
কেনে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই
বার বার নষ্ট হয়ে যাই
একবার আমাকে পবিত্র
করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই
মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই !